

Applied

KOKBOROK GRAMMAR & Composition

Nirmalendu Acharya
M.A. (Triple), M.Phil, B.Ed.

Applied

KOKBOROK GRAMMAR
&
Composition

For

[The Kokborok Diploma, B.A and M.A Students]

Nirmalendu Acharya
M.A. (Triple), M.Phil, B.Ed.

MANAV SEVA MISSION
Old Agartala, Tripura (W)
www.mavavsevamission.org.in

Applied Kokborok Grammar & Composition

Publisher:

MANAV SEVA MISSION

OLD AGARTALA, MANAV SEVA MISSION ROAD,
TRIPURA (WEST), PIN : 799008
Ph : (M) 9436578731
E-mail : secretary@manavsevamission.org.in
Website : www.manavsevamission.org.in

Ist Edition –2018

Cover illustrated & Type set by – Samar Sen
Printed by – Manav Seva Mission.

Books available at:

- ***DKC, Academy of Carrier Guidence,***
  Shishu Udyan Bipani Bitan (1st Floor) Akhaura Road, Agartala
- ***New Puthighar,*** Akhaura Road, Agartala
- ***Shymal Bhattacharjee,*** Akhaura Road, Agartala.

Price: ₹ 360/- (Rupees Three hundred Sixty) only.

লেখকের কথা

রাজ্য সরকার ককবরক-কে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ককবরক ভাষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক স্তরে ককবরক ভাষায় পঠন-পাঠন চলছে। বাজ্যের নির্বাচিত বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ককবরক অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরা মাধ্যশিক্ষা পর্যদ প্রয়োজনীয় বই প্রকাশ করেছে। মধ্যশিক্ষা পর্যদের অধীনে ককবরক বিষয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে মহাবিদ্যালয় স্তর অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক বিষয় নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা গভীর সংকটে। এই অবস্থায় ককবরক সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা-ইন-ককবরক কোর্স, কলেজ স্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের এম.এ. ককবরক ছাত্র-ছত্রীদের প্রয়োজনে পাঠ্যক্রম ভিত্তিক একটি ককবরক ব্যাকরণ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলাম। এই বইয়ের সবরকম ব্যাকরণগত পরিভাষা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদ দ্বারা প্রকাশিত "মাইদমিক ককবরক ককমা তেই সীয়মুণ্ড বীচাপ" থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কয়েকটি রচনা ও ভাব-সম্প্রসারণ বঙ্গানুবাদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

বইটিতে ব্যাকরণগত ব্যাখ্যায় বুঝার সুবিধার জন্য সাধুভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার জন্য ইচ্ছা থাকা সত্বেও অনেক বিষয় অর্ন্তভূক্ত করতে পারিনি। পরবর্তী সংস্করণে বিষয়গুলি সংযোজন করতে চেষ্টা করব। আশা, করি এই বইটির দ্বারা ককবরক সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা-ইন-ককবরক কোর্স, কলেজ স্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ককবরক শিক্ষক ও ছাত্র-ছত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যে কোন রকম প্রস্তাবই সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে অক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় সাহায্যকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতি —

নির্মলেন্দু আচার্য

তঙবীলাহি (সূচীপত্র)

Previous Question Paper

প্রথম অধ্যায়

বীখাক পুইলা

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

কক

(ভাষা ; Language)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সকল মানুষের ভাষা এক রকম নহে। এক এক অঞ্চলের মানুষের ভাষা এক এক রকম হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি সমষ্টির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে-সকল ধ্বনি সমষ্টি দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাকে কক বা ভাষা বলা হয়। অঞ্চল ভেদে মানুষের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ - বাংলা ভাষা, অসমীয়া ভাষা, মনিপুরী ভাষা এবং ককবরক ইত্যাদি।

কক — খানি মুচুংমো এবা উানসুকমান' সাউই এবা সীয়াই সাক্রাইমা এবা সাই মান রীমান' হিনু কক।

খুকনি কক — খানি মুচুংমো এবা উানসুকমান' বুখুক বাই সাউই সাক্রাইমা এবা সাই মান রীমান' হিনু খুকনি কক।

সীয়জাক কক — খানি মুচুংমো এবা উানসুকমান' সীয়াই সাক্রাইমা এবা সাই মান রীমান' হিনু সীয়জাক কক।

মানি কক — আচায়মা উল' মানি বুখুকনি খীনাউই সীরীমোনি ককন' হিনু মানি কক।

মানুষের মনের ভাব দুই ভাবে প্রকাশ করা যায়। বলিয়া এবং লিখিয়া। মানুষের মনের ভাব বলিয়া প্রকাশ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় খুগনি কক বা কথ্য ভাষা। আর মানুষের মনের যে ভাব লিখিয়া প্রকাশ করা হয় তাহাকে বলা হয় সীয়জাক কক বা লিখিত ভাষা।

ককমা

(ব্যাকরণ ; Grammar)

কোন ভাষা শুদ্ধভাবে বলিবার, লিখিবার বা পড়িবার কতগুলি নিয়ম কানুন রহিয়া যে-বই পড়িয়া কোন ভাষা শুদ্ধভাবে বলিতে, লিখিতে বা পড়িতে পারা যায় তাহাকে ব ককমা বা ব্যাকরণ।

ককমা — **কুনু কক কাহামখে চারিসুগীই সাই মাননানি, সীয় মাননানি এবা পরিই মান রাইদারগ সীয়জাক বিজাপন' হিনু ককমা।**

ককবরক ককমা — ককবরককক কাহামখে চারিসুগীই সাইমাননানি, সীয় মাননানি পবিউই মাননানি রাইদারগ সীয়জাক বিজাপন' হিনু ককবরক ককমা।

আর যে-বই পড়িয়া ককবরক শুদ্ধভাবে বলিতে, লিখিতে ও পড়িতে পার াহাকে বলা হয় **ককবরক ককমা** বা ককবরক ব্যাকরণ।

পুঙমুঙ তেই সীয়থাই

(ধ্বনি ও বর্ণ ; Sound and Letter)

আমরা কথা বলিবার মাধ্যমে অপরকে মনের ভাব বুঝাইয়া থাকি। কথা বলি সময় আমাদের মুখ হইতে যে আওয়াজ বাহির হয় এই আওয়াজকেই বলা হয় পুঙ ধ্বনি। যেমন— সা, রে, গা, মা ইত্যাদি।

পুঙমুঙ — চীঙ কক সাফুরু খুকতীই পেপ্লাই ফায়মা খরাঙন' হিন পুঙমুঙ। ফুনক অ, আ, ক, খ আকরগ।

পুঙমুঙ -এর প্রকারভেদ

এই **পুঙমুঙ** আবার দুই প্রাকর। যথা —

১) পুঙমুঙ সারি (স্বর ধ্বনি)

(১) পুঙমুঙ সারি (Vowel Sound) ঃ

কোন কোন ধ্বনি উচ্চারিত হইবার সময় পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ধ্বনি উচ্চারিত হইবার সময় আমাদের বাগযন্ত্রের কোথাও বাধা পায় না। যে সকল ধ্বনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হইতে পারে, তাহাদের বলা হয় **পুঙমুঙ সারি** বা স্বর ধ্বনি। যেমন — অ, আ, ই, উ, এ, ঔ, ইত্যাদি।

পুঙমুঙ সারি — চীঙ কক সাফুরু কুবুনি পুঙমুঙরগনি মুঙসা চুবাচু নায়াউই সাকসাক পেপ্লাই ফায়মা পুঙমুঙন' হিনু পুঙমুঙ সারি। ফুনকমারি : অ, আ, ই, উ, এ, ঔ, আকরগ।

(২) পুঙমুঙ কৗথা (Consunantal Sound) ঃ

যে-সকল ধ্বনি অন্যের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাদের বলা হয় **পুঙমুঙকৗথা** বা ব্যঞ্জণ ধ্বনি। যেমন — ক, খ, গ, ঙ, চ ইত্যাদি।

পুঙমুঙ কৗথা — চীঙ কক সাফুরু কুবুনি পুঙমুঙরগনি চুবাচু নায়াউই সাকসাক পেপ্লাই মানয়া পুঙমুঙন' হিনু পুঙমুঙ কৗথা। ফুনকমারি : ক, খ, গ, ঙ, চ আকরগ।

সীয়থাই
(বর্ণ ; Letter)

মানুষ মনের ভাব লিখিতরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কতগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে বলা হয় **সীয়থাই** বা বর্ণ। যেমন— অ, আ, ক, খ, গ ইত্যাদি।

সীয়থাই — চীঙ কক সাফুরু খুকনি পেপ্লাই ফায়মা পুঙমুঙন' সীয়াই ফুনুকনা বাগীই সীয়ত্রাক মারিন' হিনু সীয়থাই। ফুনকমারি : অ, আ, ক, খ, গ আকরগ।

বাংলো ভাষা লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য যেরূপ অ আ ক খ এবং ইংরাজী ভাষা লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য A, B, C, D ইত্যাদি বর্ণ রহিয়াছে, ককবরকেও একটি বর্ণমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে বাংলো বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া এবং দুই বর্ণকে খানিকটা পরিবর্তন করিয়া নতুন চিহ্ন যোগ করিয়া নতুন ককবরক বর্ণ (ঔ, ঊ) হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাংলা ও ইংরাজী বর্ণের মতো ককবরকের বর্ণগুলিকেও দুইটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা —

ক) সারিথাই (স্বর বর্ণ ; Vowels)
খ) কৗথাথাই (ব্যঞ্জন বর্ণ ; Consonants)

(ক) সারিথাই (স্বর বর্ণ ; Vowels)

ককবরক বর্ণমালার যে সকল বর্ণ অপর বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হইতে ঐ সকল বর্ণগুলিকে বলা হয় **সারিথাই** বা স্বর বর্ণ।

সারিথাই — বুইনি চুবাচু নায়াউই সাকসাক পেপ্লাই মাননাই সৗয়থাইরগন' হিনু সারি

নিম্নে ককবরক সারিথাই-গুলির তালিকা প্রদত্ত হইল :

অ	আ	ই
উ	এ	অৗ

(খ) কৗথাথাই (ব্যঞ্জন বর্ণ ; Consonants)

ককবরক বর্ণমালার যে-সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে তাহাদের বলা হয় **কৗথাথাই** বা ব্যঞ্জন বর্ণ।

কৗথাথাই — কুবুনি সৗয়থাইরগনি চুবাচু নায়াউই সাকসাক পেপ্লাই মানয়া সৗয়থাইর হিনু কৗথাথাই।

নিম্নে ককবরক কৗথাথাই-গুলির তালিকা প্রদত্ত হইল :

ক	খ	গ	ঙ
চ	ছ	জ	
ত	থ	দ	ন
প	ফ	ব	ম
য়	র	ল	ঊা
স	হ	ং	ঁ

ককবরকে উপরে উল্লেখিত ছয়টি স্বরবর্ণ এবং বাইশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থা

[illegible] ([illegible])

১ [illegible] হাম্মন হীন। [illegible]

২ [illegible] হাম্মন' হীন। [illegible]

৩ [illegible] হাম্মন' হীন। [illegible] তাম তাম। [illegible]

৪ [illegible] হাম্মন' হীন। [illegible] তাম তাম। [illegible] সীতি।

৫ সাথিথাই হাম্মন' হীন। সাথিথাই থাইবীসীক তঙ তেই তাম তাম। ফুনুমনি ফুনুনি সীতি।

৬ কীথাথাই হাম্মন' হীন। কীথাথাই থাইতাম্মন' সামুঙগ ফীনাওগাই কনথাই সীনাই।

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ককথাই
(শব্দ ; Word)

এক বা একাধিক বর্ণ পাশাপাশি বসিয়া যদি কোন অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ করে, বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় **ককথাই** বা **শব্দ** ।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সকল বর্ণ সমষ্টিকে বা বর্ণকে শব্দ বলা যাইবে না। সমষ্টি অর্থপূর্ণ হইতে হইবে ।যেমন — ব (সে, তিনি), নীঙ (তুমি ,আপনি), আঙ ইত্যাদি ।

ককথাই — থাইসা এবা থাইসানি কাবাং সীয়থাই থানসা আঁংগাই ককমাঙগ্রাঙ খীলায়না বন' হিনু ককথাই । ফুনুকমারি : আঙ, নীঙ, ব।

ককথর
(শব্দাংশ ; Syllable)

ককবরক শব্দগুলি উচ্চারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সকল শব্দের সম্পূর্ণ অংশ একই সঙ্গে উচ্চরিত হয় না ।কোন কোন ককথাই রহিয়াছে যাহাদের একাধিক অংশে বিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।কোন শব্দের যে অংশ একই সঙ্গে উচ্চারিত তাহাকে বলা হয় **ককথর বা শব্দাংশ** । যে শব্দের সম্পূর্ণ অংশই এক সঙ্গে উচ্চারিত তাহাকে বলা হয় **ককথাই থরসা বা একক শব্দাংশ বিশিষ্ট শব্দ** । আর যে-সকল শব্দ একাধিক অংশে বিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় তাহাদের বলা হয় **ককথাই থরং একাধিক শব্দাংশ বিশিষ্ট শব্দ** ।

ককথর — ককথাইনি জেসীক ডাইসাবাই পেপ্লাই মান'আসীকন' হিনু ককথর।

ককথাই থরসা — হামা বাথাকয়াই ডাইসাবাই পেপ্লাই মাননাই ককথাইন' হিনু ককথাই থরসা।

থরসা।

ককথাই থরবাং — হামা বাথাকয়াই উাইসাবাই পেপ্লাই মানয়া ককথাইন' হিনু ককথাই থরবাং।

ফুনুকমারি :

ককথাই থরসা	ককথাই থরবাং
কক (ভাষা)	ককবথপ (অভিধান)
চাঁঙ (আমরা)	ফানতক (বেগুন)
তক (পাখী, মোরগ)	তকবথপ (পাখীর বাঁসা)
মায় (ভাত)	মায়রুঙ (চাউল)
মকল (চক্ষু)	মকলবরি (ভ্রু)

ককথাই উামুঙ তেই পুঙমানি রাইদারগ
(শব্দের বানান ও উচ্চারণ পদ্ধতি)

বাংলা উচ্চারণ ও ককবরক উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে বেশ পার্থক্য রহিয়াছে। ককবরক উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দাংশের শেষ বর্ণটির ক্ষেত্রে হসন্ত (্) উচ্চারিত হয়। যেমন— 'উানদাল' শব্দটিতে দুইটি শব্দাংশ রহিয়াছে। প্রথম শব্দাংশটি হইল উান (ওয়ান্) এবং দ্বিতীয় শব্দাংশটি হইল দাল (দাল্)। এই ক্ষেত্রে প্রথম শব্দাংশটির শেষ বর্ণ 'ন' এবং দ্বিতীয় শব্দাংশের শেষ বর্ণটি হইল 'ল'। তাই 'ন' এবং 'ল' এই বর্ণ দুইটির নীচে হসন্ত (্) রহিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে এবং পড়িতে হইবে ওয়ান্দাল্।

ককবরক স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জণ বর্ণমালায় একটি করিয়া যে দুইটি (আৗ, উা) নতুন বর্ণের আগমন ঘটিয়াছে উহাদের প্রথম (আৗ) বর্ণটির উচ্চারণ বাংলা 'উ' বেং 'ও' - এই বর্ণ দুইটির মাঝামাঝি উচ্চারণ। দ্বিতীয় (উা) বর্ণটির উচ্চারণ ইংরাজী WA -এর উচ্চারণের ন্যায় হয়। নিম্নে এই দুইটি বর্ণ সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের উচ্চারণ পদ্ধতি বাংলায় প্রদত্ত হইল :

ককথাই (শব্দ)	উচ্চারণ পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
আৗং	উং	হওয়া
আৗংখা	উংখা	হইয়াছে
আৗংথাই	উংথাই	হওয়া উচিৎ

ককথাই (শব্দ)	উচ্চারণ পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
ঔখেরপ	উখ্রেপ্	হওয়া মাত্র
ঊা	ওয়া	বাঁশ, বৃষ্টি হওয়া
ঊার	ওয়ার্	প্রশস্ত হওয়া
ঊালাই	ওয়ালাই	ঝগড়া করা
ঊাতৗয়	ওয়াতোই	বৃষ্টি
ঊাথাই	ওয়াথুই	মুলিবাঁশ
ঊানা	ওয়ানা	চিন্তা করা
ঊাসুর	ওয়াসুর	বরাক বাঁশ
ঊায়িং	ওয়ায়িং	দোলনা

ককবরক বানান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে আকার (া), ই-কার ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা প্রয়োজন । বাংলায় যে রূপ যতগুলি স্বরবর্ণ রহিয়া ততগুলি প্রাথমিক চিহ্ন রহিয়াছে, অনুরূপ ভাবে ককবরকেও ছয়টি স্বরবর্ণ অনুযায়ী ছয় প্রাথমিক চিহ্ন রহিয়াছে । যেমন —

অ	এর	প্রাথমিক	চিহ্ন	(’)
আ	”	”	”	আ- কার (া)
ই	”	”	”	ই-কার (ি)
উ	”	”	”	উ-কার (ু)
এ	”	”	”	এ-কার (ে)
ঔ	”	”	”	ঔ-কার (ৗ)

ককবরক ‘ঔ’ এবং ঊা’ এই নতুন বর্ণ দুইটির উচ্চারণ ছাড়াও ‘য়’ বর্ণটির ককবর উচ্চারণে বেশ নবীনতা রহিয়াছে । এই বর্ণ (য়) টি যদি কোন শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয় তখ উহার উচ্চারণ বাংলা ‘ইয়’ - এর ন্যায় হইয়া থাকে । আবার বর্ণটি যখন শব্দাংশের শে ব্যবহৃত হয় তখন উহার উচ্চারণ বাংলা ই-এর ন্যায় হইয়া থাকে । নিম্নে ‘য়’ যোগে বিভি শব্দের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

‘য়’ - যোগে বিভিন্ন শব্দ
‘য়’ - এর উচ্চারণ , ‘ইয়’ - এর ন্যায়

ককথাই (শব্দ)	উচ্চারণ পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
য়ক	ইয়ক	মুক্তি পাওয়া

ককথাই (শব্দ)	উচ্চারণ পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
য়ঙ	ইয়ং	জীবানু , জোঁয়ামশাই
য়ংদুলমা	ইয়ংদুলমা	গোবরে পোকা
য়ংফাক	ইয়ংফাক্	বিচ্ছু
য়ংলো	ইয়ংলো	ব্যাঙ
য়ংসা	ইয়ংসা	কীট , পোকা
য়াক	ইয়াগ্	হাত
য়াকতৌক	ইয়াক্তোক	হাতের কব্জি
য়াকুং	ইয়াকুং	পা
য়াগরা	ইয়াগ্রা	ডানহাত
য়াচাক	ইয়াচাগ্	গ্রহণ করা ক্রি)
য়াফা	ইয়াফা	হাতের তালু
য়ারুং	ইয়ারুং	শিকড়
য়াসি	ইয়াছি	আঙ্গুল
য়াসীকু	ইয়াসুকু	হাঁটু

সিথাই (জ্ঞাতব্য): ককবরকে দন্ত - স এর উচ্চারণ সর্বদা বাংলা 'ছ' এর ন্যায় হয় ।

'য়' - এর উচ্চারণ 'ই' এর ন্যায়

ককথাই (শব্দ)	উচ্চারণ পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
ফায়	ফাই	আসা (ক্রি)
বসয়	বছই	বরশী
মায়	মাই	ভাত
তৌয়	তুই	জল
বৌচৌলৌয়	বুচুলুই	বীজ
খুকজৌয়	খুকতুই	থুথু
সীতৌয়	ছোতোই	হলুদ (মশলা)
কৌলায়	কোলাই	সহজ, সস্তা
করায়	কড়াই	ঘোড়া
বৌরৌয়	বরুই	স্ত্রীলোক , চার (সংখ্যা)
থৌয়	থোই	মৃত্যুবরণ করা
সৗয়	সোই	লেখা

খীলায়	খোলাই	কৗরা
চাখীয়	চাখুই	খারপানি

সিখাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ককথর (শব্দাংশ)- এর শেষ বর্ণটি 'য়' হইলে তাহার উচ্চারণ ... বাংলা 'ই'-এর ন্যায় হইবে ।

রীগুরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককথাই তামন' হীন? ফুনুকমারি ফুনুগীই-সীয়দি ।

২। ককথর তামন' হীন? ককথর দালবীসীক তগু তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সী...

৩। ককথর থরসা তামন' হীন? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি ।

৪। ককথর থরবাং তামন' হীন? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি ।

৫। 'আ' তাই 'উা' সীয়থাই বাই থাইতাম খীলায় ককথাই সীনামদি তাই অ ককথাইর... কব্বীভাংগ ফীনাংদি ।

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

ককথাই থেপামুং

(শব্দের ব্যবহার)

(১)

ককবরক	বাংলা
বরক খরকসা	একজন মানুষ
মুসুক মাসা	একটি গরু
বীথাই থাইসা	একটি ফল
একটি চোখ	মকল কলসা
রুঙ খুঙসা	একটি নৌকা
বিজাপ কাঙসা	একটি বই
লামা তীংসা	একটি পথ
বুফাঙ ফাঙসা	একটি গাছ
বীতাই তাইসা	একটি ডিম
খুম বারসা	একটি ফুল
ককলাই কাঙসা	একটি চিঠি
নক খুঙসা	একটি ঘর
য়াক কঙসা	একটি হাত
য়াকুঙ কঙসা	একটি পা
পুইসা লেপসা	একটি পয়সা
রাঙ খকসা	একটি টাকা
বেদেক দেকসা	একটি শাখা

উপরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, [illegible] ক্রিয়াপদের [illegible] বুঝাইবার জন্য [illegible] ব্যবহার করা হয় নাই। [illegible] পরবর্তী অধ্যায়ে [illegible] আলোচনা করা হইবে।

(২)

ক) বরক বারা খরগসা	একজন বেঁটে মানুষ।
খ) মুসুক কসম মাসা	একটি কাল গরু।
গ) মকল চিকন কনসা	একটি ছোট চোখ।
ঘ) বীথাই কাহাম থাইসা	একটি ভাল ফল।
ঙ) বিজাপ কীতাল কাঙসা	একটি নতুন বই।

(৩)

ক) চন্দ্রা বরক বারা খরগসা	চন্দ্রা (হয়) একজন বেঁটে মানুষ।
খ) ম মুসুক কসম মাসা	এইটি (হয়) একটি কাল গরু।
গ) আব' বীথাই কাহাম থাইসা	ঐটি (হয়) একটি ভাল ফল।
ঘ) আম' বিজাপ কতর কাঙসা	সেটি (হয়) একটি বড় বই।
ঙ) নীঙ চীলা কাহাম খরগসা	তুমি (হও) একজন ভাল ছেলে।

(৪)

ক) আনি সীই কুফুর মাসা তঙগ	আমার একটি সাদা কুকুর আছে।
খ) সুভাষনি কামচালাই কীচাক কাইসা তঙগ	সুভাষের একটি লাল সার্ট আছে।
গ) কমলনি মালখুঙ কুফুর খুঙতাম তঙগ	কমলের তিনটি সাদা গাড়ী আছে।
ঘ) তোমার একটি ভাল নৌকা আছে	নিনি রুঙ কাহাম খুঙসা তঙগ।
ঙ) তাহার দুইটি সুন্দর গাড়ী আছে	বিনি গাড়ী নায়থক খুঙনীয় তঙগ

(৫)

ক) আনি কিচিং খরকথাম তঙমানি	আমার তিনজন বন্ধু ছিল।
খ) নিনি করায় মাসা তঙমানি	তোমার একটি ঘোড়া ছিল।

গ) অমরনি রেডিও কাইসা তঙমানি — আমাদের একটি রেডিও ছিল।

ঘ) বিনি য়াসি মীযচিসা তঙমানি — তাহার একুশটি আঙুল ছিল।

ঙ) রহিমনি সীসালা থরগনীয় তঙমানি — রহিমের দুইজন ছেলে ছিল।

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ

১) সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শ্রেণীবিভাজক একই প্রকার হয় না।

২) বিশেষ্যের বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের পরে বসিবে এবং সংখ্যাবাচক শব্দটি সর্বদাই বিশেষ্য বা সর্বনামের বিশেষণের পরে বসিবে।

৩) 'আমি হই' 'তুমি হও' বা 'সে হয়' এইরূপ বাংলা বাক্যের ইংরাজী অনুবাদ করিবার সময় যেরূপ I am, You are, He is ইত্যাদি হয় ককবরকে আমি হই, তুমি হও বা সে হয় কথাটির জন্য হই, হও, হয-এর ন্যায় ককবরকে পৃথক কোন শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

৪) 'আমার আছে', 'তোমার আছে' বা কাহারও কোন বস্তু আছে এইরূপ বুঝাইলে 'আছে' কথাটির জন্য ককবরকে 'তঙগ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৫) 'আমার ছিল', 'তোমার ছিল', 'তাহার ছিল', বা কাহারও কোন বস্তু ছিল এইরূপ বুঝাইলে 'ছিল' শব্দটির জন্য ককবরকে 'তঙমানি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

১। কাঙলা, কাইসা তাই জাংসো ককথাই বাই জাংসো জাংসো ককনীতাং সীনামদি।

২। **ককবরকনি কক উানজুইঅ সীলাইদি —**

ক) আনি সাই কুফুর মাসা তঙগ।

খ) করমাতিনি মালথুঙ খুঙতাম তঙগ।

গ) ব রুঙ কাহাম চগাই মানী।

ঘ) আনি সাই কুফুর মাসা তঙগ।

ঙ) সুভাষনি কামচালাই কীচাক কাইসা তঙগ।

চ) নিনি রুঙ কাহাম খুঙসা তঙগ।

ছ) বিনি গাড়ী নায়থক খুঙনীয় তঙগ।

জ) আনি কিচিং থরকথাম তঙমানি।

ঝ) নিনি করায় মাসা তঙমানি।

ঞ) অমরনি রেডিও কাইসা তঙমানি।

ট) বিনি য়াসি নীয়চিসা তঙমানি।

৩। **কক উানজুইনি ককবরক সীলাইদি —**

ক) আমার একটি কাল কুকুর আছে।

খ) বিমলের একটি লাল সার্ট আছে।

গ) রামের তিনটি সাদা গাড়ী আছে।

ঘ) তাহার একটি ভাল নৌকা আছে।

ঙ) তোমার দুইটি সুন্দর গাড়ী আছে।

চ) তাহার তিনজন বন্ধু ছিল।

ছ) আমার একটি ঘোড়া ছিল।

জ) কমলের একটি রেডিও ছিল।

ঝ) তোমার একুশটি আঙ্গুল আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঁখাক উলনায়

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

বাঁসাক তেই মানাই-বাঁনাইরগনি বুমুং

(অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জিনিস-পত্রের নাম)

১. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ - বাঁসাক **(Limbs of Man)**

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
মানুষ	বরক	মেরুদন্ড	বিসমা
মাথা	বখরক/খরক	পেট	অক/বহক
চোখ	মকল	কোমর	বাঁচাং
নাক	বুকুঙ	নাভি	অমথাই
নাসাগ্র	কুঙ্চুক	পা	য়াকুং
কান	খুনজু	হাঁটু	য়াসকু
ভ্রু	মকলবরি	হাড়	বেকেরেঙ
মুখমন্ডল	মাঁখাঙ	মাংস	বাহান
মুখ	বুখুক/খুক	রক্ত	থাই
কপাল	কাঁপাল	চুল	খানাই/বাখানাই
দাঁত	বুঠা	দাঁড়ি	খচাই
গাল	খাংগার	ঘাড়	খাঁদানা
চোয়াল	ডাবাক	কাঁধ	বাংখারা
ঠোঁট	খাঁকচাই	হাত	য়াক
তালু	ডাবাক সাকা	হাতের তালু	য়াফা
জিহ্বা	বাসালাই	মগজ	বমতম

বাংলা	ককবরক	বাংলো	ককবরক
আঙ্গুল	য়াসি	হাতের কব্জি	য়াকস্রাং
নখ	য়াসুকু	শরীর	বীসাপ
বুড়ো আঙ্গুল	য়াসিমা	গোঁফ	সোকমাং
বুক	খাকফাব	উরু	য়াফুং
পিঠ	ফিকুও	লোম	বিগুনু
মল	খি	হৃদয়	বীথা
গোড়ালি	য়াকীরাই	পাছা	খিতলাং

২. আত্মীয়-স্বজন - জাইহুতি নাংমা রগ (Relatives)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
মা	মা/ বুমা	বন্ধু	য়ার/কিচি
বাবা	বাবু/বা/ফা	বান্ধবী	মারে
ভাই	ভাখুক	শ্বশুর	কীরা
বোন	বুখুক	শাশুড়ী	কীরাজীক
ভায় বড়ভাই	বীতা	যুবক	সিকীলা
বড় বোন	বাই	যুবতী	সিকলি
ছোট বোন	হানকজীক	বৃদ্ধ	বুরা
মাতা-পিতা	মা-ফা	বৃদ্ধা	বুরি
বিমাতা	মাতয়	বালক	চেরাই
পুত্র বা ছেলে	সাজীলা	মাসী	ভই/মই
কন্যা বা মেয়ে	সাজীক	মেসো মশাই	মুড়া
জামাই	চামারি	জামাইবাবু	কুমুই
পুত্র বধূ	হামজীক	বৈবাহিক	চামাই
কাকা	কাকা	বৈবাহিকা	চামাইজীক
কাকী	কাকি/খিরিজীক	পিতামহ/মাতামহ	চু
জ্যেঠামশাই	যওচীলা	পিতামহী/মাতামহী	চুই
জ্যেঠীমা	যওবীয়ায়	পিসেমশাই	পিয়া
স্বামী	সায়	পিসিমা	পি
[illegible]	হিক	ভাইপো	বায়ুভসা/বুবা

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
স্বামী-স্ত্রী	হিক-সাই	ভাইঝি	সায়ুঙজীক
শালক	বীপীরাও	নাতি/নাতনি	সুক
শালিকা	পীরাওজীক	আত্মীয়	জাইতি
ভগ্নপতী	বুডাইরগ	পূর্বপুরষ	থাগুসও

৩. পশু - মালমাতা (Beasts)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
পশু	মালমাতা	খরগোস	কুরকুস
কুকুর	সৗই	ছাগমাতা	পুনমা
বিড়াল	আমিঙ	সজারু	মৗসৗনদীয়
গরু	মুসুক	কাঠবিড়াল	মানদার
ছাগল	পুন	গন্ডার	গনদার
পাঠা	পুনজুডা	ষাঁড়	দেকা
পাঠী	পুনজীক	ঘোটকী	করাই বীরীয়
হুলু বিড়াল	আমিঙ চৗলা	জলহস্তী	তীয়-মায়ুঙ
মাদী বিড়াল	আমিঙ বীরীয়	চিতা বাঘ	তিককাপুরা
ঘোড়া	করাই	শূকরী	ডাকমা
মহিষ	মিসিপ	বেজী	বেস'
শৃগাল	সিয়াল	বাঘিনী	মৗসাজীক
শূকর	ডাক	সিংহ	ছিংগ
বাঘ	মৗসা	ভল্লুক	গও
হরিণ	মৗসৗই	ভেড়া	মেরা
কুকুরী	সৗইমা	নেকড়ে বাঘ	গেগুমা
বানর	মৗখীরা	হাতী	মায়ুঙ

৪. পাখী - তকরগ (Birds)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
পাখী	তকসা	ময়না	মইনা

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
বক	বগা	বুলবুলি	তকপু
কাক	তখা	শকুন	ছিকরুক
ঘুঘু	তকথু	ধানেশ	তায়ুং
চিল	তলিং	গাঙ্গচিল	তৌয়বুম
পায়রা	ফারুক	কোকিল	কুংকিলা
হাঁস	তাখুম	পাখির বাসা	তক বখ
মোরগ	তক	ডানা	বাঁকরাঙ
হংসী	তাখুমবীরীয়	চঞ্চু	তক খুক
পেঁচা	তাখুক	ময়ূর	তকরাই/
ডাহুক	দক	শালিক	সারুক
বাদুর	তকবাক	বনমোরগ	তকবলং
বাবুই	চেচেঁ	বালিহাঁস	তৌয়তাখু
সারস	সারকসা	কাঠ ঠোকরা	তকথুনতা
টিয়া	আতকা	দাঁড় কাক	তখাবরক
তোতা	তপছি	বাজ পাখী	তলিংসিক
চাতক	তয়াথু	ডানা	বাঁকীরাঙ

৫. মাছ-মাংস - আ তাই মুইহান (Fish & Meat)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
মাছ	আ	কচ্ছপ	কাইসিং
রুইমাছ	রুই আ	পুঁটি মাছ	আ-পুথি
ইলিশ	এলচি	বাইম মাছ	আবাং
চিংড়ি	আথুক	লাটিমাছ	আ লাইতা
শৈলমাছ	আ সীবাং	ট্যাংরা মাছ	গংগিয়া
কাতলা মাছ	আ-কাতলা	দাড়কিনা	দাংখিলা
মাগুর	জাগুর	গুতুম মাছ	আ গুনথু
মকা	মলয়া	বোয়াল মাছ	বুউাল
কাঁকড়া	খাংরাই	মাংস	মুইহান

৬. কীট-পতঙ্গ - য়ংসো-কুকসা (Insects)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
কীটপতঙ্গ	য়াংসো-কুকসা	ইঁদুর	ছিনজু'
মশা	থামপুই	পিঁপড়ে	মইসুবুম
মাছি	য়ংখা	ছারপোকা	বুরুউা
মৌমাছি	পিয়া	উকুন	থাক
ফড়িং	কুক	জোনাকি	চেংখারী
প্রজাপতি	লারিমা	উইপোকা	উরি
ভ্রমর	বমীরাই	গোবর পোকা	খেবুক
শামুক	তত' বাক	আরশোলা	কুরমা
কেঁচু	কেনজুউা	গান্ধী পোকা	য়ংচিগাঁদা
জোঁক	সিলুক	ঝিঁঝি-পোকা	খেরামবুক
বড় ফড়িং	কীয়ুং	কাঠ-পিঁপড়ে	খাইচিং

৭. সরীসৃপ - মালনাইরগ (Reptiles)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
সরীসৃপ	মালনাই	সাপ	চিবুক
বিছা	য়ংফাক	গোসাপ	মুফুক
টিকটিকি	নক বেরাইসা	তক্ষক	তকে
কাকড়া বিছা	কাংগীলা	গিরগিটি	সীমলীয়
কেন্নো	য়াক কীবাক	কুমির	খুরমাই/বুরচা
ব্যাঙাচি	এমপুরু	জিংলা সাপ	চিবুক সকরেম
আচিলা	সিমিলিক	পানক সাপ	চিবুক ফেপু

৮. গাছ-পালা - বুফাঙ - উফাঙ (Trees & Plants)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
গাছ	বুফাঙ	শিকড়	য়াবুং
শাখা	বেদেক	লতা	বুদুক
আম গাছ	থাইচুক ফাঙ	পাতা	বীলাই

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
জাম গাছ	জামবুক ফাঙ	বাঁশ	উা
বট গাছ	বুরিফাঙ	পাট	পাত
কাঠাল গাছ	থাইপুঙ ফাঙ	ইক্ষু	কুরুক
শিমূল গাছ	বয়চুক ফাঙ	মুলিবাঁশ	উাথাহ
উদাল	লামবাক	মৃত্তিঙ্গা বাঁশ	উানদাল
আওয়ালগাছ	সিলাইফাঙ	রূপইবাঁশ	উামিলিক
গাছের আঁশ	বীসনাল	বরাক বাঁশ	উাসুর
বীজ	বীচীলাই	বাকল	বুকুর
লজ্জাবতী	সামসুনদুরু	আঙ্গুর গাছ	আঙ্গুর বুদুক
অঙ্কুর	বুমুক	ধানের শীষ	মায়তাং

জ্ঞাতব্য ঃ গাছটি যদি লতা জাতীয় হয় তবে ঐ ফল বা ফুলের নামের পরে 'বুদুক' বসালে ঐ জাতীয় গাছকে বুঝাবে।

৯. ফল-ফলাদি - বীথাইরগ (Fruits)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
ফল	বীথাই	তরমুজ	মমফল
আম	থাইচুক	নারিকেল	নারিকীরা
জাম	জামবুক	লেবু	জামি/জামবি
কাঁঠাল	থাইপুঙ	পেয়ারা	গয়াম
লিচু	লেউাচি/লেচু	মাখাল ফল	তথা থাইচুমু
শশা	দরমপাই	আনারস	আনদ্রস'
কলা	থাইলিক	কুল	বরই
তেঁতুল	থেনতীরাই	চলিতা	থাইপল'
পেঁপে	কুউাইফল	আমরা ফল	থাইতীয়
আমলকি	আমলাই	লটকন ফল	কুসুমাই
চামলফল	জীরাম	হরবরি	লেউর

১০. ফুলের নাম - খুমনি মুং (Flowers)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
ফুল	খুম/বুবার	সোনাল চাঁপা	খুমপুই
জবা	উরি	ভুঁইচাঁপা	খুমতয়া
চাঁপা	সামপারি	ফুলের পাপড়ি	খুম বপলম
গাঁদা	ছতর'বস্তগ	লাল গাঁদা	খুম উাকথুই
পদ্মফুল	পদদ'বুবার	গন্ধরাজ	গনদরা
বৃন্ত	বুবাক	রাস্না	খেবরেংবার
কাঠ-গোলাপ	গুলাচি	মাধবীলতা	মাজিলতা
মুকুল	বাথরাই	শেফালী	হেংরা
জুঁই ফুল	খুমরুংখু	সন্ধ্যামালতী	খুমসারিক
বেলি ফুল	খুমমালি	শিমুল ফুল	বরচুক বুবার
কুমুদ, শালুক ফুল	খুমতায়সা	নীলকণ্ঠ	খুম সিনদার

১১. শাকসব্জী - মুইকাথাং-থাইকাথাং (Vegetables)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
শাক-সব্জী	দালকপার্চ	সীম	কসই
আলু	থা/আলু	বরবটি	সবাই/লুবিয়া
বেগুন	ফানতক	টক বেগুন	ফানতক মাখাই
মাশরুম	মুইখুমু	লাউ	মিলক
পুঁইশাক	মুপরাই	মিষ্টি কোমড়	চাকুমরা
মুখী	থাবাদিয়া	চালকোমড়	খাকলু
করলা	গাংগীলা	থানকুনি পাতা	সামসতা
ঢেড়স	বেলেস'	ভুট্টা	মগাদাম
ঝিংগা	জিংগা	তিল	সিপিং

১২. মসল্লা - মুইথক (Spices)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
মসল্লা	মুইথক	রসুন	রাইসীন
হলুদ	সরতীয়	মরিচ	মস'
লবন	সম	তেল	থক
আদা	হাইচিং	তেজপাতা	তেসপাতা
পিয়াজ	পিয়াজ'	কাচালঙ্কা	মস'কাঁথাং

১৩. খাদ্য দ্রব্য - চাথাই (Food)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
খাদ্য	চাথাই	শিদল	বেরমা
ভাত	মায়	শুকনো মাছ	আ-কীরান
তরকারি	মুই	মাংস	মুইহান
ভাতের মার	মায়তীয়	পাঁঠার মাংস	পুহান
ঝোল	বাঁতীয়	চিড়া	রমফে
চাউল	মায়রুম	মুড়ি	উরুম
ধানের কুড়া	কাঁসাপ	গুড়	কাতাই
ধানের চোঁচা	মায় বুকুর	মধু	পিয়া বাঁতীয়
সুরা বা মদ	চুউয়ারাক	ভর্তা	মসদেং
মিষ্টি	কাতাই	চাউলের ক্ষুদ	রুংখু
পিঠা	আউান	শূকরের মাংস	ওয়াহান
ক্ষারপানি	চাখীয়	হরিণের মাংস	মাসাই বাহান

১৪. বাদ্যযন্ত্র - তামজাগনাই (Mugical Instruments)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
জয়ঢাক	খাম কতর	ঢাক	খাম
বাঁশী	সুমুই	তবল	তবলা
মৃদঙ্গ	মেরতুং	সারেঙ্গী	সারিন্দা
সেতার	ছেতার	হারমোনিয়াম	হারমনি

১৫. গৃহসামগ্রী - নগনি মানাই খানাই (Household Asticles)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
গৃহ	নক	ঘরের তীর	ফাকলাই
দরজা	দরগা/দরলাম	টংঘর	গাঠ্রিং
জানালা	তাইলাম	পাখা	কিসিপ
বারান্দা	নুম	জিনিস	মানাই
ঘরের ছাদ	নুখুং	কাস্তে	চেপরা
কলসী	খলা	হাতুরী	হাতুরা
থালা	মাইরাং	কোদাল	গীদাল
ঘটি	লুতা	কুঠার	রুউা
খড়	লাংগা	চিরুনী	বেথরা
হাঁড়ি	তৌক	প্রদীপ	চাতি
পার্টিশন	বেৎকি	রান্না ঘর	গানতি নক
বোতল	বতল	দোলনা	উায়িং
কড়াই	কারাই	হুকু	দাবা
দেশলাই	হরথক	ফাঁদ	উারায়/খাই
লাকড়ী	বল	ডালা	বাইলিঙ
ধনুক	বাদুখুং	হল ঘর	মালাইমা নক

১৬. বস্ত্র ও অলংকারাদি - রিচুম তাই কানরীবাই (Cloths & Jewellers)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
কাপড়	রি	অলঙ্কার	গয়না
কাপড় চোপড়	রিচুম	চুরি	মাথিয়া
শাড়ী	রিগনাই	আংটি	য়াসিথাম
জামা	কামচালীয়	স্বর্ণ	রাংচাক
গামচা	রিতুকু	তোষক	তুসুক
বিছানা	রিয়ন	বালিশ	কবং
শয্যা	থুয়ান	বালিশের খোল	কবং উা
লেপ	রীজাই	বালিশের উষার	কবংগিলাপ

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
পাছড়া	রিগনাই বরক	মশারী	পীনদা
কাঁথা	[illegible]	চাদর	দুপাটি

১৭. চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি - সাল তাল আকরগ (Sun, Moon etc)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
সূর্য	সাল	কুয়াশা	সিয়ারি
চন্দ্র	তাল	তারা	আথুকিরি
বিশ্ব	হাযুঙ	শুকতারা	আইতরমা
ভূগোল	হাতিং	আকাশ	নখা
বৃষ্টি	উাতীয়	অমাবস্যা	তালথীয়
পূর্ণিমা	তালপুনা	মেঘ গর্জন	নখা-গুরুমমা
ভূমিকম্প	বাংগীলা	বাতাস	নবার/বয়ার
মেঘ	চুমুই	শিলা	হলং
বিদ্যুৎ-ঝলক	নখা ফিলিক	পরিবেশ	তঙখর
শিশির	পামতীয়	চন্দ্রগ্রহণ	তালমনক
বজ্রধ্বনি	ফেরাং কগমা	সূর্য গ্রহণ	সালমনক

১৮. পাহাড়-পর্বত -হাচীক হাতাই (Hills, Ranges etc.)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
পাহাড়	হাচীক	মাটি	হা
পর্বত	হাতাইকতর	ছোট নদী	তীয়সা
নদী	তীয়মা	জল প্রপাত	দওগর
নদীতীর	তীয় রুকুং	গুহা	হাবুগুরুঙ
হ্রদ	তীয়খর	সমতল টিলা	হারেপ
শুস্কপ্রায় ছড়া	তীয়খেরেং	টিলা	হাপুঙ
সমতল ভূমি	হামিলিক	গর্ত	হাকর
সমুদ্র	তীয়বুং	ছোট টিল্ম	হাতাই
জলের ফুট	তীয়মুক	ঘন বন	বলং কুবুং

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
নদীর উৎস	তৌয়থরক	জলপ্রীতি	তৌয় দু
জলের পাক	তৌয় অমতাই	উপত্যকা	হাবুং কহর

১৯. রোগ - বেমার (Diseases)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
রোগ	বেমার	সর্দি	কংরাই
জ্বর	কুলুম	কাশি	কুচুগমা
আমাশয়	থেনর্চ	অসুস্থ	সাক হাময়া
ব্যথা	কিয়র/রুউাই	দুর্বলতা	সাক হই হই
বমি	কৗবাতৗয়	ফোঁড়া	কূলা, কেতলা
দাঁদ	খাইচুউাক	টনসিল	সাইবম
তিল	সবাই ককসা	খোসকি	খাপুই
চুলকানি	মতক	সর্দি-কাশি	কংরাই হুলক
ফুলে উঠা	রবম	পাঁচড়া	বিসি মতক
ক্ষত	কৗসা	পেট কামরানি	বহক কিয়র
কুষ্ঠ	বিয়াদি	পুঁজ	কৗপতৗয়
মল	খি	মোচর	মথরজাক
ঔষধ	বিথি	ফুসকুড়ি	থুপু
ফুট	বথরাই	অম্লউদগার	কৗথৗয় দেগরে
ধবলা শ্বেতী	মিসিকা	উলাউটা	মরকি
বসন্ত	জৗংগীলা	মাথা ঘোরা	বখরক মিহিম

২০. বর্ণ - বুমুল (Colour)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
বর্ণ	বুমুল/রং	ইষৎ লাল বর্ণ	চাক র-র
লাল	কৗচাক	ইষৎ হলুদ	করম'লুলুক
সাদা	কুফুর	ছাইবর্ণ	থাপলা হাই
কালো	কসম'	সবুজ	কৗথরাং

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
চিকচিকে কালো	সমসাসা	আকাশী	সমচুক
সিঁদুর বর্ণ	চাকচুক	ধবধবে সাদা	ফুপ্রু
রক্তাভ	চাকলুলু	নীল	পীরার্পাও
বেগুনী	মেকা ফানতক	খয়েরী	মেত্রাকক

২১. সময় ও বৎসর - জরা তাই বিসি (Time & Years)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
দিন	সাল	দুপুর	দিবর
সারাদিন	সাপুও	ভোর বেলা	আইচুক
দিন-রাত	হপুও-সাপুও	ঊষাকাল	আইব্রিব্রি
আজ	তিনি	মাস	তাল
গতকাল	মিয়া	বছর	বিসি
আগামী-কাল	খাঁনা	আগামী বছর	খালি
আগামী পরশু	সনি	গত বৎসর	সেমা
গভীর রাত্র	হর কুথুক	কখন	বুফুরু
সারা রাত	হপুও	কিছুক্ষণ	সাঁরাপসা
এখন	তাবুক	কিছুক্ষণ পূর্বে	তাইসিংগ
তখন	আবুরু	সর্বদা	জওফুরু
আগে	আগি	সপ্তাহ	হাপতাসা
পরে	উল'	হঠাৎ	আতুমসা
গত পরশু	উসীকাং	মধ্যরাত্রি	হরদিবর
সকাল	ফুও/ফুউই	সময়ে সময়ে	জরা জরাও
বিকাল	সারিক	মাঝে মধ্যে	উইসা-উই
রাত্র	হর	বর্তমান বছর	তাকলাই
সন্ধ্যা	সানজা	পক্ষকাল	তালথাকসা

২২. গুণাবলী - কাহামহামমা (Adjectives)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
ভাল	কাহাম	বয়সে বড়	অকরা
খারাপ	হামময়া	কোমল	কাঁসাপ
আকারে বড়	কতর	দীর্ঘ	কলক
খাটো	বারা	দুর্বল	কেবেল
গোলাকার	কিতিং	তরল	বাতীয়
চেপ্টা	কেফের	কঠিন	কীরাক
সুখ	তঙথগ	তাড়াতাড়ি	দাকতি দদর'
দুঃখ	দুখু	দ্রুত	দাকতি
উঁচু	কুচুক	ঠান্ডা	কীচাং
নীচু	হাচে	গরম	কুতুং
নীচে	তলা	সবল	ফানগীনাঙ
ঘন	কুবুং	পবিত্র	কীথার
নতুন	কীতাল	মচমচে ভঙ্গুর	সেরেম
পুরাতন	কীচাম	অলস	সেলের
শক্ত	কীরাক	ইসৎ গরম	তুংলুলু
উজ্জল	কীচাং	আঠালো	সিনিল
মোটা	কুফুং	চওড়া	কুডার
পাতলা	হেলেং	শুকনো	কীরান
ভাড়ী	হিলিক	আদ্র	সিবুক
পুরু	রীজা	ভিজা	কিসি
আনন্দ	তঙথক	খসখসে	পাথরা
ধনী	গীনাঙ	ছোট	চিকন
গরীব	কীরাই বরক	ছোট্ট	চিকনতে
দুস্থ	কীরাইজা	মসৃন	মিলিক
ফকির	বিগরা	মিশ্রণ	সাপুলজাক
সস্তা	কীলায়	বিবিধ	দালবিদাল
দামী	মরক	ইষৎ লাল	চাকর'র
অনেক	কীবাং	নীরেট	নিপলা
সামান্য	কিসাতে	খসখসে	পাথরা

২৩. পেশা — [illegible] (Occupation)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
[illegible]	[illegible]	গ্রাহক	য়াচাগনাই
[illegible]	[illegible]	প্রতিনিধি	আদন্ড
ইঞ্জিনিয়ার	[illegible]	খাজাঞ্চী	রাঙপান্ড
[illegible]	[illegible]	গাড়ি চালক	গাড়ি চালনাই
[illegible]	[illegible]	দারোয়ান	দগা মা রানাই
চাষী	[illegible]	জেলে	আ-রমনাই
নাপিত	[illegible]	মাঝি	রুং চগনাই
পাচক	ময় সন্ডনাই	শিক্ষক	ফারাঙনাই
পুস্তক বিক্রেতা	পুথি ফালনাই	ব্যবসায়ী	বেপারি
পুরোহিত	অচাই	বাহক	তাঁইনাই
[illegible]	দুল ফালনাই	সভাপতি	আচুকফাও
[illegible]	[illegible]	সম্পাদক	কমথিঙনাই
[illegible]	[illegible]	মৎস্য চাষী	আ এর রানাই

২৪. দিকসমূহ - ফাইসিং (Direction)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
পূর্ব	পুব/সালকম	উর্ধ্ব	সাকা
পশ্চিম	সালথাং	নিম্ন	তলা/খামা
দক্ষিণ	দখিন/সালগ্রা	সামনের দিক	বাঁসকাং
[illegible]	দেবরা ফাইসিং	পিছন দিক	উকলক
এদিক	য়াং	ডানদিক	য়াগীরা ফায়সি
সেদিক	অয়াং	উত্তর	উতুর/সালসি

২৫. সাত বারের নাম — সালস্নিনি বুমুঙ (Week)

বাংলা	ককবরক	ককবরক (মতান্তরে)
রবিবার	ককতিসাল	সালকীরা
সোমবার	তাংসাল	সালতাং

বাংলা	ককবরক	ককবরক (মতান্তরে)
মঙ্গলবার	কীবাকসাল	সালকীবাক
বুধবার	সীবাংসাল	সালসীবাং
বৃহস্পতিবার	সাওগ্রাংসাল.	সালসাওগ্রাং
শুক্রবার	ফাসাল	সালঅচাই
শনিবার	চাসাল	সালসিনি

২৬. ঋতু — মল (Seasons)

বাংলা	ককবরক
গ্রীষ্মকাল	তাওবিলি জরা/তাওবীলা
বর্ষাকাল	উাতীয় মল/বাসাল
শরৎকার	অসানি জরা/থকবীলা
হেমন্তকাল	হেমনত /মাইয়াগুল
শীতকাল	মাইসিং জরা
বসন্তকাল	সাটীলাং জরা

২৭. মাস — তাল (Month)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
বৈশাখ	তালতুং	কার্ত্তিক	তালউাং
জৈষ্ঠ্য	তালথাই	অগ্রহায়ণ	তালবুং
আষাঢ়	তালতীয়	পৌষ	তালচাং
শ্রাবণ	তালতুক	মাঘ	তালহিং
ভাদ্র	তালবাং	ফাল্গুন	তালসীলাং
আশ্বিন	তালমাই	চৈত্র	তালকীরান

২৮. দালবিদাল — বিবিধ (Miscellaneous)

বাংলা	ককবরক	বাংলা	ককবরক
বিজ্ঞান	সইসিমা	চিরস্থায়ী	তঙসুগনাই
বিজ্ঞানী	সইসিকীরীও	সাহিত্য	ককরীবাই
সর্বান্তকরণে	খাবাই-খুগবাই	ভূগোল	হাতিং

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঝড়-তুফান	[illegible]
[illegible]	[illegible]	গুহা	[illegible]
[illegible]	[illegible]	টিলা ভূমি	হারেপ

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। তলাও সীয়জাক ককবরক ককথাইরগনি ককডানজুই সীয়দি।

হাঁচাক	করম লুলুক	কুসুর	থাপলা হাই
হাটোক	হা	হাতাইকতর	তীয়সা
তীয়মা	দঙগর	তীয় বুকুঙ	তীয়খর
বিজাপ ফালনাই	বেপারি	অচাই	তাইনাই
দুদ ফালনাই	আচুকফাঙ	তাঙসঙ	কমথিঙনাই
রীহেরনাই	ফানখে	ককবথপ	লাইবুমা
রীঙ	কন্সাব	ককবম	হারুঙ

২। তলাও সীয়জাক ককডানজুই ককথাইরগনি ককবরকসীয়দি।

বেগুন	টক বেগুন	মাশরুম	লাউ
পুঁইশাক	মিষ্টি কোমড়	নুখী	চালকোমড়
করলা	থানকুনি পাতা	চাঁপা	ফুলের পাপড়ি
গাঁদা	লাল গাঁদা	পদ্মফুল	গন্ধরাজ
বৃন্ত	রাম্না	মশা	পিঁপড়ে
মাছি	ছারপোকা	মৌমাছি	উকুন

৩। ককবরক বাই তাল চিনাঁয়নি বুমুঙ সীয়দি।

৪। ককবরক বাই সালম্রিনি বুমুঙ সীয়দি।

৫। ককবরক বাই বাবাই কাইত্রীয়নি বুমুঙ সীয়দি।

তৃতীয় অধ্যায়

বীথাক উলথাম

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ককবীতাং (বাক্য; Sentence)

দুইটি বা তার অধিক শব্দ যখন পাশাপাশি বসিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাহাকে ককবীতাং বা বাক্য মলা হয় । যথা —

ক) আমি অমল — আঙ অমল।

খ) বৃষ্টি পড়িতেছে — উাতীয় উাই তঙগ ।

উপরের বাক্য দুইটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে শব্দগুলি পাশাপাশি বসিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে । তাই এইগুলি ককবীতাং বা বাক্য ।

ককবীতাং — ককথাইরগ গানাগিনি আচুগীই খাপাওনি ককন' ম্রাই ম্রাই বুজগখে অ ককথাইরগন' উাইসাবাই হিনু ককবীতাং ।

কুনুকমারি :

(ক) আঙ খীনা রীঙনগ' থাংনাই — আমি আগামীকাল বিদ্যালয়ে যাইব।

(খ) আনি মুঙ সামপারি — আমার নাম সামপারি ।

স্মরণীয়, ককবরক বাক্যে প্রথমে তাঙফাঙ (কর্তা) তাহার পর তাঙজাগনাই (কর্ম) এবং সবশেষে মীথাক খীলায় (সমাপিকা ক্রিয়া) বসে। সূত্রাকারে লেখা যায় —

তাঙফাঙ	+ তাঙজাগনাই +	............+	মীথাক খীলায়
(কর্তা)	(কর্ম)		(সমাপিকা ক্রিয়া)

আরও সংক্ষেপে বলা যায় যে, ককবরক বাক্য তাঙফাঙ দিয়া শুরু হয় এবং মীথাক খীলায় (সমাপিকা ক্রিয়া) দিয়া শেষ হয় ।

তাঙফাঙ তেই তাঙজাগনাই (কর্তা ও কর্ম) [Subject & Object]

কোন বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বলা হয় তাঙফাঙ (কর্তা)। যেমন — রামকুমার থুংগ (রামকুমার খেলে)। এইবাক্যে 'থুং (খেলা)' ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেছে 'রামকুমার', সুতরাং 'রামকুমার' হইল এই বাক্যের তাঙফাঙ।

আর তাঙফাঙ যাহাকে নির্ভর করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে বলা হয় তাঙজাগনাই (কর্ম)। যেমন — আঙ ককলাই সীয়' (আমি চিঠি লিখি)। এই বাক্যে তাঙফাঙ হইল 'আঙ' এবং ককলাই-এর উপর নির্ভর করিয়া 'সীয়' ক্রিয়াটি সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং এইখানে তাঙজাগনাই হইল 'ককলাই'।

তাঙফাঙ — ককবীতাংগ সামুঙ তাঙনাইন' হিনু তাঙফাঙ।

ফুনুকমারি : আঙ ককলাই সীয়' (আমি চিঠি লিখি)।

তাঙজাকনাই— ককবীতাংগ জেন' তীয়াই তাঙফাঙ সামুঙ চাসা রীঅ অবন' হিন' তাঙজাকনাই।

ফুনুকমারি : আঙ ককলাই সীয়' (আমি চিঠি লিখি)।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, তাঙজাগনাই সর্বদাই তাঙফাঙ-এর পরে এবং মীথাক খীলায়-এর পূর্বে বসিয়া থাকে। বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি ছকের ব্যবহার করা হইল ঃ

ককবীতাং(বাক্য)	তাঙফাঙ(কর্তা)	তাঙজাগনাই(কর্ম)	খীলায়(ক্রিয়া)
ক) বিবাস বল থুংগ	বিবাস	বল	থুংগ
খ) তরুবালা ককলাই সীয়'	তরুবালা	ককলাই	সীয়'
গ) খেলাংতি বই পরিঅ	খেলাংতি	বই	পরিঅ
ঘ) চন্দ্রবালা মায় চাঅ	চন্দ্রবালা	মায়	চাঅ
ঙ) ধীরেন্দ্র খবর পরিখা	ধীরেন্দ্র	খবর	পরিখা

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবীতাং তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

২। ককবরক বাই ককবীতাংনি বেখ্রেপ কাইসা সীয়দি তাই ককবীতাংগ তাম তাম ভও ফুনুকদি।

৩। ককবীতাংগ তাওফাও তাই তাওজাকনাই তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৪। তলাঅ সীয়জাক ককবীতাংরগনি তাওফাও, তাওজাকনাই তাই থীলায় আলকা আলকাথে ফুনুকদি।

ক) ছায়া মাই চাঅ।

খ) কমল বিজাপ পরিঅ।

গ) থাকুফুর ককতীমা ব্লাই পরিঅ।

ঘ) জুহিরুও রীঙনগ' থাংগ।

ঙ) নিলিমা লুদু থীংগ।

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ককবীতাংনি দালবেরেম (বাক্যের শ্রেণীবিভাগ)

[Classification of Sentence]

ককবরকে বাক্যগুলিকে প্রধানত: দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় —

১। **বেথ্রেপ রীগীই** (গঠন অনুসারে)

২। **ককমাঙ রীগীই** (অর্থ অনুসারে)

ককবরক ভাষায় ব্যবহৃত ককবীতাং-গুলি গঠন অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১) **ককবীতাং কসঙ** (সরল বাক্য)

২) **ককবীতাং কুতুক** (জটিল বাক্য)

৩) **ককবীতাং মানজু** (যৌগিক বাক্য)

নিম্নে এই সকল ককবীতাং সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

১) ককবীতাং কসঙ (সরল বাক্য) [Simple Sentence] :

যে বাক্যে একটি মাত্র **কর্তা** এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহাকে সরলবাক্য বা **ককবীতাং কসঙ** বলে।

ককবীতাং কসঙ — কাইসাসীসীক ভাঙফাঙ তাই কাইসাসীসীক মীথাকখীলায় গীনাং ককবীতানে' হিনু ককবীতাং কসঙ।

ফুনুকমারি :

ক) তরুবালা মায় চাঅ — তরুবালা ভাত খায়।

খ) কিরণসঙ বল থুংলাইঅ — কিরণেরা বল খেলে।

গ) চীঙ খবর পরিঅ — আমরা খবর পড়ি।

ঘ) বরগ তাঁইতুন সাঁয়লাইঅ — তাহারা চিঠি লিখে।

ঙ) নরগ কক সালাইঅ — তোমরা কথা বল।

২) ককবীতাং কতুক (জটিল বাক্য) [Complex Sentence] :

যে বাক্যে একটি ককবীতাং ফাঙ বা প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক ককবীতাং য়াকচু বা অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকে সেই বাক্যকে ককবীতাং কতুক বা জটিল বাক্য বলা হয়।

ককবীতাং কুতুক — ককবীতাংফাও কাহিসা তাই তাংসো এবা তাংসোনি বাসা ককবীতাং য়াকচু তঙনাই ককবীতাংনে' হিনু ককবীতাং কুতুক।

ফুনুকমারি :

ক) অর' আচুগনাইন আঙ সিনিঅ — এখানে যিনি বসিলেন তাহাকে আমি চিনি।

খ) কীপ্লাই আঁংনাই দল চিনি হাস্তেনি বদল — বিজয়ী দল আমাদের রাজ্যদল।

গ) জে বরকরগ অর' ফায়কা বরগ চিনি জাইতি — যাহারা এখানে আসিয়াছে তাহারা আমার আত্মীয়।

ঘ) পরিনাই চিনি পারানি বরক — পড়ুয়া আমাদের পাড়ার লোক।

নীচে একটি ছকের সাহায্যে প্রতিটি বাক্যের ককবীতাং ফাঙ এবং ককবীতাং য়াকচু পৃথক পৃথকভাবে প্রদত্ত হইল।

ককবীতাং ফাঙ	ককবীতাং য়াকচু
ক) অর' আচুগনাইন	ক) আঙ সিনিঅ
খ) কীপ্লাই আঁংনাই দল	খ) চিনি হাস্তেনি বদল
গ) জে বরকরগ অর' ফায়কা	গ) বরগ চিনি জাইতি
ঘ) ম বিজাপ সীয়নাই	ঘ) আনি কাকা
ঙ) পরিনাই	ঙ) চিনি পারানি বরক

৩) ককবীতাং মানজু (যৌগিক বাক্য) [Compound Sentence] :

যখন দুইটি বা তাহার অধিক বাক্য কোন সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হইয়া একটি বাক্যে পরিণত হয় তখন তাহাকে **ককবীতাং** মানজু বা যৌগিক বাক্য বলা হয়।

ককবীতাং মানজু — তাংনীয় এবা তাংনীয়নি কীবাং ককবীতাং মানজুজাগীই ককথাই বাই মানজুনাই ককবীতাং তাংসো আঁংকে অবন' হিনু ককবীতাং মানজু।

ফুনুকমারি :

ক) কল্পনা মায় চাইতঙগ তেই খেলাংতি পড়িতঙগ — কল্পনা ভাত খাইতেছে আর খেলাংতি পড়িতেছে।

খ) আং বন' [illegible] ফিয়া ব আন সিনিয়া — আমি তাহাকে জানি কিন্তু সে আমাকে জানে না।

গ) অমল বায় অসীম তিনি ফায়কা — অমল ও অসীম আজ আসিয়াছে।

ঘ) তপন অতুংখা তেই ব হাবখা — তপন বাহির হইয়া গিয়াছে আর সে প্রবেশ করিয়াছে।

ঙ) বিনি মুঙ তরুণ তাই আনি মুঙ তপন — তাহার নাম তরুণ আর আমার নাম তপন।

উপরের প্রতিটি যৌগিক বাক্য যে দুইটি বাক্য দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং যে মানজুনাই দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে সেগুলিকে একটি ছকের সাহায্যে নিচে প্রদত্ত হইল।

ককবীতাং	মানজুনাই	ককবীতাং
ক) তরুণ মায় চাই তঙগ	তেই	খেলাংতি পড়িতঙগ
খ) আং বন' সিনিঅ	ফিয়া	ব আন সিনিয়া
গ) অমল তিনি ফায়কা	বায়	অসীম তিনি ফায়কা
ঘ) তপন অতুংখা	তেই	ব হাবখা
ঙ) বিনি মুঙ তরুণ	তাই	আনি মুঙ তপন

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবীতাং বসত তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

২। ককবীতাং কুতুক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৩। ককবীতাং মানজু তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৪। তলাঙ্গ সীয়জাক ককবীতাংরগনি ককবীতাং ফাঙ তাই ককবীতাং য়াকচু সীকাগী ফুনুকদি।

ক) অর' আচুগনাইন ব সিনিঅ।

খ) কীপ্লাই খীলাই দল চিনি হাস্তেনি বদল।

গ) জে বরকরগ অর' ফায়কা বরগ চিনি জাইতি।

ঘ) ম বিজাপ সীয়নাই বিনি মামা।

ঙ) তাবুক ফাইনাই চিনি পারানি বরক।

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

ককবীতাংনি বাগমুঙ (বাক্যের বিভাগ)
[Different Forms of Sentence]

ককবরক ভাষায় যে-সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা —

অ) **ইঁ ককবীতাং** (হ্যা সূচক বাক্য)

আ) **ইঁহি ককবীতাং** (না সূচক বাক্য)

এই উভয় প্রকার বাক্য আবার অর্থ অনুসারে **(ককমাঙ রীগীই)** পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। যথা —

১) **সাক্লাইমুঙ ককবীতাং** (বিবৃতিসূচক বাক্য)

২) **সীংমুঙ ককবীতাং** (প্রশ্নসূচক বাক্য)

৩) **দাগিমুঙ ককবীতাং** (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)

৪) **সুরিমুঙ এবা মচুঙমুঙ ককবীতাং** (প্রার্থনা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য)

৫) **কীমাঙমুঙ ককবীতাং** (বিস্ময়সূচক বাক্য)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল।

(১) সাক্লাইমুঙ ককবীতাং (বিবৃতিসূচক বাক্য) [Assertive Sentence] :

যে বাক্য দ্বারা কোন কিছুর উল্লেখ করা হয় বা বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাহাকে বলা হয় **সাক্লাইমুঙ ককবীতাং** বা বিবৃতিসূচক বাক্য।

সাক্লাইমুঙ ককবীতাং — মুঙসাসীকব্রাই ব্রাইখে সানা বাগীই সামুঙগ থেপাজাক ককবীতানে' হিনু সাক্লাইমুঙ ককবীতাং।

ফুনুকমারি ;

ক) **চীঙ মায় চাঅ** (আমরা ভাত খাই) **[ইঁ ককবীতাং]**

খ) **চীঙ মায় চায়া** (আমরা ভাত খাইনা) **[ইঁহি ককবীতাং]**

(২) সীংমুঙ ককবীতাং (প্রশ্নসূচক বাক্য) [Interrogative Sentence] ঃ

যে বাক্য দ্বারা কোন প্রকার প্রশ্ন করা হয় তাহাকে বলা হয় সীংমুঙ ককবীতাং, প্রশ্নসূচক বাক্য ।

সীংমুঙ ককবীতাং — মুঙসাসীক সীংনো বাগাই সাজাক ককবীতাবনে' হিনু সীংমুঙ ককবীতাং।

ফুনুকমারি ঃ

ক) নিনি মুঙ তাম' (তোমার নাম কি) ? [হঁ ককবীতাং]

খ) ব থাংয়াদে (সে কি যায় না) ? [হঁহি ককবীতাং]

(৩) দাগিমুঙ ককবীতাং (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)[Imperative Sentence]:

যে বাক্য দ্বারা আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, নিষেধ বা অনুরোধ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাহাকে দাগিমুঙ ককবীতাং বা নির্দেশসূচক বাক্য বলা হয় ।

দাগিমুঙ ককবীতাং — ককবীতাং বাই মুঙসাসীক দাগিমা, থলমা, খরাইমা এবা কক্ষন বুজগখে অবন' হিনু দাগিমুঙ ককবীতাং ।

ফুনুকমারি :

ক) তাবুক নগ' থাংদি (এখন বাড়ি যাও) [হঁ ককবীতাং]

খ) কক তাতাল তা সাদি (মিথ্যা কথা বলিও না) [হঁহি ককবীতাং]

(৪) সুরিমুঙ এবা মুচুঙমুঙ ককবীতাং (প্রার্থনা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য) [Optative Sentence] ঃ

যে বাক্য দ্বারা বক্তার মনের ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ করা হয় তাহাকে সুরিমুঙ এবা মুচুঙমুঙ ককবীতাং বা ইচ্ছাসূচক বাক্য বলা হয় ।

সুরিমুঙ ককবীতাং — ককবীতাং বাই মুঙসাসীক খানি নাইমা, মুচুংমা, এবা সুরিমারগ বুজগখে অবন' হিনু সুরিমুঙ ককবীতাং ।

ফুনুকমারি :

ক) বগীবান নিনি কাহাম খীলায়থুন (ভগবান আপনার মঙ্গল করুন) । [হঁ ককবীতাং]

খ) ব তা ফায়থুন (সে যেন না আসে)। [হঁহি ককবীতাং]

(৫) কীমাঙমুঙ ককবীতাং (বিস্ময়সূচক বাক্য)[Exclamatory Sentence] ঃ

যে বাক্য দ্বারা আনন্দ, ঘৃণা, ভয়, লজ্জা, উৎসাহ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাহাকে কীমাঙমুঙ ককবীতাং বা বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয়।

কীমাঙমুঙ ককবীতাং — ককবীতাং বাই খা-খামমা, খা-নামো, খা-পেরমা, তঙথকমা আকরগ বুজকথে আবন' হিনু কীমাঙমুঙ ককবীতাং।

ফুনুকমারি :

ক) এ রাদ'! ম তীমা আঁংখা সা (হে রাম! বিষয়টা কি হইয়াছে)। [ইঁ ককবীতাং]

খ) চি! নীমীখাং তেই তা ফীনুগদি (ছি! তোমার মুখটা আর দেখাইও না) [হীঁহি ককবীতাং]

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। সাক্রাইমুঙ ককবীতাং তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

২। সীংমুঙ ককবীতাং তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৩। দাগিমুঙ ককবীতাং তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৪। সুরিমুঙ ককবীতাং তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৫। কীমাঙমুঙ ককবীতাং তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৬। তলাঅ সীয়জাক ককবীতাংরগনি ককমাঙ রীগীই ফুনুকদি।

ক) বরগ মায় চালাইঅ।
খ) চীঙ মায় চায়া।
গ) নিনি মুঙ তাম'।
ঘ) নীঙ থাংয়াদে ?
ঙ) তাবুক নগ' থাংদি।
চ) কক তাতাল তা সাদি।
ছ) বগীবান নিনি কাহাম খীলায়থুন।
জ) বরগ তাবুকতা ফায়থুন।
ঝ) এ রাদ'! ম তীমা আঁংখা সা।
ঞ) চি! নীমীখাং তেই তা ফীনুগদি।

চতুর্থ অধ্যায়

বীখাক উলবীরীয়

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ককবকচ' (পদ)

[Parts of Speech]

বাংলা ভাষায় যেমন বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলা হয় তেমনি ককবরকেও ককবীতাং-এ ব্যবহৃত ককথাই-গুলিকে **ককবকচ'** এবা **ককবাক** বলে ।.

ককবকচ' — ককবীতাংগ থেপাজাগ ককথাইরগন' হিনু ককবকচ' এবা ককবাক ।

কুনুকমারি : আঙ তিনি নীঙ বাই পারাঅ থাংনাই ।

ককবরকে **ককবকচ'**-কে আট ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । যথা —

(১) **মুঙরীক** (বিশেষ্য ;Noun)

(২) **মুঙসীলাই** (সর্বনাম;Pronoun)

(৩) **খীলায়** (ক্রিয়া ; Verb)

(৪) **গরন** (বিশেষণ ; Adjective)

(৫) **খীলায় গরন** (ক্রিয়া বিশেষণ; Adverb)

(৬) **হালকবনাই** (পদান্বয়ী অব্যয়; Preposition)

(৭) **মানজুনাহ** (সংযোজক অব্যয়; Conjunction)

(৮) **খা-পেরনাহ** (ভাববাচক অব্যয়; Interjection)

পরবর্তীকালে এইগুলি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ।

মুঙরীক (বিশেষ্য ; Noun)

যে শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, কাল, স্থান, বার, মাস, পর্বদিন, দোষ, গুণ, অবস্থা, সমষ্টি, ক্রিয়া বা কোন ভাষার নাম বুঝায় তাহাকে **মুঙরীক** বা বিশেষ্য বলা হয় ।

মুঙরীক — বরক, মানীই, দফা, জরা,জাগা, সাল, তাল, কাহাম, হাময়া, তঙমুঙ, চামুঙ, বদল, খীলায়মা এবা ককনি বুমুঙ বুজকনাই ককথাইরগন' হিনু মুঙরীক।

ফুনুকমারি : মায়রুম (চাউল), রমফে (চিড়া), তীয় (জল), দুধ, রাঙচাক (স্বর্ণ), রুফাই (রূপা), মায়ুঙ (হাতী), মীসা (বাঘ), মুফুক (গোসাপ), পুন (ছাগল), মুসুক (গরু), আমিঙ (বিড়াল), মীসাই (হরিণ)।

মুঙরীকনি দালবেরেম (বিশেষ্যের প্রকারভেদ) [Classification of Noun]

মুঙরীক নিম্নলিখিত ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। যথা —

১. বুমুঙ মুঙরীক (নামবাচক বিশেষ্য ; Proper Noun)

২. চংদালসা মুঙরীক (জাতিবাচক বিশেষ্য; Common Noun)

৩. মানীই মুঙরীক (বস্তুবাচক বিশেষ্য; Material Noun)

৪. বদল মুঙরীক (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য; Collective Noun)

৫. গরন মুঙরীক (গুণবাচক বিশেষ্য; Abstract Noun)

৬. খীলায় মুঙরীক (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য; Verbal Noun) ইত্যাদি।

নিম্নে এই সকল মুঙরীক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

১. বুমুঙ মুঙরীক (নামবাচক বিশেষ্য; Proper Noun)

যে সকল বিশেষ্য দ্বারা স্থান, কাল , পাত্র, পাহাড়, পর্বত, নদী ও মানুষের নাম নির্দেশ করে তাহাকে **বরক মুঙরীক** বা মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বলা হয়।

বুমুঙ মুঙরীক — জাগা, জরা, তঙথাই, হাচীক, হাতাই, তীয়মা, তাই বরকনি বুমুঙ বুজকনাই মুঙরীকন হীনু বুমুঙ মুঙরীক।

ফুনুকমারি : করমতি, নায়থকতি, কসমতি, নগীরাই, তখিরায়, খেলাংতি উাকসিমালীঙ, তীয় উানদাল, মুইচিংবারি, সেংকারিবারি, নলংবারি, উদয়পুর, আগরতলা, খোয়াই, আমপুরা আকরগ।

২. মানীই মুঙরীক (বস্তুবাচক বিশেষ্য; Material Noun)

যে সকল বিশেষ্য দ্বারা কোন এক শ্রেণীর বস্তুর সমস্তটাকে একই সঙ্গে বুঝাইয়া থাকে তাহাদের বলা হয় **মানীই মুঙরীক** বা বস্তু বাচক বিশেষ্য।

[illegible] মুঙরীখ — [illegible] বায়ো, মুঠাই এবা [illegible] উইনাবাই বুজনা মাংগ [illegible] [illegible] হিনু [illegible] মুঙরীখ।

দৃষ্টান্ত: [illegible] (মাটি), [illegible] (চিড়া), দৈ (জল), দুধ, [illegible] (স্বর্ণ), [illegible] [illegible]

৩. [illegible] মুঙরীখ (জাতিবাচক বিশেষ্য; Common Noun)

যে সকল বিশেষ্য দ্বারা কোনও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, প্রাণী, গাছপালা বা একত্রে কোনও শ্রেণীর নাম নির্দেশ করে তাহাকে চদালসা মুঙরীখ বা শ্রেণীবাচক বা জাতিবাচক বিশেষ্য বলা হয়।

[illegible] মুঙরীখ — দৈলা, বসত, বেরেম, মালমাতা এবা বুফাঙ-উাফাঙ বীচাপনি বুমুঙ [illegible] হিনু চদালসা মুঙরীখ।

দৃষ্টান্ত: পুথি (বই), খাতা, বরক (মানুষ), খানাই (চুল), মকল (চোখ), থা (আলু), বুকুর ([illegible]), [illegible] (হাতী), মোসা (বাঘ), মুফুক (গোসাপ), পুন (ছাগল), মুসুক (গরু), আমিগু ([illegible]), [illegible] (হরিণ), করাই (ঘোড়া), উাক (শূকর), গগু (ভল্লুক), বরচুক (শিমূল), [illegible] ([illegible]), কুসুমায় (লটকন), মানদার (এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ), বুরিফাঙ ([illegible]), আকরগ।

৪. বদল মুঙরীখ (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য; Collective Noun)

যে সকল বিশেষ্য দ্বারা কোনও শ্রেণী, ক্লাব, বাহিনী, কোম্পানি, সমবায়, কমিটি, ইত্যাদির নামকে নির্দেশ করে তাহাকে **বদল মুঙরীখ** বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলা হয়।

বদল মুঙরীখ — বদল দলসানি বরকরগ এবা মথানি বুমুঙন' হিনু বদল মুঙরীখ।

দৃষ্টান্ত: কীলাস (ক্লাস), সেনাবাহিনী, কোম্পানী, কীলাব (সংঘ), অ্যাসোসিয়েশন, মথা (সংস্থা), বদল (দল), সমবায়, কমিতি (কমিটি), আকরগ।

৫. গরন মুঙরীখ (গুণবাচক বিশেষ্য; Abstract Noun)

যে সকল বিশেষ্য দ্বারা কোনও ব্যক্তি, বস্তু ও প্রাণীর দোষ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদির নামকে নির্দেশ করে তাহাকে **গরন মুঙরীখ** বা গুণবাচক বিশেষ্য বলা হয়।

গরন মুঙরীক — কাহাম, হাময়া, থকমুঙ, নাইথকমুঙ, চাকমুঙ, তঙমুঙ অমতাই মুঙরীকন' হিনু গরন এবা ককথিনি মুঙরীক।

ফুনুকমারি : হাময়া (খারাপ), কেবেল (দুর্বল), কীথার (পবিত্র), কাহাম (ভাল), কীলায় (সহজ), কসল (তরল), কীরাক (শক্ত), আকরগ।

৬. খীলায় মুঙরীক (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য; Verbal Noun)

যে সকল বিশেষ্য দ্বারা কোনও ক্রিয়ার নামকে নির্দেশ করে তাহাকে **খীলায় মুঙরীক** বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলা হয়।

খীলায় মুঙরীক — মুঙসাসীক সামুঙ খীলায়মা বুমুঙন' হিনু খীলায় মুঙরীক।

ফুনুকমারি : চামা (খাওয়া), নীংমা (পান করা), নাইমা (দেখা), মীনীয়মা (হাসি), কাবমা (কান্না), তঙথকমা (আনন্দ), আকরগ।

মুঙরীকন ককবীতাংগ থেপামুঙ
(বাক্যে বিশেষ্যের প্রয়োগ)

(১) **বুমুঙ মুঙরীক (নামবাচক বিশেষ্য; Proper Noun) ঃ**

ক) **বিমল** আপেল চাঅ — **বিমল** আপেল খায়।

খ) **করমতি** পুথি পরিঅ — **করমতি** বই পড়ে।

গ) আঙ **আগরতলা** থাংনাই — আমি **আগরতলা** যাইব।

ঘ) **সাইদ্রা** ত্রিপুরানি তীয়মা কাইসা — **হাওড়া** ত্রিপুরার একটি নদী।

ঙ) **রামচরণবাব** ফুঙগ তুকুঅ — **রামচরণবাবু** সকালে স্নান করেন।

(২) **মানীই মুঙরীক(বস্তুবাচক বিশেষ্য; Material Noun) ঃ**

ক) ত্রিপুরানি বরক **মায়** চাঅ — ত্রিপুরার মানুষ **ভাত** খায়।

খ) খোয়াই তীয়মানি **তীয** কীচাং — খোয়াই নদীর **জল** ঠাণ্ডা।

গ) রামকুমার **কীতীহ** ফাল' — রামকুমার **গুঁড়** বিক্রি করে।

ঘ) প্রদীপ **চুউাক** নীঙগ — প্রদীপ **মদ** পান করে।

ঙ) ব রাংচাকনি **কানরীবাই** সীনাম' — সে **স্বর্ণালঙ্কার** তৈরী করে।

(৩) চংমালসা মুঙরীক(শ্রেণীবাচক বিশেষ্য; **Common Noun**) ঃ

ক) সাই মায় চাও — **কুকুর** ভাত খায়।

খ) আমিঙ আ চাও — **বিড়াল** মাছ খায়।

গ) তকসা নাথা সাকা বির' — **পাখী** আকাশে উড়ে।

ঘ) তওমি কক সাঅ — **তোতাপাখি** কথা বলে।

ঙ) মুসুক নগ' রিজাগনাই মালমাতা — **গরু** গৃহপালিত পশু।

(৪) বদল মুঙরীক(সমষ্টিবাচক বিশেষ্য; Collective Noun) ঃ

ক) **পুন দলসা** আদা চালাইঅ — **একদল ছাগল** ঘাস খায়।

খ) আঙ **রাঙরেম থামনি** পরিনাই — আমি **তৃতীয় শ্রেণীব** ছাত্র।

গ) চিনি **কীলাবনি** মুঙ 'থানসা' — আমাদের **ক্লাবের** নাম 'থানসা'।

ঘ) ব **সমবায়নি** আদঙ খরকসা — তিনি **সমবায়েব** একজন সদস্য।

ঙ) ব **আমচাই কমিতিনি** তাঙফাঙ — তিনি **অঞ্চল কমিটির** সম্পাদক।

(৫) গরন মুঙরীক(গুণবাচক বিশেষ্য; Abstract Noun) ঃ

ক) নীরমহলনি **নায়থকমুঙ** নায়না মুচুঙগ — নীরমহলের **সৌন্দর্য্য** দেখিতে ইচ্ছা হয়।

খ) বীথানি **কীথার তঙমুঙ** মীথাঙ নারীগনা কীলাইঅ — মনের **পবিত্রতা** রক্ষা করা উচিত।

গ) ব **থামচি কীরাই** বরক — তিনি **ক্রোধহীন** ব্যক্তি।

ঘ) তীয় **কীকীরাক** নীংথাই কীলাইঅ — **বিশুদ্ধ** জল পান করা উচিৎ।

(৬) খীলায় মুঙরীক(ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য; Verbal Noun) ঃ

ক) বিনি মুঙসা **কাবমুঙ** কীরাই — তার কোন **কান্না** নেই।

খ) খেলাংতিনি **মীনীয়মা** নায়থগ' — খেলাংতির **হাসি** খুব সুন্দর।

গ) চন্দানি মুঙসা **কিরিমা** কীরাই — চন্দার কোন **ভয়** নেই।

ঘ) লতানি **রীচাবমুঙ** খীনাথগ' — লতার গান **শ্রুতিমধুব**।

ঙ) বঙনি **মীসামুঙ** নায়থগ' — তাদের **নৃত্য** খুবই সুন্দব।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। বুমুঙ মুঙরীক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই ককবীতাং সীয়দি।

২। মানীই মুঙরীক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৩। চংদালসা মুঙরীক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৪। গরন মুঙরীক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৫। বদল মুঙরীক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৬। যীলায় মুঙরীক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৭। খামানি ককবীতাংরগনি তলাঅ মারি রিকজাক মুঙরীকরগনি বুমুঙ সীয়দি।

ক) বরগ মায় চালাইঅ।

খ) আঙ আগরতলা থাংনাই।

গ) গুমতি ত্রিপুরানি তীয়মা কাইসা।

ঘ) খাকুফুর কীতীই ফাল'।

ঙ) উাখিরায় চুউাক নীঙগ।

চ) বিমলসঙ ফুতবল থীংলাইঅ।

ছ) বিনি মুঙ রীঙমারি।

জ) আঙ মুইসেলে মাসা নুকখা।

ঝ) চিনি রীঙনগ' ফীরীঙনাই খরক নীয়চি তঙগ।

ঞ) সামপারি আপেল চাঅ।

৮। তলাঅ সীয়জাক মুঙরীকরগ বীমতীই মুঙরীক সীয়দি।

খেলাংতি	মুজিব	করমতি	তীয়
মায়	চুউারাক	সীই	আমিঙ
তকসা	মুসুক	নাইথকমুঙ	কীকীরীক
দলসা	কীলাস	কীলাব	তাঙচুরু মথা
কমিতি	মীনীয়মা	কিরিমা	রীচাবমুঙ
মীসামুঙ	মালখুঙ	মিসিপ	মীসা
মকল	বখ্রক	তপসি	আমিঙ

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

মুঙসীলাই (সর্বনাম) [Pronoun]

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাদের বলা হয় মুঙসীলাই বা সর্বনাম।

মুঙসীলাই — **মুঙবীকনি বদলা আচুগীই ককবীতাং'নে চাসারীনাই ককথাইন' হিনু মুঙসীলাই।**

ফুনুকমারি : আঙ (আমি), নীঙ (তুমি বা আপনি), ব (সে বা তিনি), ম (এটি), উম (ঐটি) আকরুগ।

চালবেরেম (প্রকারভেদ) (Classification) :

অর্থ অনুযায়ী মুঙসীলাই আবার ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। যথা —

(১) **খরক মুঙসীলাই** (ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)
(২) **থাগীই মুঙসীলাই** (নির্দেশবাচক সর্বনাম)
(৩) **চমুঙ কীরাই মুঙসীলাই** (অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম)
(৪) **সাংমারি মুঙসীলাই** (প্রশ্নসূচক সর্বনাম)
(৫) **বাইথাঙমারি মুঙসীলাই** (আত্মবাচক সর্বনাম)
(৬) **নাইথেপাই মুঙসীলাই** (নাই-যুক্ত সর্বনাম)

নিম্নে এই সকল মুঙসীলাই সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইল।

(১) খরক মুঙসীলাই (ব্যক্তিবাচক সর্বনাম) (Personal Pronoun) :

যে সেকল সর্বনাম ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহাদের **খরক মুঙসীলাহ** বা ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বলা হয়।

খরক মুঙসীলাই — বরকনি বুমুঙনি বদলা আচুকনাই মুঙসীলাইন হীন' খরক মুঙসীলাই।

ফুনুকমারি : আঙ (আমি, নীঙ (তুমি বা আপনি), ব (সে বা তিনি), চীঙ (আমরা), বরগ (তাহারা), নরগ (আপনারা বা তোমরা) আকরগ।

<u>ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) :</u>

ক) বিনি বাবু কীরাই — তাহার বাবা নাই।
খ) আঙ মায় চাঅ — আমি ভাত খাই।

গ) ব বরক কাহাম — সে ভাল লোক।

ঘ) নিনি আমিঙ মাসা তঙগ — আপনার একটি বিড়াল আছে।

ঙ) ব বেলাই বারা — তিনি ভীষণ খাটো।

উপরে বাক্যগুলিতে উল্লেখিত বিনি (তাহার), আঙ (আমি), ব (সে), নিনি (আপনার, ব (তিনি) ইত্যাদি পদগুলি কোন না কোন ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই এই (মোটা অক্ষরে লিখিত) পদগুলি খরক মুঙসীলাই।

(২) থাগাই মুঙসীলাই (নির্দেশবাচক সর্বনাম; Demonstrative Pronoun) :

যে সকল সর্বনাম নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাহাদের বলা হয় **থাগাই মুঙসীলাই**।

থাগাই মুঙসীলাই — বরক, মানাই এবা মালমাতা মুঙসাসীকন' য়াসি কাইনাই ককথাইন' হিনু থাগাই মুঙসীলাই।

ফুনুকমারি : ম (এইটি), আম (ঐটি), মরগ/অমরগ (এইগুলি), আমরগ, উমরগ (ঐগুলি, ইক' (এইতো), উকলে (ঐতো) আকরগ।

ককবাতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) :

ক) ম' আনি পুথি — এইটি আমার বই।

খ) আব' আনি কলম — ঐটি আমার কলম।

গ) উ মানাইরগ নরগনি — ঐ জিনিসগুলি আপনাদের।

ঘ) ইকলে নাফা — এইতো তোমার বাবা।

ঙ) উক' বিনি করাই — ঐতো তাহার ঘোড়া।

উপরে বাক্যগুলিতে ম' (এইটি), আব' (ঐটি), উ (ঐ), ইকলে (এইতো), উক' (ঐতো, ইত্যাদি মুঙসীলাই-গুলি যথাক্রমে বই, কলম, জিনিসগুলি, বাবা এবং ঘোড়াকে নির্দেশ করিতেছে। তাই এই মুঙসীলাই-গুলি হইল থাগাই মুঙসীলাই বা নির্দেশবাচক সর্বনাম।

(৩) চংমুঙ কীরাই মুঙসীলাই (অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম; Indefinite Pronoun):

যে সকল সর্বনাম নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না এইরূপ ব্যক্তি বা বস্তুর নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বলা হয় **চংমুঙ কীরাই মুঙসীলাই** বা অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম।

চংমুঙ কীরাই মুঙসীলাই — য়াসি কাইউই চংগাই মানয়া আমতাই বরক এবা মানাইনি বদলা থেপাজাগ মুঙসীলাইন' হিনু চংমুঙ কীরাই মুঙসীলাই।

দুনুকমারি : কেব' (কেহ), কিছা কিছা (কিছু কিছু), কেব' কেব' (কেহ কেহ), গাকমা গাকমা (কেহ কেহ), কুসতাম (কিছু একটা), মুগুসাসীক (কিছু পরিমান) আকরণ।

বাকবীতাগে খেপামুণ্ড (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) কেব কেব' অ সামুণ্ড তাওনা নায়ু — কেহ কেহ এই কাজ করিতে চায়।
খ) কুসতাম হুবনাথে হুবদি — কিছু আনিতে হইলে আনো।
গ) অব' কেব ফায়া — এখানে কেহ আসে না।
ঘ) নীং জে মানসাক খীলায়দি — আপনি যাহা পারেন করেন।
ঙ) নীঙ মুণ্ডসাসীক খীলায়দি — তুমি কিছু একটা কর।

উপরে বাক্যগুলিতে **'কেব কেব'** দ্বারা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, **'কুসতাম'** দ্বারা অনির্দিষ্ট বস্তু, 'জে' দ্বারা অনিশ্চয় সূচক পরিমান এবং **'মুণ্ডসাসীক'** দ্বারা অনির্দিষ্ট কার্য নির্দেশ করিতেছে। তাই এই মুণ্ডসৌলাই-গুলি **চমুণ্ড কীরাই মুণ্ডসৌলাই** বা অনিশ্চয় সূচক সর্বনাম।

(৪) সীংমারি মুণ্ডসৌলাই (প্রশ্নসূচক সর্বনাম; Interrogative Pronoun):

যে সকল সর্বনাম দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাহাদের বলা হয় সীংমারি মুণ্ডসৌলাই বা প্রশ্নসূচক সর্বনাম।

সীংমারি মুণ্ডসৌলাই — মুণ্ডসাসীক সীনো বাগাই খেপাজাক মুণ্ডসৌলাইন' হিনু সীংমারি মুণ্ডসৌলাই।

দুনুকমারি : সীবা/সাব' (কে), সীবান/সাবন (কাহাকে), বম' (কোনটি), তীমা/তাম' (কি), আকরণ।

<u>বাকবীতাগে খেপামুণ্ড (বাক্যে ব্যবহার) ঃ</u>

ক) তাবুক সীবা মায় চাখা — এখন কে ভাত খাইয়াছে ?
খ) ব সীবান সীংখা — সে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে ?
গ) বম' নিনি কলম — কোনটি তোমার কলম ?
ঘ) নিনি মুণ্ড তীমা — তোমার নাম কি ?
ঙ) নীঙ বুঙ্গুক থাংনাই — আপনি কখন যাইবেন ?

(৫) বাইথাণ্ডমারি মুণ্ডসৌলাই (আত্মবাচক সর্বনাম; Reflexive Pronoun ঃ

যে সকল সর্বনাম দ্বারা আমি স্বয়ং, তুমি স্বয়ং, সে স্বয়ং, আমরা স্বয়ং, তোমরা স্বয়ং,

তাহারা স্বয়ং, ইহারা স্বয়ং বা ইহা স্বয়ং ইত্যাদির যে কোন একটিকে বুঝায় তখন তাহাকে **বাইথাঙমারি মুঙসীলাই** বা আত্মবাচক সর্বনাম বলা হয়।

বাইথাঙমারি মুঙসীলাই — ককবীতাংগ সাক বাইথাঙন' বুঝকনাই মুঙসীলাইন' হিনু বাইথাঙমারি মুঙসীলাই।

ফুনুকমারি : আঙ সাক-ন (আমি নিজেই), ব বাইথাঙ ন (সে নিজেই), নরগ বাইথাঙ (তোমরা স্বয়ং), বরগ বাইথাঙ (তাহার স্বয়ং) আকরগ।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) আঙ সাক সাক-ন পরি মান' — আমি নিজে নিজেই পড়িতে পারি।

খ) চীঙ বাইথাঙ-ন থানাই — আমরা স্বয়ংই যাইব।

গ) ব বাইথাঙ-ন ফায়মান' — তিনি নিজেই আসিতে পারেন।

ঘ) বরগ বাইথাঙ মকল বায় নায়খা — তাহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

ঙ) নীঙ বাইথাঙ মা ফায়নাই — আপনাকে স্বয়ং আসিতে হইবে।

উপরে বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরে লিখিত সর্বনামগুলি প্রতি ক্ষেত্রেই স্বয়ং অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই এই সর্বনামগুলি **বাইথাঙমারি মুঙসীলাহ** বা আত্মবাচক সর্বনাম।

(৬) নাইথেপাই মুঙসীলাই (নাই-যুক্ত সর্বনাম) ঃ

ককবরকে ককচালাঁয় (ধাতু)-এর সহিত 'নাই' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া মুঙসীলাই গঠন করে এবং ঐ মুঙসীলাই ধাতু দ্বারা গঠিত ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বুঝাইয়া থাকে। এই ধরণের মুঙসীলাই-কে নাই-যুক্ত সর্বনাম বা **নাইথেপাই মুঙসীলাই** বলা হয়।

নাইথেপাই মুঙসীলাই — ককচালাঁয়নি পাইথাগ' নাই থেপাজাক মুঙসীলাইন' হিনু নাইথেপাই মুঙসীলাই।

ফুনুকমারি : চানাই, রীনাই, ফায়নাই, থাংনাই আকরগ।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) **অর' ফায়নাই সীবা** — **এখানকার আগন্তুক কে ?**

খ) **সামুঙ তাঙনাইন** সাদি — ক্রিয়া **সম্পাদনকারীকে বল।**

গ) **লামা হিমনাইন** রিঙদি — **পথিককে** ডাক।

ঘ) **নায়নাইরগন** ফায়নানি সাদি — **প্রত্যক্ষকারীগণকে** আসিতে বল।

ঙ) **থাংনাইন** সীংদি — **যিনি যাইতেছেন** তাকে জিজ্ঞাসা কর।

উপরে বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরে লিখিত সর্বনামগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোন না কোন ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বুঝাইতেছে। তাই এইগুলি **নাইথেপাই মুঙসীলাই।**

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। মুঙসীলাই তামন' হীন ? মুঙসীলাই দালবীসীক তও তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

২। খরক মুঙসীলাই তামন' হীন ? খরক মুঙসীলাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৩। থীগাই মুঙসীলাই তামন' হীন ? থীগাই মুঙসীলাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৪। চংমুঙ কীরাই মুঙসীলাই তামন' হীন ? আবন' সামুঙগ ফীনাংগীই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৫। সীংমারি মুঙসীলাই তামন' হীন ? আবন' ফীনাংগীই ককরীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৬। বাইথাঙমারি মুঙসীলাইে তামন' হীন' ? আবন' থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৭। নাইথেপাই মুঙসীলাই তামন' হীন ? আবন' থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৮। **খামানি ককবীতাংরগনি তলাঅ মারি রিকজাক ককথাইরগ বু দালনি মুঙসীলাই সীয়দি।**

ক) অবুক <u>ফায়নাইন'</u> আচুক রীদি।

খ) ব <u>সাকসাক-ন</u> পরি মানী।

গ) বিমল <u>সীবান'</u> নাইতুক ?

ঘ) বন' <u>কেব</u> পাইয়া।

ঙ) <u>ম</u> আনি বিজাপ।

চ) <u>ইক'</u> নিনি বাবু ফায় তঙগ।

বেদেক উনথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

গরন ককথাই (বিশেষণ পদ)

[Adjective]

যে সকল পদ দ্বারা অপর পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায়, তাহাদের বলা হয় **গরন ককথাই** বা বিশেষণ পদ।

গরন ককথাই — ককবীতাংগ তগুনাই কুবুনি ককথাইনি কাহাম-হাময়া, তরমা-লকমা, বাংমা-খাইজাকমা, তমুঙ-চামুঙ, গীরীঙ আকরগ বুজকনাই ককথাইন' হিনু **গরন ককথাই**।

ফুনুকমারি : কাহাম (ভাল), হাময়া (খারাপ), কীচাং (ঠান্ডা), কসল (তরল), কীরাক (শক্ত, খাকসা (একাংশ), মাসা (একটি) আকরগ ।

দলবেরেম (প্রকারভেদ)

[Classification]

গরন ককবাক-কে আবার চারটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা —

১) **মুঙ গরন** (বিশেষ্যের বিশেষণ)

২) **মুঙ্স্লাই গরন** (সর্বনামের বিশেষণ)

৩) **গরননি গরন** (বিশেষণের বিশেষণ)

৪) **খীলায় গরন** (ক্রিয়া বিশেষণ)

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকার গরণ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) মুঙ গরন (বিশেষ্যের বিশেষণ) ঃ

যে সকল বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায় তাহাদের **মুঙ গরন** বা বিশেষ্যের বিশেষণ বলা হয় ।

মুঙ গরন — মুঙরীকনি কাহাম-হাময়া, তরমা-লকমা, বাংমা-খাইজাকমা, তগুমুঙ-চামুঙ অবতাইরগ সুরনাই গরনন' হিনু মুঙ গরন।

ফুনুকমারি — তেতমুঙ কাহাম, চেরাই কাহাম, নীরীঙ হামরা, বুফাঙ কতর, লামা কলক, রাতুকতাম আকবণ।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) বিকাশ চীলা কাহাম — বিকাশ ভাল ছেলে।

খ) বিমলসগ খরগনীয় ফায়কা — বিমলেরা দুইজন আসিয়াছে।

গ) তৗয় কীচাং নীংদি — ঠান্ডা জল পান করিও।

ঘ) কামচৗলীয় কৗথৗরাং কানদি — সবুজ সার্ট পরিধান কর ।

উপরে বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত বিশেষণগুলির 'কাহাম' দ্বারা বিকাশের গুণ, 'খরগনীয়' দ্বারা বিমলদের দলের লোকসংখ্যা, 'কীচাং' দ্বারা জলের তাপমাত্রা, 'কলক' দ্বারা বাঁশের দৈর্ঘ্য এবং 'কৗথৗরাং' দ্বারা সার্টটির রঙ নির্দেশ করিতেছে। আর বিকাশ, বিমলেরা, জল, বাঁশ এবং সার্ট এই শব্দগুলি সবই মুঙরীক বা বিশেষ্য। সুতরাং 'কাহাম', 'খরগনীয়', 'কীচাং', 'কৗথৗরাং' ইত্যাদি শব্দগুলি হইতেছে মুঙ গরন বা বিশেষ্যের বিশেষণ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মুঙগরন-গুলি যে মুঙরীক-এর গরন ঐ মুঙরীক এর পরে বসিয়া থাকে।

২) মুঙসৗলাই গরন (সর্বনামের বিশেষণ) ঃ আর মুঙরীক-এর পরিবর্তে মুঙসৗলাই ব্যবহৃত হইলে এই ধরনের গরন-কে বলা হইবে মুঙসৗলাই গরন।

মুঙসৗলাই গরন — মুঙসৗলাইনি কাহাম-হাময়া, তরমা-লকমা, বাংমা-খাইজাকমা, তগুমুঙ-চামুঙ অবতাইরগ সুরনাই গরনন' হিনু মুঙসৗলাই গরন।

নিম্নে মুঙসৗলাই গরন-এর ব্যবহার দেখানো হইল।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) ম বেলাই হিলিগ' — এইটি বেশ ভারী ।

খ) ব কাহাম — সে ভাল ।

গ) নীঙ আনি সৗলাই অকীরা — তুমি আমার তুলনায় (বয়সে) বড় ।

ঘ) বম' নায়থক — কোনটি সুন্দর ?

ঙ) উম' কীচাম — ঐটি পুরাতন।

উপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত 'হিলিক', 'কাহাম', 'অকীরা', 'নায়থক', 'কীচাম' বিশেষণগুলি যথাক্রমে 'ম (এইটি)', 'নীগু (তুমি)', 'বম (কোনটি)', এবং 'উন (ঐটি)' ইত্যাদি সর্বনামগুলির **গরন** বা বিশেষণ। তাই এই বিশেষণগুলিকে বলা হইবে **মুঙসীলাই গরন**।

(৩) গরননি গরন (বিশেষণের বিশেষণ) [Adverb]

যে সকল বিশেষণ অপর কোন বিশেষণের অবস্থা নিরূপণ করে, তাহাদের বলা হয় গরননি গরন বা বিশেষণের বিশেষণ।

গরননি গরন — **ককবীতাংগ গরননি কাহাম-হাময়া, তরমা-লকমা, বামো-খইজ্ঞাকমা, তঙমুঙ-চামুঙ, কীরীঙ অবতীইরগন' সুরনাই গরনন' হিনু, গরননি গরন।**

ফুনুকমারি : বেলাই নাইথক, কসম মিলিক, বুংখরখর, কাচাং ততক, কিচিক-কীপ্রা, মতন জিপজিপ, আকরগ।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) অ থাইচুক **জব্বই** কসক — এই আমটি **বেশ** পঁচা।

খ) ম হলং **বেলাহ** হিলিক — এই পাথরটি **প্রচন্ড** ভারী।

গ) রতন **বেলাহ** চীলা কাহাম — রতন **খুব** ভাল ছেলে।

ঘ) ম চাখাইলে **বেলাই** পাতলা আঁংখা — খারপানিটা **খুবহ** পাতলা হইয়াছে।

ঙ) বিনি বীখা **কিসা** কীরাক-ন — তাহার হৃদয় **কিছুটা** শক্তই।

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ 'বেলাই' বিশেষণটি দ্বারা 'খুবই', 'সাংঘাতিক', 'প্রচন্ড' ইত্যাদি সবই বুঝাইয়া থাকে।

উপরে আলোচিত বাক্যগুলির মধ্যে প্রথম বাক্যে **'জব্বই'** দ্বারা আমটি কিরকম পঁচা তাহা বুঝানো হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে **'বেলাই'** দ্বারা পাথরটির ওজন বেশী ভারী বুঝানো হইয়াছে। অনুরূপভাবে তৃতীয় বাক্যে **'বেলাই'** দ্বারা খারপানিটার ঘনত্ব কিরকম এবং শেষ বাক্যে **'কিসা'** দ্বারা তাহার হৃদয়টি কিরকম শক্ত তাহা বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, **'জব্বই', 'বেলাই', 'কিসা'** ইত্যাদি গরন-গুলি প্রতি ক্ষেত্রেই গরনের অবস্থা নিরূপন করিয়াছে। তাই উহারা **গরননি গরন** বা বিশেষণের বিশেষণ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় বিশেষণটি যে বিশেষণের অবস্থা নির্দেশ করে তাহার পূর্বে বসিয়া থাকে।

(৪) খীলায় গরন (ক্রিয়া রিশেষণ; Adverb)

যে-সকল বিশেষণ কোন ক্রিয়ার অবস্থা নিরূপণ করে তাহাদের বলা হয় **খীলায় গরন** বা ক্রিয়া বিশেষণ।

খীলায় গরন — ককবীতাংগ খীলায় বাহাইখে খিনি সামুঙ তাংখা অবতীইরগ বুজকনাই গরনন' হিনু খীলায় গরন।

ফুনুকমারি : হিম র র, নুক প্রাই প্রাই, খীনা প্রাই প্রাই, কাপকতর কাপ, কলকল, তেবতেব, তাখীক তাখীক, দাকতি, আকরণ।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) :

ক) নীযুয দাকতি হিম' — নীযুষ দ্রুত হাঁটে।

খ) আশীয তেব তেবখে হিম' — আশীষ ধীরে ধীরে হাটে।

গ) কল কলখে সীয়দি — আস্তে আস্তে লিখিও।

ঘ) ব খরাঙ তরীই কক সাঅ — সে জোবে কথা বলে।

ঙ) ব দাকতি খাচিক মানী' — তিনি দ্রুত দৌড়াইতে পারেন।

উপরে বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত **'দাকতি'** ও **'তেব তেবখে'** গরন দুইটি হিম (হাঁটা) ক্রিয়াটির অবস্থা, **'কল কলখে'** গরনটি সীয় (লেখা) ক্রিয়াটির অবস্থা, **'খরাঙ তরীই'** গরনটি সা (বলা) ক্রিয়াটির ধরণ, এবং শেষ বাক্যটিতে **'দাকতি'** গরনটি খাচিক (দৌড়ানো) ক্রিয়াটির অবস্থা নির্দেশ করিয়াছে। তাই এগুলি **খীলায় গরন**।

গরনারি [Degree]

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা বুঝাইবার জন্য তুলনামূলক বিশেষণের প্রয়োজন হয়। এই তুলনামূলক বিশেষণই হইল গরনারি।

গরনারি — **কীনাই এবা কীনাইনি বারা বরক এবা মানীইনি বিসিং কাহাম-হাময়া সুরচানা বাগীই নাংমানি গরনন' হিনু গরনারি।**

Degree-কে ককবরকে বলা হয় গরনাবি। ইংরেজীর ন্যায় ককবরকে গরনারি তিন প্রকার। যথা —

১) **সংদারি গরনারি** [Positive Degree]

২) **সুরনীয় গরনারি** [Comparative Degree]

৩) **সুরবাং গরনারি** [Superlative Degree]

নিম্নে এই গরনারিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল :

১) সংদারি গরনারি [Positive Degree]

গরন বা বিশেষণের মূল রূপটিকে বলে **সংদারি গরনারি**। অর্থাৎ অন্য কাহারও সহিত

তুলনা না বুঝাইয়া শুধুমাত্র বিশেষণের মূল রূপটি ব্যবহৃত হইলে তাহাকে বলা হইবে সংদারি গরনারি।

সংদারি গরনারি — কুবুনি কেববাই সুবসায়াউই গরন সিমি সাজাকাগে বন' হিনু সংদারি গরনারি।

ফুনুকমারি :

ক) করমতি বীরীয় **কাহাম** — করমতি **ভাল** মেয়ে ।

খ) খেপেংরায় বরক **বারা** — খেপেংরায় **খাটো** মানুষ।

গ) কীচাংতি বীরীয় **নাইথক** — কুচাংতি **সুন্দরি** মেয়ে ।

ঘ) তাক্রাই বিনি হুগ' মায় **কাহাম** আঁংখা — এই বছর তাহার জুমে ধান **ভাল** হইয়াছে।

ঙ) নকসিরায় **ফানগ্নাঙ** বরক — নকসিরায় **শক্তিশালী** লোক ।

২) সুরনীয় গরনারি [Comperative Degree]

দুইজন ব্যক্তি বা দুইটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করিবার জন্য বিশেষণের যে রূপটিকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাকে বলা হয় **সুরনীয় গরনারি।**

সুরনীয় গরনারি — বরক খরকনীয় এবা মানীয় মুঙনীয়নি বিসিং সুরসানা বাগীই পেপাজাক গরনন' হিনু সুরনীয় গরনারি ।

ফুনুকমারি :

ক) কীচাংতিনি **স্লাই** করমতি **নাইথগ'** — কুচাংতির **তুলনায়** করমতি আরও **সুন্দর**।

খ) উাথাইনি **স্লাহ** উানদাল **তেই-ব লগ'** — মুলিবাঁশের **তুলনায়** মৃত্তিঙ্গা বাঁশ আরবও বেশী **দীর্ঘ** হয়।

গ) থাইচুকফাঙনি **স্লাই** বরচুকফাঙ তেই-ব **কুচুক** — আমগাছের **তুলনায়** শিমূলগাছ আরও **উচু**।

ঘ) আনি **স্লাহ** ব কিসা **কলক** — আমার **চাইতে** তিনি কিছুটা **দীর্ঘ**।

ঙ) উমনি **স্লাহ** ম থাইচুক কিসা **তীইঅ** — ঐ আমটার **তুলনায়** এই আমটা খানিকটা **মিষ্টি** ।

৩) সুরবাং গরনারি [Superlative Degree]

দুইয়ের বেশী মানুষ বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করিবার জন্য ব্যবহৃত বিশেষণকে বলা হয় **সুরবাং গরনারি।** অর্থাৎ দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তুলনা করিবার জন্য **সুরবাং গরনারি** ব্যবহার হইয়া থাকে ।

সুরবাং গরনারি — বহকনীয়নি কীবাং বরক এবা মুঙনীয়নি কীবাং মানীয়নি বিসিং সুরমানা হাতাই বেলাজাক গরনায় তিনি সুরবাং গরনারি।

বুমুজমারি :

ক) খেলাংতি অর' জতনি স্নাই কাহাম — খেলাংতি এইখানে সবচাইতে ভাল।

খ) থাকুফুর চিনি বের' কলককুক — থাকুফুর আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ।

গ) করমতি চিনি ক্লাস' জতনি চাক্রা — করমতি আমাদের ক্লাসে সবচাইতে বড়।

ঘ) বুয়নি স্নাই বিনি আঁংথারি হামথা — অন্যদের তুলনায় তাহার ফল ভাল হইয়াছে।

ঙ) ব-ন জতনি বিসিং ফানমাঙ — তিনিই সকলের চাইতে শক্তিশালী।

দুইটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করিতে হইলে সুরনীয় গরনারি হয়, আর দুইটির বেশী একজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করিতে হইলে সুরবাং গরনারি হয়।

নিচে একটি টেবিলের সাহায্যে গরনারি-গুলি দেখানো হইল :

সংদারি গরনারি	সুরনীয় গরনারি	সুবাং গরনারি
কাহাম	স্নাই কাহাম	জতনি স্নাই কাহাম/কাহামকুক
(ভাল)	(তুলনায় ভাল)	(সবচাইতে ভাল)
কতর	স্নাই কতর	জতনি স্নাই কতর/কতরকুক
(আকারে বড়)	(তুলনায় বড়)	(সকলের তুলনায় বড়)
নায়থক	তেই-ব নায়থক	জতনি বের' নায়থক
(সুন্দর)	(আরও সুন্দর)	(সকলের মধ্যে সুন্দর)
কলক	স্নাই কলক	জতনি স্নাই কলক
(লম্বা)	(তুলনায় লম্বা)	(সকলের তুলনায় লম্বা)
কুচুক	স্নাই কুচুক	জতনি সীলাই কুচুক/কুচুককুক
(উচ্চ)	(তুলনায় উচ্চ)	(সর্বোচ্চ)

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। গরনারি তামন' হীন ? গরনারি দালবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি ।

২। সংদারি গরনারি তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি ।

৩। সুরনীয় গরনারি তামন' হীন ? সুরনীয় গরনারি থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৪। সুরবাং গরনারি তামন' হীন ? আবন' সামুঙগ ফীনাংগীই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৫। **খামাঅ সীয়জাক ককবীতাংরগনি তলাঅ মারি বজাকরগ বীমতীই গরনারি সীয়দি।**

ক) কীচাকরায়নি স্লাই খেপেংরায় ফান গ্নাঙ।

খ) জততনি বিসিং বিমল-ন কলককুক।

গ) কামিনি সিক্রিরগনি বিসিং করমতি নায়থককুক ।

ঘ) বুয়নি স্লাহ বিনি হুগ'-ন মায় হামখা ।

ঙ) সামপারি বীরীয় কাহাম ।

চ) তিনি কামি জতনি স্লাহ নায়থককুক।

বেদেক উলবীরীয় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

খীলায় ককথাই

(ক্রিয়াপদ) [Verb]

যে সকল পদ দ্বারা কোনও কার্য সম্পাদন করা বুঝায়, তাহাদের বলা হয় খীলায় ককথাই।

খীলায় ককথাই — মুঙসাসীক সামুঙ আঁংমা, খীলায়মা এবা তাঙমা আবতীইরগ বুজ্রগবে আমতীই ককথাইন হিনু খীলায় ককথাই।

মুনুকমারি : চা (খাওয়া), খীলায় (করা), বির (উড়া), রীচাব (গান করা), ফায় (আসা) আকরগ।

দালবেরেম (শ্রেণীবিভাগ) ঃ

খীলায় ককথাই-কে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা —

(১) মীথাক খীলায় (সমাপিকা ক্রিয়া)

(২) মীথাগয়া খীলায় (অসমাপিকা ক্রিয়া)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইল ঃ

(১) মীথাক খীলায় (সমাপিকা ক্রিয়া) [Finite Verb]

যে সকল ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহাদের মীথাক খীলায় বা সমাপিকা ক্রিয়া বলা হয়।

মীথাক খীলায় — ককবীতাং চাসোনি ককমাও স্রাইস্রাইখে সাজাকসুকনাই খীলায় ককথাইন হিনু মীথাক খীলায়।

বাগমুড (বিভাগ)

ককথাই খীলায় একে আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা

অ) তাঙজাকনাই খীলায় (সকর্ম ক্রিয়া)

আ) তাঙজাকয়া খীলায় (অকর্ম ক্রিয়া)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

(অ) তাঙজাকনাই খীলায় (সকর্মক্রিয়া) [Transitive Verb]

যে সকল ক্রিয়াপদের তাঙজাকনাই (কর্ম) বর্তমান, তাহাদের বলা হয় তাঙজাকনাই খীলায় বা সকর্ম ক্রিয়া।

তাঙজাকনাই খীলায় — ককবীতাংগ খীলায় ককথাইনি তাঙজাকনাই তঙগে অমতাই খীলায়ন হিনু তাঙজাকনাই খীলায়।

যুদুকমারি :

ক) ব দীখীহ্ সতন' — সে দড়ি টানে ।

খ) নীঙ বল থুংগ' — তুমি বল খেল ।

গ) ব থাইচুক খাগ' — তিনি আম পাড়েন ।

ঘ) করমতি বিজাপ পরিঅ — করমতি বহ্ পড়ে ।

ঙ) খেলাংতি তাইতুন সীয়' — খেলাংতি চিঠি লিখে ।

উপরের বাক্যগুলির মধ্যে প্রথম বাক্যে **'সতন (টানা)'** খীলায় ককথাই-টির **তাঙজাকনাই** (কর্ম) হইতেছে **'দীখীই (দড়ি)'**, দ্বিতীয় বাক্যে **'থুং (খেলা করা)'**-এর তাঙজাকনাই **'বল'** তৃতীয় বাক্যে **'খাগ (পাড়া)'**-এর তাঙজাকনাই **'থাইচুক (আম)'**, চতুর্থ বাক্যে **পরি (পরা)**-র তাঙজাকনাই **'বিজাপ (বই)'**,এবং পঞ্চম বাক্যে **'সীয় (লেখা)'** খীলায় ককথাই-টির তাঙজাকনাই **'তাইতুন (চিঠি)'**। তাই **'সতন'**, **'থুং'**, **'খাগ'**, **'পরি'**, **'সীয়'** ইত্যাদি খীলায় ককথাই-গুলি **তাঙজাকনাই খীলায়** বা সমাপিকা ক্রিয়া।

এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তাঙজাকনাই (কর্ম) সর্বদাই বাক্যের খীলায় ককথাই-এর পূর্বে বসিয়া থাকে।

তাঙজাকনীয় খীলায় (দ্বিকর্ম ক্রিয়া)

যে সকল খীলায় ককথাই-এর দুইটি করিয়া তাঙজাকনাই (কর্ম) থাকে, তাহাদের **তাঙজাকনীয় খীলায়** বা দ্বিকর্ম ক্রিয়া বলা হয়।

তাঙজাকনীয় খীলায — ককবীতাংগ তাঙজাকনাই মুঙনীগ তঙনাই খীলায়ন হিনু তাঙজাকনীয় খীলায।

ফুনুকমারি

ক) সাবেন্দ্র বাবু চাঙন ককবরক ফারীংগ — সাবেন্দ্র বাবু আমাদের ককবরক শিখান।

খ) ব আন রাঙ খগবা রিখা — তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়াছেন।

গ) আং নন' ককতাং তাংসা খীনা রীউানী — আমি আপনাকে একটি ছড়া শোনাইব।

ঘ) নীঙ বন' কলম কংসা রীউানু — আপনি তাহাকে একটি কলম দিবেন।

ঙ) মুসুকমা চাঙন দুদু রীঅ — গাভী আমাদের দুধ দেয়।

উপরের বাক্যগুলির প্রথম বাক্যটিতে ফারীং (শিক্ষা দেওয়া) খীলায় ককথাই-টির দুইটি তাঙজাকনাই (যথা- চাঙন ও ককবরক) রহিয়াছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বাক্যে 'রি (দেওয়া)', খীলায় ককথাই-টির দুইটি তাঙজানাই 'আন(আমাকে)' ও রাঙ-খগবা (পাঁচ টাকা), তৃতীয় বাক্যে 'খীনারী (শোনানো)', খীলায় ককথাই-টির দুইটি তাঙজাকনাই নন' ও ককতাং, ৪র্থ বাক্যে 'রী (দেওয়া)', খীলায় ককথাই-টির দুইটি তাঙজাকনাই বন (তাহাকে) ও কলম কাংসা (একটি কলম, এবং শেষ বাক্যের দুইটি তাঙজাকনাই 'চাঙন (আমাদেরকে)' ও দুধ বর্তমান রহিয়াছে। তাই 'ফারীং', 'রি', 'খীনারী', 'রী' ইত্যাদি খীলায় ককথাই-গুলি তাঙজাকনীয় খীলায বা দ্বিকর্ম ক্রিয়া।

(আ) তাঙজাকয়া খীলায় (অকর্ম ক্রিয়া) [Intransitive Verb]

যে সকল ক্রিয়াপদের কোন তাঙজাকনাই (কর্ম) নাই, তাহাদের বলা হয় তাঙজাকয়া খীলায় বা অকর্ম ক্রিয়া।

তাঙজাকয়া খীলায় — ককবীতাংগ তাঙজাকনাই কীরাই খীলায়ন' হিনু তাঙজাকয়া খীলায়।

ফুনুকমারি :

ক) সামপারি চাঅ — সামপারি খায়।

খ) নীঙ ফায়কা — আপনি আসিয়াছেন।

গ) রীংমোরি পরিখা — রীংমোরি পড়িয়াছে।

ঘ) গৌতম সীয়রাইখা — গৌতম লিখিয়াছে।

ঙ) বরগ তুকুরাইখা — তাহারা স্নান করিয়াছে।

উপরে বাক্যগুলিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে 'চা (খাওয়া)', 'ফায় (আসা)', 'পরি

(পড়া)', 'সাঁয় (লেখা)', 'হুকু (স্নান করা)' ইত্যাদি খীলায় ক্রিয়াপদগুলির কোন ডাঙজাকনাই (কর্ম) নাই। তাই এইগুলি ডাঙজাকয়া খীলায় বা অকর্মক ক্রিয়া।

(২) মীথাকয়া খীলায় (অসমাপিকা ক্রিয়া) [Non finite Verb]

যে সকল ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়না, তাহাদের বলা হয় মীথাকয়া খীলায় বা অসমাপিকা ক্রিয়া।

মীথাকয়া খীলায় — ককবীতাংনে' মীথাগীই মানয়া খীলায়ন' ছিনু মীথাকয়া খীলায়।

ফুনুকমারি :

ক) ব ফায়খাই — সে আসিলে।

খ) নীঙ নায়খে — আপনি দেখিলে।

গ) আঙ কাবাঁই — আমি কাঁদিয়া।

ঘ) রাকেশ মীনীয়মাং মীনীয়মাং — রাকেশ হাসিতে হাসিতে।

ঙ) চন্দ্রবালা হিমতে হিমতে — চন্দ্রবালা হাঁটিতে হাঁটিতে।

উপরের বাক্যগুলির 'ফায়খাই (আসিলে)', 'নায়খে (দেখিলে)', 'কাবাঁই (কাঁদিয়া), 'মীনীয়মাং মীনীয়মাং (হাসিতে হাসিতে)', এবং 'হিমতে হিমতে (হাঁটিতে হাঁটিতে)', ইত্যাদি খীলায় ককথাই-গুলির দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় নাই। অতএব এই খীলায় ককথাই-গুলি মীথাকয়া খীলাষ বা অসমাপিকা ক্রিয়া।

মীথাকয়া খীলায়নি সীনামমুঙ
(অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন)

(ক) ককটীলায় (ধাতু) নি লগি '-খাই', 'খে' এবা 'খীলায়' ডাখীলাই (প্রত্যয়) খেপাজাক :

ককটীলায়	+	ডাখীলাই	=	মীথাকয়া খীলায়
চা	+	খে	=	চাখে
(খা	+	ইলে)	=	(খাইলে)
নায়	+	খাই	=	নায়খাই
(দেখ	+	ইলে)	=	(দেখিলে)

কাপ	+	থীলায়	=	কাবথীলায়
(কাঁদ্	+	ইলে)	=	(কাঁদিলে)

(খ) ককটালীয়নি লগি 'উই' ডাখীলাই থেংপাজাক :

ককটালীয়	+	ডাখীলাই	=	মীথাকয়া খীলায়
চ	+	উই	=	চাউই
(খা	+	ইয়া)	=	(খাইয়া)
নায়	+	উই	=	নায়াই
(দেখ	+	ইয়া)	=	(দেখিয়া)
কাপ	+	আই	=	কাবাই
(কাঁদ্	+	ইয়া)	=	(কাঁদিয়া)

(গ) ককটালীয়নি লগি '-না', '-নান' বা '-নানি' ডাখীলাই থেংপাজাক :

ককটালীয়	+	ডাখীলাই	=	মীথাকয়া খীলায়
চ	+	না	=	চানা
(খা	+	ইতে)	=	(খাইতে)
নায়	+	নানি	=	নায়নানি
(দেখ	+	ইতে)	=	(দেখিতে)
কাপ	+	নানি	=	কাবনানি
(কাঁদ্	+	ইতে)	=	(কাঁদিতে)

(ঘ) ককটালীয়নি লগি 'মানি' ডাখীলাই থেংপাজাক :

ককটালীয়	+	ডাখীলাই	=	মীথাকয়া খীলায়
চা	+	মানি	=	চামানি
(খা	+	ইবার)	=	(খাইবার)
নায়	+	মানি	=	নায়মানি

(দেখ	+	ইবার)	=	(দেখিবার)
কাপ	+	মানি	=	কাবমানি
(কাঁদ্	+	ইবার)	=	(কাঁদিবার)

(ঙ) ককচীলীয়নি লগি 'ফানী' ডাখীলাই থেপাজাক :

ককচীলীয়	+	ডাখীলাই	=	মীথাকয়া খীলায়
চা	+	ফানী	=	চাফানী
(খা	+	ইলেও)	=	(খাইলেও)
নায়	+	ফানী	=	নায়ফানী
(দেখ	+	ইলেও)	=	(দেখিলেও)
কাপ	+	ঔাই	=	কাবফানী
(কাঁদ্	+	ইলেও)	=	(কাঁদিলেও)

(চ) ককবরকবাই ককচীলীয়নি লগি '-তীতাই' ডাখীলাই থেপাজাক :

চাতীতাই	=	খাইতে খাইতে
নায়তীতাই	=	দেখিতে দেখিতে
কাবতীতাই	=	কাঁদিতে কাঁদিতে

এবা ককবরকবাই ককচীলীয়ন উাইনাই খুরচাউই '-তে' ডাখীলাই থেপাজাক :

চাতে চাতে	=	খাইতে খাইতে
নায়তে নায়তে	=	দেখিতে দেখিতে
কাবতে কাবতে	=	কাঁদিতে কাঁদিতে

এবা ককবরকবাই ককচীলীয়ন উাইনাই খুরচাউই '-মাং' ডাখীলাই থেপাজাক :

চামাং চামাং	=	খাইতে খাইতে
নায়মাং নায়মাং	=	দেখিতে দেখিতে
কাবমাং কাবমাং	=	কাঁদিতে কাঁদিতে

ককবরকে ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত কতগুলি ক্রিয়ার একটি তালিকা নিম্নে ককবরক বর্ণানুক্রমিক ভাবে প্রদত্ত হইল ঃ

ক্রিয়ার তালিকা [List of Verbs]

ককবরক	বাংলা
অক খুই	খিদে লাগা
অক ফু	পেট ফাঁপা
অক কিযর	পেট কামড়ানি
অতুখর	অবতরণ করা, বাহির করা
অই	প্রভাত হওয়া
আকক	অঙ্কন করা
আকাই	বিতৃষ্ণ হওয়া
আকার	যন্ত্রণা করা, উপদ্রপ করা
আগক	অগ্রসর হওয়া
আচাই	জন্ম গ্রহণ করা, সৃষ্টি হওয়া
আচুক	বসা
আচুক রী	বসানো
আজি	উপার্জন করা
আমজক	অনুশীলন করা, মূল্যায়ণ করা
আল চুডাই	হালচাষ করা
আডাই খীলায়	প্রচার করা
আসাই	আশা করা
আঁং	হওয়া
ইমাঙ নুক	স্বপ্ন দেখা
উখাক	দাঁত বা মুখ দিয়া ধাক্কা দেওয়া
উনসুর	পশ্চাদ পদ হওয়া
উফিল	ফিরিয়া আসা
উরপাতি	বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা
উসিক	ভিড় ঠেলা
উসিকপা	ভির ঠেলিয়া প্রবেশ করা
উসরীপ	ঝোপঝাড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা

ককবরক	বাংলা
উসতা খু	হোঁচট খাওয়া
এগ	খাঁটা
এর	বিস্তার লাভ করা
এলেগানা খীলায়	অবহেলা করা
কই	অভিমান করা
কক চাব	সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
কক ফিরক	উত্তর দেওয়া
কক বার	প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা
কক বারস	কথা গোপন করা
কক সুর	কথা সাব্যস্ত করা
কং	নত মস্তক হওয়া
কচক	ভাসিয়া যাওয়া
কচর	সঙ্কুচিত হওয়া
কনর	সরিয়া যাওয়া
কবক	আহ্বান করা
কবন	উড়িয়া যাওয়া
কমথিং	সম্পাদনা করা
কমর	লুপ্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া
কমি	হ্রাস পাওয়া
কয়	অনুরোধ করা
কর’	ভুল করা
কল	ঘাঁটিয়া দেওয়া
কলব	ভর করা (ডাইনী, দেবতা ইত্যাদি)
কলম	গরম লাগা
কসর	স্বর ভঙ্গ হওয়া
কহর	ভর করা (পাগল ইত্যাদি)
কা	আরোহন করা, পা ফেলা, পায়ে দেওয়া

ককবরক	বাংলা
[illegible]	রোপন করা
[illegible]	বিবাহ করা
[illegible]	বিচ্ছিন্ন হওয়া
[illegible]	দূরিভূত করা
[illegible]	অতিবাহিত করা (সময়, দিন ইত্যাদি)
[illegible]	পদদলিত করা
[illegible]	পরিধান করা
[illegible]	পোশাকপরিধান করা
[illegible]	পদক্ষেপন
কাব	কাঁদা/ক্রন্দন করা
[illegible]	মসকরা করা/ঠাট্টা করা
কারি	প্রকাশ করা, বাহির করা,
কাসেলে	পিছলে যাওয়া
কাস	উপরে উঠা, আরোহণ করা
কাসু	আটকানো, আবদ্ধ করা
কাং	তেষ্টা পাওয়া
কিফিল	প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা
কিয়ক	বিকশিত হওয়া
কিয়ক রী	বিকাশ ঘটানো
কিয়র	ব্যথা হওয়া
কিপির	কিরণ দেওয়া
কিসিল	গড়াগড়ি দেওয়া
কুক	ছাল উঠিয়া যাওয়া
কুতুক	গণ্ডগোল করা
কতুল	সরিয়া যাওয়া
কুধুম	সমবেত হওয়া
কুদি	গালাগালি দেওয়া
কুফুং	

ককবরক	বাংলা
কুমা	ঝিংকর্ত বা বিদ্যুৎ হওয়া
কুবুল	জ্বালানো
কুল	নিন্দা করা
কুসুং	আকড়াইয়া ধরা
কেঙ্গগাই	কোঁকানো, কাতরানো
কেতাই	কাতুকুতু করা
কেগলে	ফসকাইয়া যাওয়া
কেংবেং	বাধা দেওয়া
কের	সংযমী হওয়া
কৗচা	আটকাইয়া যাওয়া
কৗচাং	ডাণ্ডা লাগা
কৗথা	মেলামেশা করা
কৗপরী	নরম হওয়া
কৗফা	লাগিয়া থাকা
কৗবা	বমি করা
কৗবাগ্	জরাইয়া ধরা
কৗমা	হারাইয়া যাওয়া
কৗরাই	ঝড়িয়া পড়া
কৗলাই	পড়িয়া যাওয়া
কৗলীক	ডুবিয়া যাওয়া
কৗসা চা	ক্ষত হওয়া
কৗসার	ছড়াইয়া ছিটাইয়া পড়া
কৗসীক	গোজিয়া দেওয়া
খগ	চুরি করা, জল তোলা
খচা	কুড়ানো, সংগ্রহ করা
খন	বেষ্টন করা
খনতাই রী	দোষারোপ করা
খব	অন্তর্ভুক্ত করা

কক্‌বরক	বাংলা
খর	ছিটাইয়া দেওয়া
খরাই	ভর্ৎসনা করা
খল	চয়নকরা, মনস্থ করা,
খলব	ঢাকিয়া দেওয়া
খা	বাঁধা
খাইচিক	দৌড়ানো
খাইরগ	সহানুভূতিশীল হওয়া
খা কা	মনে হওয়া
খা কাই	মনযোগ দেওয়া
খাগ	পাড়া (গাছ ইত্যাদি থেকে)
খা খাম	দুঃখিত হওয়া
খা চং	মনস্থির করা
খাচি	ঝুলানো
খাজাই	আনন্দিত হওয়া
খাতুং	মোহগ্রস্ত হওয়া
খাতুং রী	উৎসাহিত করা
খা তাই	মনে নেওয়া (রাগ করে)
খাপি	মিলিয়া যাওয়া
খা ফুর	সমর্থন করা, খুশী হওয়া
খা বায়	ভগ্নোৎসাহ হওয়া
খাম	পোড়িয়া যাওয়া
খায়	করা
খার	পলায়ন করা
খাল	আঁচড়ানো (চুল)
খা সীরাং রী	আগ্রহান্বিত করা
খি	মল ত্যাগ করা
খিকীলাই	নীচের দিকে ফেলিয়া দেওয়া
খিচিগ	চিমটি কাটা

ককবরক	বাংলা
খিতার	নিক্ষেপ করা
খিব	ফেলিয়া দেওয়া
খু	উল্লেখ করা
খুগ	খুলিয়া ফেলা
খুগ কেঙ	প্রকাশ করা (মুখ খোলা)
খুচুরু	বঞ্চিত হওয়া
খুমপাই	ডিম ফুটানো
খুর	খনন করা
খুলগ	খোলা
খুলুম	প্রণাম করা
খুউা	হাঁ করা
খুউা নাঙ	নজর লাগা
খাই	নাস্তানুবুদ করা, চাউল ভাঙ্গানো
খীনা	শুনতে পাওয়া
খীলায়	করা
গঙ	নত হওয়া
গতি	ঘটা
গথক	খাপ খাওয়ানো
গদক	নাড়া দেওয়া
গরি	গঠন করা
গলি	গলে যাওয়া
গসি	স্বীকার করা
গুরক	ঘুরা
গেরক	গড়ানো
চ	ছিন্ন হওয়া
চক	ঝাড়া (ধান, চাউল ইত্যাদি, দাঁড় বাওয়া)
চপরপ	ঝাঁপাইয়া পড়া
চব	বন্দী করা

ককবরক	বাংলা
	জলে ডুবানো
চম	টিকসই হওয়া, ভার সহ্য করা
চর	নির্বাচন করা, ঠিক করা
চং	খাওয়া
চয়	ছটফট করা
চাইতক	কুলকুচা করা
চাকরুপ	সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থির করা
চব	পুরাতন হওয়া, ক্ষয় হওয়া
চাম	দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়া
চাল	ছিড়িয়া টুকরা করা
চিথক	চিৎকার করা
চিরিক	পুটলি বাঁধা
চু	সাহায্য করা
চুবাচু রী	পরিধান করা
চুম	দোলানো
চেকেপ	আরম্ভ করা
চেং	পরাজিত করা
চেন	কুচকাইয়া যাওয়া
চেমাই	তলাইয়া দেখা, চিবানো
চেয়	চেপ্টা করা
চেরেপ	ঠাট্টা করা
চেংরা থুং	উজ্জ্বল হওয়া (রঙ ইত্যাদি)
চানা	প্রজ্বলিত করা
চাং	উলুধ্বনি করা
জগালু	জপ করা
জপি	জমা হওয়া
জমক	ক্রুদ্ধ হওয়া
জলি	জানানো
জানক	

ককবরক	বাংলা
জালক	জ্বালাতন করা
জাই খীলায়	সংস্কার করা (পুকুর, নালা ইত্যাদি)
জাংরি	ঝাঁকুনি দেওয়া
জিতি	জয়লাভ করা
জুগক	যোগানো
জুনতি না	উদ্যোগ নেওয়া
তক	আঘাত করা
তকখীলাই	স্রোতের অনুকূলে যাওয়া
তকসা	স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া
তং	বাস করা, থাকা
তঙথক	আনন্দ লাভ করা
তন	রাখা
তর	বড় হওয়া
তাক	বয়ন করা, তৈরী করা (হাড়ি, কলসী ইত্যাতি)
তাং	স্পর্শ করা, নির্মাণ করা
তান	কাটা (কুপ দিয়া)
তাম	বাজানো, বাজা (ঢাক, ঘড়ি ইত্যাতি)
তিকি	টিকিয়া থাকা, টিকসই হওয়া,
তিখীলাই	বাহির করিয়া আনা
তিলাং	নেওয়া
তিসা	তোলা
তুন	পৌঁছাইয়া দেওয়া
তুং	গরম হওয়া বা লাগা
তৗই	লইয়া যাওয়া
থক	স্বাদ লাগা
থল	আদেশ দেওয়া
থাই	ফল ধরা (গাছ ইত্যাদিতে)
থাঙ	বাঁচা

ককবরক	বাংলো
থাহ	তালি দিয়া জোরা লাগানো
থাহি	সন্দেহ করা
থাং	যাওয়া
থিক	মিতব্যয় করা
থু	ঘুমানো
থুক	গভীর হওয়া
থুপ	মাথায় দেওয়া (চশমা, টুপি, মুকুট ইত্যাদি)
থুম	একত্রিত করা, সংগ্রহ করা
থুং	খেলা করা
থেপা	সংযুক্ত করা
থৈই	মৃত্যু হওয়া
দ	তাড়াতারি করা
দা	ভর্তি করা
দাগার	ধাক্কা দেওয়া
দাগি	নির্দেশ দেওয়া, লেলাইয়া দেওয়া
দাবক	পুঁতিয়া দেওয়া (কাদায় ইত্যাদিতে)
দালক	মিশ্রিতকরা
দিয়াই	প্রার্থনা করা, কামনা করা, ধ্যান করা
দুমসা	তুলিয়া ধরা (কোন বস্তু ইত্যাদি)
দুল	প্যাঁচানো
দুসি	দোষারোপ করা
দেরা	বিকল হওয়া, সর্বনাশ হওয়া
দেং	পেষণ করা
নখর	অবতরণ করা
নখা গুরুম	মেঘ গর্জন করা
নখা ফিলিক	বিদ্যুৎ চমকানো
নায়	দেখা
নায়তুক	অনুসন্ধান করা
নায়সিক	তাকানো
নায়সিং	অপেক্ষা করা
নায়সেলে	ঘৃণা করা

ককবরক	বাংলা
নাব	আলোড়িত করা
নিনাং	আলোড়িত হওয়া
নৗং	পান করা
নুং	ডাকা (সম্বোধন করা)
পক	ভলিয়া যাওয়া
পতলক	পরীক্ষা করা
পরি	পড়া
পাই	শেষ হওয়া, জয়লাড়ভ করা, সমর্থ হওয়া
পানজি না	উদ্যোগ গ্রহণ করা
পালাই	উৎযাপন করা (জন্মদিন, দিবস ইত্যাদি)
পায়	ক্রয় করা
পাসা	বিদ্ধ হওয়া, প্রকাশিত হওয়া
পিন	বপন করা
পির	প্রচার করা
পুইতু থাং	বিশ্বাস করা
পুক	চুলকানো (আপনা থেকে)
পুং	শব্দ করা, পূর্ণ হওয়া
পুবাক	ঢেউ খেলা
পুরি	প্রতিপালন করা (পশু, পাখি ইত্যাদি)
পেং	সোজা হওয়া
ফব	কবর দেওয়া, মাটি দেওয়া
ফাকি রি	ফাকি দেওয়া
ফাতি	ফাটিয়া যাওয়া
ফাতাই রী	নিমন্ত্রণ করা
ফায়	আসা
ফাল	বিক্রয় করা
ফিয়গ	মুক্ত করা
ফিরক	প্রত্যাবর্তন করা

ককবরক	বাংলা
ফুনুক	প্রদর্শন করা
ফুল	প্রলেপ দেওয়া
ফুটার	প্রসারিত করা
ফোহেল	ছড়িয়ে দেওয়া (কাপড় ইত্যাদি)
ফানাং	লাগানো, ব্যবহার করা
ফারাং	শিক্ষা দেওয়া
ব	বিছানো
বখক	ভাঙ্গিয়া চুরমার করা
বর	রোপন করা (ধান ইত্যাদি)
বলাই	প্রশংসা করা, গর্ব করা
বাচা	দাঁড়ানো
বাতাই	প্রতিযোগিতা করা
বাথাক	থামা
বানদি	প্রতারণা করা
বাম	কোলে নেওয়া
বাই	ভাঙ্গিয়া যাওয়া
বার	প্রস্ফুটিত হওয়া
বাহার	লাফানো
বুচি	বুঝা
বুথার	হত্যা করা
বেং	তাড়াইয়া দেওয়া
বেরেপ	ভিজানো/বন্ধ করা
বেল	দুর্বল হওয়া
বেংগাই	ভ্যাঙচানো
মকল পেং	গ্রাহ্য করা
মখল	বেকায়দায় ফেলিয়া দেওয়া, শোয়ানো
মচম	মুষ্টিবদ্ধ করা
মনক	গ্রাস করা
মান	পাওয়া, পারা

ককবরক	বাংলা
মালাই	সাক্ষাৎ করা
মুকুম	চোখ বন্ধ করা
মুথুব	বন্ধ করা (ছিদ্র, রাস্তা ইত্যাদি)
মুযতু নাবীগ	মনে রাখা
মুসু	থুথু ফেলা
মেচেন	পরাজিত করা
মীচাং	মানানসই হওয়া
মীতাইরী	পূজা দেওয়া
মীথাক	থামানো, দমন করা
মীনীয়	হাসা
মীরীক	পাহাড়া দেওয়া
মীলাংচা	আশ্চর্য হওয়া
মীসা	নৃত্য করা
য়ক	মুক্তি পাওয়া, ভাজা করা (লুচি, পাপড় ইত্যাদি)
য়ক	জ্বালাতন করা
য়র	প্রবাহিত হওয়া, খোচা দেওয়া
য়াকার	ত্যাগ করা, ছাড়া
য়াচাক	গ্রহণ করা
য়াসুম পার	আসন করা
রক'	শোয়া
রগ	কাচাইয়া পরিস্কার করা
রচি	রচনা করা
রবম	ফুলিয়া যাওয়া
রম	ধরা
রসা	প্রত্যাহার করা
রহর	প্রদান করা
রান	শুকাইয়া যাওয়া
রাম	শীর্ণ হওয়া
রাসু	পুচাইয়া কাটা

ককবরক	বাংলা
[illegible]	ধাবিত হওয়া বা ধাওয়া করা
[illegible]	সাঁতার কাটা
[illegible]	ডাকা
[illegible]	স্তূপিকৃত করা, জমায়িত করা
[illegible]	দেওয়া
[illegible]	তাড়ানো
[illegible]	গান করা
[illegible]	দীর্ঘ হওয়া
লক	ঝুলিয়া যাওয়া
লখলাই	আদর করা
লব	নড়াচড়া করা
লরি	অতিক্রম করা
লাই	যাতায়াত করা
লাইসু	লজ্জাবোধ করা
লাচি	রওনা হওয়া বা দেওয়া, যাত্রা করা
লাম রী	অভ্যর্থনা করা
লামসক	জ্বর হওয়া
লুম	গণনা করা
লেখা	বিলম্ব করা
লের	বিশ্রাম করা
লেলা	পরিশ্রান্ত হওয়া
লেংজাক	বয়ন করা (বেড়া ইত্যাদি)
উা	উন্মত্ত হওয়া
উাইজাক	চিবানো (দাঁত দিয়া)
উাচেরেপ	বৃষ্টি পড়া
উাতায় উা	ভাবা, চিন্তা করা
উানসুক	কামড় দেওয়া (কুকুর, মশা ইত্যাদি)
উার	ঝগড়া করা
উালাই	

ককবরক	বাংলো
সক	পুড়িয়া যাওয়া, পচিয়া যাওয়া
সং	রান্না করা
সংচা	অনুষ্ঠিত হওয়া, গঠন করা
সতন	টানা
সা	বলা, ব্যথা করা
সাকথার	চেষ্টা করা, প্রচেষ্টা চালানো
সিন	চাপ দেওয়া
সিনি	চেনা, চিনতে পারা
সেজা	নিন্দা করা
সেলেং	সমালোচনা করা, ঘৃণা করা
সৗনাম	তৈরি করা
সৗং	জিজ্ঞাসা করা
হর	প্রদান করা
হাপ	প্রবেশ করা
হাম	ভাল হওয়া
হামজাক	ভাল লাগা, ভালবাসা
হ্নি	বলা
হ্নিজাক	গালি খাওয়া
হিম	হাঁটা
হিলিক	ভারী হওয়া

রাঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। খীলায় তামন' হীন ? খীলায় জালরীশীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সায়দি।

২। ফুনুক খীলায় তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সায়দি।

৩। তাঙজাকনাই খীলায় তামন' হীন ? তাঙজাকনাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৪। তাঙজাকনীয় খীলায় তামন' হীন ? তাঙজাকনীয় খীলায়ন' সামুঙগ ফানাংগাই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৫। তলাম মারি বজাক তাঙজাকনাই খীলায়, তাঙজাকনীয় খীলায়, তাই অঙজাকনা খীলায়রকন' আলকা আলকা খাই সায়দি।

ক) সাম্রপারি চাঅ।

খ) সাবেন্দ্র বাবু চাঙন ককবরক ফীরাংগ।

গ) আঙ নন' ককতাং তাংসা খীনা রীউনাু।

ঘ) নীঙ বন' কলম কঙসা রীউনাু।

ঙ) মুসুকমা চাঙন দুদ রীঅ।

চ) ব আন রাঙ খগবা রিখা।

ছ) ব ফায়খাহ্ আঙ-ব ফায়নাই।

জ) নীঙ ফায়কা।

ঝ) নীঙ নায়খে বিকাশ-ব সিনমা নায়না থাংনাই।

ঞ) রীংমোরি পরিখা।

ট) রাকেশ মীনীয়মাং মীনীয়মাং লেংজাকখা।

ঠ) গৌতম ককলাই সীয়বাইখা।

ড) বরগ জত-ন ছুকুবাইখা।

বেদেক উলবা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

ফেরয়া (অব্যয়)

বিভক্তি পুরুষ, বচন বা লিঙ্গ ভেদে যে সকল **ককথাই**-এর কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাহাদের বলা হয় **ফেরয়া** বা অব্যয়।

ফেরয়া — ককথাই থাইসাবাই তেই থাইসা ককথাইনি বিসিং হালক বউই রীনাই হিনু ফেরয়া।

দালবেরেম (শ্রেণীবিভাগ)

ককবরকে **ফেরয়া**-কে মূলতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা -

(১) **হালকবনাই** (পদান্বয়ী অব্যয়; Preposition)

(২) **মানজুনাই** (বাক্যান্বয়ী অব্যয়;Conjunction)

(৩) **খা-পেরনাই** (ভাববাচকঅব্যয়; Interjection)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) হালকবনাই (পদান্বয়ী অব্যয় ; Preposition)

যে **ফেরয়া** একটি **ককথাই**-এর সহিত অপর **ককথাই**-এর অন্বয় বা সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহাকে **হালকবনাই** বা **পদান্বয়ী অব্যয়** বলে।

হালকবনাই — ককথাই থাইনীয়নি-বিসিং হালক বউই রীনাই ককথাইন' হিনু হালকবনাই।

বুসুকমারি :

ক) বুফাঙ <u>সাকাঅ</u> তা কাসাদি — গাছের <u>উপরে</u> ওঠিওনা।

খ) টেবিল <u>তলাঅ</u> আমিঙ মাসা তঙগ — টেবিলের <u>নীচে</u> একটি বিড়াল আছে।

গ) য়াক <u>বাষ</u> রমদি — হাত <u>দিয়া</u> ধর।

ঙ) [illegible]।

চ) [illegible]।

[illegible]), জরা ([illegible], পর্যন্ত, তক), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), কাহাম ([illegible], মতন, ন্যায়), হায় ([illegible]), [illegible] ([illegible]), লগিঅ (সঙ্গে, সহিত), উকলগ' (পরে, পাছে, [illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] (দিক), সীকাঙগ' (আগে, অগ্রে, [illegible]), [illegible] ([illegible], মাধ্যমে), বিসিংগ (ভিতরে, মধ্যে, মাঝে), তলাঙ (নীচে), সাকাঙ (উপরে), বাতার' (বাহিরে), রগ' (নাগাদ), য়াসা (ব্যতীত, ছাড়া, [illegible]) ইত্যাদি হালকবনাই। এইগুলিকে উসায় বা অনুসর্গ বা পরসর্গ (Post Position)-ও বলা হয়। এই হালকবনাই-কে আবার চারটি বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এইগুলি নিম্নরূপ :

ক) **সুকসারীক হালকবনাই** (উপমাবাচক) **:** কাহাম (মত), হায় (মতন), সলঅইসা ([illegible]), সলতীতাই (মতন), সলতীতাইসা (মতন), আঁংতাইসা, আঁংতীতাই, তীহ ইত্যাদি **সুকসারীক হালকবনাই**-এর উদাহরণ।

খ) **জরিরীক হালকবনাই** (সীমাবাচক) **:** জরা (পর্যন্ত), জরাতাই (অবধি) ইত্যাদি **জরিরীক হালকবনাই**।

গ) **আচুকরীক হালকবনাই** (অবস্থানবাচক) **:** লগিঅ (সঙ্গে, সহিত), উকলগ' (পাছে, পশ্চাৎ, পরে), সীকাঙগ (আগে, পূর্বে), সাম (পাশে, সন্নিকটে), বিসিংগ (ভিতরে, মধ্যে, মাঝে), তলাঙ (নীচে), সাকাঙ (উপরে) ইত্যাদি **আচুকরীক হালকবনাই**।

ঘ) **য়াসারীক হালকবনাই** (ব্যতিরেক বাচক) **:** য়াসা (ব্যতীত, বিনা, ছাড়া, বই), কারাই (ব্যতীত, বিনা, ছাড়া, বই) ইত্যাদি **য়াসারীক হালকবনাই**।

(২) **মানজুনাই** (বাক্যান্বয়ী অব্যয়;Conjuction) **:**

যে কেরেয়া একাধিক **ককবীতাং**-কে পরস্পর একত্র করে, তাহাকে **মানজুনাই** বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় বা সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সংযোজক অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

মানজুনাই — **ককবীতাং** তানৌয়নি বিসিং হালক বউই রীনাই ককথাইন' হিনু মানজুনাই

ফুনুকমারি ঃ

ক) কসমতি **এবা** নীঙ থাংদি — কসমতি **অথবা** তুমি যাও।

খ) নীঙ **বায়** আঙ সিনেমাও থানাই — আপনি **ও** আমি সিনেমায় যাইব।

গ) খাকুফুর **তাহ** খাকচাং মায় চাউানী — খাকুফুর **এবং** খাকচাং ভাত খাইবে।

ঘ) রীঙনগ' থাংদি **য়াখে** সামুঙ তাঙদি — বিদ্যালয়ে যাও **নতুবা** কাজ কর।

ঙ) নীঙ **তুমুঙ** ফায়খে আঙ-ব থাংনাই —আপনি **যদি** আসেন তাহলে আমিও যাইব।

"**তেই** (এবং, আর, ও), **বায়** (ও, আর, এবং), **অীংয়াখে** (নহিলে, নইলে, নতুবা), **য়াখে** (না হয়, না হলে, নয়তো যদি না), **তামঙগীহ** (কেন), **তব ফান'** (তথাপিও, বটে), **এবা** (কিংবা, বা, অথবা, না হয়, নতুবা), **হায়ফান'** (তথাপিও), **তুমুঙ** (যদি), **তাংগীই হিনবা** (কারণ, কেননা), **ফিয়া** (কিন্তু, পরন্তু, তবু, বটে), **দে** (না-কি), **হিনখে** (তবে, তাহা হইলে), **ফিয়াবা** (তথাপি, অথচ), **তাইসা** (পুনরায়, পুনশ্চ), **তব** (তথাপি), **বনি বাগীই** (তাই, সেই জন্য, তার জন্য)" আকরগ **ককবীতাং মানজুনাই হালকবনীই** (বাক্যান্বয়ী অব্যয়)।

(৩) খা-পেরনাই (ভাববাচক অব্যয় ; Interjuction) ঃ

যে অব্যয়-এর সহিত **ককবীতাং**-এর অন্যান্য **ককথাই**-এর ব্যাকরণগত কোন অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে না, কেবল ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **খা-পেরনাই** বা ভাববাচক অব্যয় বলা হয়।

খা-পেরনাই — ককবীতাংগ তঙফানী ককবীতাং বিসিংনি কুবুনি ককথাইরগ বাই মানজুমুঙ কীরীই ককথাইন' হিনু খা-পেরনাই।

ফুনুকমারি ঃ

ক) আয়া ! বেলাই দুখু মানখা — ইশ্ ! ভীষণ ব্যাথা পাইয়াছি।

খ) হীঁহি ! ব ফায়াখু বীলা — না ! সে আসেনাই তো।

গ) চিস্ ! লাচিমাসিনসা কক — ছি-ছি ! ক্লি লজ্জাকর ব্যাপার।

ঘ) অ কীপাল ! মদে আনি বানতা — হায় ভগবান ! এটাই কি আমার ভাগে।

ঙ) দ, নীঙ-ন সাদি — আচ্ছা, আপনিই বলেন।

"**অঃ** (ওহে, এই যে), **উঃ** (ওঃ), **তুর'** (ধেৎ, ছাহ, দুর), **চা-খা** (বেশ), **ছিস** (ছি-ছি), **অ কীপাল** (হে ভগবান), **অ রাঙচাক** (বাঃ, বাহবা, বেশ, খুব, সাবাস, চমৎকার), **অীঃ** (উঃ, অ্যাঁ, **এ রাদ'** (রাম রাম, ছাই, কী আপদ, কী মুশকিল), **আয়া** (ওঃ, ইশ), **অমায়ু** (ওঃ বাবা, বাপরে বাপ, ওমা, মাগো গেলামগো) আকরগ **খা-পেরনাই**।

হাঙহীকমা (অনুশীলনী)

১। কেব্বা তামন' হীন ? কেব্বা দালবাসীক তঙ্গ ডেই তাম তাম ? দুনুকমারি দুনুগাদি সায়দি।

২। মানজুনাই তামন' হীন ? মানজুনাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৩। থাপেবনাই তামন' হীন ? থাপেবনাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৪। সুরসারীক হালকবনাই তামন' হীন ? সুরসারীক হালকবনাই সামুঙগ ফীনাংগাই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৫। আরিরীক হালকবনাই তামন' হীন ? আরিরীক হালকবনাই ফীনাংগাই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৬। আচুকরীক হালকবনাই তামন' হীন' ? আচুকরীক হালকবনাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৭। য়াসারীক হালকবনাই তামন' হীন ? য়াসারীক হালকবনাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সায়দি।

৮। থামানি ককবীতাংরগনি তলাঅ মারি রিকজাক ককথাইরগ বু দালনি হালকবনাই সায়দি।

ক) আয়া ! বেলাই দুখু মানখা।

খ) অ কীপাল ! মদে আনি বানতা ।

গ) দ, নীঙ-ন সাদি ।

ঘ) কসমতি এবা নীঙ থাংদি।

ঙ) নীঙ তুমুঙ ফায়খে আঙ-ব থাংনাই।

চ) থাকুফুর তাহ থাকচাং মায় চাউানী।

ছ) য়াক বাঘ রমদি।

জ) বিনি বাগীহ আঙ থাং মায়াখু ।

ঝ) নক বিসিং কেব কীরাই।

ঞ) রীঙনগ' থাংদি য়াখে সামুঙ তাঙদি।

পঞ্চম অধ্যায়

বীখাক উলবা

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

সীক (বচন) [Number]

মুঙরীক বা মুঙসীলাই-এর সংখ্যাকে বলা হয় সীক বা বচন।

সীক — মুঙরীক এবা মুঙসীলাইনি বাথো-বায়োন' খুরচানাই ককথাইন' হিনু সীক।

বাগমুঙ (বিভাগ)

সীক-কে দুইটি বিভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

১) সীকসা (একবচন)

২) সীকবাং (বহুবচন)

(১) সীকসা (একবচন) [Singular Number] :

যে সকল মুঙরীক বা মুঙসীলাই দ্বারা একটি মাত্র প্রাণী বা বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে, তাহাদের সীকসা বা একবচন বলা হয়।

সীকসা — মুঙরীক এবা মুঙসীলাই কাইসা সাসীক বুজকনাই ককথাইন' হিনু সীকসা।

ফুনুকমারি : মালখুঙ খুঙসা (একটি গাড়ী), খরকসা (একজন), বিজাপ কাঙসা (একটি বই) আকরগ।

(২) সীকবাং (বহুবচন) [Plural Number] :

যে সকল মুঙরীক বা মুঙসীলাই দ্বারা একাধিক প্রাণী বা বস্তুকে বুঝায়, তাহাদের বলা হয় সীকবাং বা বহুবচন।

সীকবাং — কাইসানি বারা মুঙরীক এবা মুঙসীলাই বুজকনাই ককথাইন' হিনু সীকবাং।

ফুনুকমারি : চেরাইরগ (শিশুরা), চাঙ (আমরা), বিজাপরগ (বইগুলি), সারীংনাইরগ (ছাত্রগণ, য়ারসঙ (বন্ধুগণ) আকরগ।

সীক সীলাইমুঙ (বচন পরিবর্তন)

[Number Change]

বাংলায় যেরূপ বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত 'রা', 'এরা', 'গণ', 'বৃন্দ', 'গুলি' ইত্যাদি যুক্ত করিয়া একবচন হইতে বহুবচনে রূপান্তর করা হয়, অনুরূপভাবে ককবরকেও সীকসা হইতে সীকবাং-এ রূপান্তরিত করিবার কতগুলি নিয়ম-কানুন আছে। যেমন —

(১) ব্যক্তিবাচক শব্দের সহিত 'সঙ' বসাইয়া সীকসা হইতে সীকবাং-এ পরিবর্তনকরা হয়। যথা —

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
খেলাংতি (খেলাংতি)	খেলাংতিসঙ (খেলাংতিরা)
দারা (দাদা)	দারাসঙ (দাদারা)
য়ার (বন্ধু)	য়ারসঙ (বন্ধুরা)
বাই (দিদি)	বাইসঙ (দিদিরা)
বিমল (বিমল)	বিমলসঙ (বিমলেরা)

(২) শ্রেণী বা জাতিবাচক বিশেষ্য পদের সহিত 'রগ' বসাইয়া সীকসা হইতে সীকবাং-এ পরিবর্তন করা হয়। যথা —

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
তাখুক (ভ্রাতা)	তাখুকরগ (ভ্রাতাগণ)
বীরীয় (স্ত্রীলোক)	বীরীয়রগ (স্ত্রীলোকেরা)
পরিনাই (পাঠক)	পরিনাইরগ (পাঠকগণ)
চেরাই (শিশু)	চেরাইরগ (শিশুরা)
রিগনাই (শাড়ী)	রিগনাইরগ (শাড়ীগুলি)

(৩) বাংলায় যে-সব বিশেষ্য পদের পূর্বে 'বহু' বা 'অনেক' এই শব্দ দুইটির যে কোন একটি যুক্ত করিয়া একবচন হইতে বহুবচনে পরিবর্তন করা হয়, ককবরকে ঐসব বিশেষ্য পদের শেষে 'কীবাংমা' শব্দটি যুক্ত করিয়া সীকসা হইতে সীকসাং-এ পরিবর্তন করা হয়। যথা —

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
বরক (মানুষ)	বরক কীবাংমা (বহু মানুষ)
মানাই (জিনিস)	মানাই কীবাংমা (বহু জিনিস)
নক (বাড়ি)	নক কীবাংমা (অনেক বাড়ি)

(৪) বাংলায় যে-সব ক্ষেত্রে দুই বার বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া একবচন হইতে বহুবচনে পরিবর্তন করা হয়, ঐসব ক্ষেত্রে ককবরকেও দুই বার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া সীকসা হইতে সীকবাং-এ পরিবর্তন করা হয়। যথা

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
খুম (ফুল)	খুম নাইথক নাইথক (সুন্দর সুন্দর ফুল)
থাইপুঙ (কাঁঠাল)	থাইপুঙ কুমুন কুমুন (পাকা পাকা কাঁঠাল)
নক (বাড়ি/ঘর)	নক কতর কতর (বড় বড় বাড়ি/ঘর)

(৫) বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের শেষে একাধিক সংখ্যাবাচক শব্দ যোগ করিয়া সীকসা হইতে সীকবাং-এ পরিবর্তন করা যায়। যথা —

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
সাল (দিন)	সালনীয় (দুইদিন)
মকল (চক্ষু)	মকল কলনীয় (দুইটি চক্ষু)
বরক (মানুষ)	বরক খরগথাম (তিনজন মানুষ)

(৬) **মুঙসীলাই বা সর্বনাম পদের সীক বা বচন পরিবর্তন।**

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
আঙ (আমি)	চীঙ (আমরা)
আনি (আমার)	চিনি (আমাদের)
আন (আমাকে)	চীঙন (আমাদেরকে)
নীঙ (তুমি/আপনি)	নরগ (তোমরা/আপনারা)
নিনি (তোমার/আপনার)	নরগনি (তোমাদের/আপনাদের)
নন' (তোমাকে/আপনাকে)	নরগন' (তোমাদেরকে/আপনাদেরকে)
ব (সে/তিনি)	বরগ (তাহারা)
বিনি (তাহার)	বরগনি (তাহাদের)
বন (তাহাকে)	বরগন (তাহাদেরকে)
অম' (এইটি)অম'রগ (এইগুলি)	
অমনি (উহার)	অম'রগনি (উহাদের)
অমন' (উহাকে)	অম'রগন (উহাদেরকে)
আব' (ঐটি)	আবরগ (ঐগুলি)
আবনি (ঐটির)	আবরগনি (ঐগুলির)
আবন (ঐটিকে)	আবরগন (ঐগুলিকে)

মীচমীকপা (অনুশীলনী)

১। মীচক তাক্তম' হায়। মীক লালবীগীক ভত তেই তাম তাম? ফুনুকমাগি ফুনুগাই শীগ

২। মীচক তাক্তম' হায়। মীকপা খেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৩। 'অহু' খেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৪। 'হপ' খেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৫। 'মীনাম' খেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৬। 'নাইথক নাইথক' খেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৭। 'কুমুন কুমুন' খেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৮। 'কতর কতর' খেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৯। ভলান্ত সীয়জাক ককথাইরগ বু দালনি সীক সীয়দি।

খেলাগতি	দারাসণ্ড	য়ার	পরিনাইরগ
চেরাই	রিগনাই	মানাই কীবাংমা	নক কীবাংমা
থাইপুষ্ট	নীঙ	নরগনি	নন'
অমন'	আবরগ	আবনি	আবরগনি

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

খরক (পুরুষ)

[Person]

যে শব্দের দ্বারা বক্তাকে বা শ্রোতাকে বা যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, তাহাকে বলা
রক বা পুরুষ।

— মুঙরীক এবা মুঙসীলাইন' সিনি রীনাই ককথাইন' হিনু খরক।
মারি : আঙ (আমি), নীঙ (তুমি/আপনি), ব (সে/তিনি), রাম আকরগ।

খরকনি দালবেরেম (পুরুষের প্রকারভেদ)

বাংলার ন্যায় ককবরকে বরক (পুরুষ)কে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(১) সানাই খরক (উত্তম পুরুষ; First Person)

(২) সাজাকনাই খরক (মধ্যম পুরুষ; Second Person)

(৩) কুবুনি খরক (প্রথম পুরুষ; Third Person)

সানাই খরক (উত্তম পুরুষ; First Person) ঃ

মুঙসীলাই বা সর্বনাম 'আঙ' এবং উহার যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপকে-ই বলা হয়
খরক বা উত্তম পুরুষ।

খরক — ককবীতাংগ, বাইখাঙ কক সানাই মুঙরীক এবা মুঙ সীলাইন' হিনু সানাই

কথাইনি সীলাইজাক সাকমাং তলাঅ খুরচাজাগখা :

ীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
াঙ (আমি)	চীঙ (আমরা)
ান (আমাকে)	চীঙন (আমাদেরকে)
ানি (আমার)	চিনি (আমাদের)

(২) সাজাকনাই খরক (মধ্যম পুরুষ; Second Person) ঃ

মুঙসীলাই বা সর্বনাম 'নীঙ' এবং উহার যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপকে বলা হয় সাজাকনাই খরক বা মধ্যম পুরুষ।

সাজাকনাই খরক— ককবীতাংগ খীনানাই ঔংখা সাজাকনাই খরক।

'নীঙ' ককথাইনি সীলাইজাক সাকমাং তলাঅ খুরচাজাগখা :

নীঙ (তুমি/আপনি)

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
নীঙ (তুমি/আপনি)	নরগ (তোমরা/আপনারা)
নন' (তোমাকে/আপনাকে)	নরগন' (তোমাদেরকে/আপনাদেরকে)
নিনি (তোমার/আপনার)	নরগনি (তোমাদের/আপনাদের)

(৩) কুবুনি খরক (প্রথম পুরুষ; Third Person)

মুঙসীলাই বা সর্বনাম 'ব' এবং উহার যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপকে বলা হয় কুবুনি খরক বা প্রথম পুরুষ।

কুবুনি খরক— ককবীতাংগ সানাই তাই খীনানাই খরকন' কারাই কুবুনি জত্ত খরকন' হিনু কুবুনি খরক।

'ব' ককথাইনি সীলাইজাক সাকমাং তলাঅ খুরচাজাগখা :

ব (সে / তিনি)

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
ব (সে/তিনি)	বরগ (তাহারা)
বন (তাহাকে)	বরগন (তাহাদেরকে)
বিনি (তাহার)	বরগনি (তাহাদের)

রাম (রাম)	[illegible]
রামন (রামকে)	[illegible]
রামনি (রামের)	[illegible]

রীওরীকমা (অনুশীলনী)

১। খরকতামন' হীন ? খরক দালবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফনুকমারি ফনুগাই সীয়দি।

২। সানাই খরক তামন' হীন ? সানাই খরক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৩। সাজাকনাই খরক তামন' হীন ? সাজাকনাই খরক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৪। কুবুনি খরক তামন' হীন ? কুবুনি খরক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৫। তলাঅ সীয়জাক ককথাইরগ বু দালনি খরকসীয়দি।

আঙ	চীঙ	আন
চিনি	নন'	নিনি
বন	বরগনি	রাম
খাকুফুর	খাকচাংনি	জুহিরুঙ

৬। তলাঅ সীয়জাক খরকরগ বাই ককবীতাং সীনামদি।

আঙ	চীঙ	বরগন
বিনি	বন'	নিনি
চাঙন	বরগনি	চীলাসঙ
তখিরায়	পঙখিরায়	রেমিরুঙ
কমলসঙ	চেরাইরগ	নরগন'

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

সির (লিঙ্গ; Gender)

বাংলায় যেমন বিশেষ্য পদের পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ রহিয়াছে, অনুরূপভাবে ককবরকেও মুঙরীক-এর বিভিন্ন লিঙ্গ রহিয়াছে। ককবরকে লিঙ্গকে বলা হয় সির।

সির — চালা-বীরীয় সিনি রীনাই মুঙরীকন' হিনু সির।

সিরনি দালবেরেম (লিঙ্গের প্রকারভেদ)

সির প্রধানতঃ চারি প্রকার। যথা -

(১) সিরচালা (পুংলিঙ্গ)

(২) সিরবীরীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)

(৩) সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)

(৪) সির কীরীই (ক্লীবলিঙ্গ)

(১) সির চালা (Musculine Gender) ঃ

যে মুঙরীক দ্বারা কেবলমাত্র পুরুষ বা পুরুষ জাতীয় কোন প্রাণীকে বুঝায় তাহাদের বলা হয় সিরচালা বা পুংলিঙ্গ।

সিরচালা — চালা সিনিরীনাই মুঙরীকন' হিনু সিরচালা।

বুনুকমারি : তাখুক (ভাই), তগলা (মোরগ), বুফা (তাহার বাবা), সাইলা (কুকুর), চালা (ছেলে), সিকলা (যুবক), রানদা (বিপত্নীক) আকরগ'।

(২) সিরবীরীয় (Feminine Gender) ঃ

যে মুঙরীক দ্বারা কেবলমাত্র স্ত্রী বা স্ত্রী জাতীয় কোন প্রাণীকে বুঝায় তাহাদের বলা হয় সিরবীরীয় বা স্ত্রীলিঙ্গ।

সিরবীরীয় — বীরীয় সিনিরীনাই মুঙরীকন' হিনু সিরবীরীয়।

ফুনুকমারি : বুখুক (বোন), তগমা (যুবতী), বুমা (জন্মের মা), মাইয়া (কুকুরী), বীরীয় (মেয়ে), সিকলি (যুবতী), বানদি (বিধবা) আকরগ।

(৩) **সিরনীনীয় (Common Gender) ঃ**

যে মুণ্ডরীক দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় জাতীয় প্রাণীকেই নির্দেশ করে, তাহাকে বলা হয় **সিরনীনীয়** বা উভয়লিঙ্গ।

সিরনীনীয় — **চীলা-ব আঁংগাই মানু, বীরীয়-ব আঁংগাই মানু অমতাই মুণ্ডরীক এবা মুণ্ডসীলাইন' হিনু সিরনীনীয়।**

ফুনুকমারি : ফায়নাই (আগন্তুক), চেরাই (শিশু), তক (মোরগ), সা (সন্তান) আকরগ।

(৪) **সির কীরাই (Neuter Gender) ঃ**

যে মুণ্ডরীক দ্বারা কোন উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ বা কোন অচেতন পদার্থকে বুঝায়, তাহাকে বলা হয় **সির কীরাই** বা ক্লীবলিঙ্গ।

সিরকীরাই — চীলা-ব আঁংয়া, বীরীয়-ব আঁংয়া অমতাই মানুইনি বুমুণ্ডন' হিনু সির কীরাই।

ফুনুকমারি : চেয়ার, টেবিল, কলম (কলম), হলং (পাথর), উা (বাঁশ), নক (ঘর) আকরগ।

সির সীলাইমুণ্ড (লিঙ্গ পরিবর্তন)

(Gender Change)

অন্যান্য ভাষার ন্যায় ককবরকেও সির পরিবর্তনের কতকগুলি নিয়মআছে। যথা-

(ক) আলকা ককথাই থেপাউই সিরচীলান' সিরবীরীয়' সীলাই মানু।

ফুনুকমারি :

সিরচীলা (পুংলিঙ্গ)	সিরবীরীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)
ফা (বাবা)	মা (মা)
তাখুক (ভাই	বুখুক (বোন)
চীলা (ছেলে)	বীরীয় (মেয়ে)
ফায়ুণ্ড (ছোট ভাই)	হানকজীক (ছোট বোন)
সায় (স্বামী)	হিক (স্ত্রী)

কিচিং (বন্ধু)	মারে (বান্ধবী)
সিরচীলা (পুংলিঙ্গ)	**সিরবীরীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)**
চু (দাদু)	চুই (দিদিমা)
চামারি (জামাতা)	হামজীক (পুত্রবধূ)
কুমুয় (জামাইবাবু)	বাচাই (বৌদি)
দেগা (ষাঁড়)	গায় (গাভী)

(খ) চীলা বুজুগ নাই ককথাইনি পাইথাগ' আ-কারনি বদলা ই-কার আচুক রীই সিরচীলানি সিরবীরীয়' সীলাই মানু।

ফুনুকমারি :

সিরচীলা (পুংলিঙ্গ)	সিরবীরীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)
সিকীলা (যুবক)	সিকলি (যুবতী)
বুরা (বৃদ্ধ)	বুরি (বৃদ্ধা)
রানদা (বিপত্নীক)	রানদি (বিধবা)
মীখরা (পুং বানর)	মীখরি (স্ত্রী বানর)
মামা	মামি
কাকা	কাকি

(গ) সিরচীলানি পাইথাগ' 'জীক' আচুক রীই সিরচীলানি সিরবীরীয়' সীলাই মানু।

ফুনুকমারি :

সিরচীলা (পুংলিঙ্গ)	সিরবীরীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)
কীরা (শ্বশুর)	কীরাজীক (শ্বাশুড়ী)
চামাই (বৈবাহিক)	চামাইজীক (বৈবাহিকা)
পীরাঙ (শালক)	পীরাঙজীক (শালিকা)

(ঘ) ককবরক' সিরনীনীয় বুজুগনাই ককথাইনি উল' 'চীলা' আচুক রীই সিরচীলা তাই

বারীয় আ চুক রাই সিরবারীয়' সীলাই মানু।

ফুনুকমারি :

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	সিরচালা (পুংলিঙ্গ)	সিরবারীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)
মায়ুঙ (হাতি)	মায়ুঙ চালা (পুং হাতি)	মায়ুঙবারীয় (হস্তিনী)
করায় (ঘোড়া)	করায় চালা (ঘোটক)	করায়বারীয় (ঘোটকী)
তাখুম (হাঁস)	তাখুম চালা (হংসপুং)	তাফুমবারীয় (হংসী)
আমিঙ (বিড়াল)	আমিঙ চালা (হুনু বিড়াল)	আমিঙবারীয় (মাদী বিড়াল)

(ঙ) সিরনীনীয় বুজুগনাই ককথাইনি উল' 'সা' আচুক রাই সিরচালা তাই 'জীক' আ চুকরাই সিরবারীয়' সীলাই মানু।

ফুনুকমারি :

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	সিরচালা (পুংলিঙ্গ)	সিরবারীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)
থুরুক (মুসলীম)	থুরুকসা (মুসলীম পুরুষ)	থুরুকজীক (মুসলীম স্ত্রী)
মীখরা (বানর)	মীখরাসা (পুং বানর)	মীখরাজীক (স্ত্রী বানর)
মীসাই (হরিণ)	মীসাইসা (পুং হরিণ)	মীসাইজীক (হরিণী)

(চ) সিরনীনীয় বুজুগনাই ককথাইনি উল' 'বারীয়' আচুক রাই সিরচালা তাই 'তি' আ চুক রাই সিরবারীয়' সীলাই মানু।

ফুনুকমারি :

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	সিরচালা (পুংলিঙ্গ)	সিরবারীয় (স্ত্রীলিঙ্গ)
কসম (কাল)	কসমরায় (কালাচাঁদ)	কসমতি (কালী)
করম' (হলুদ)	করম'রায়	করম'তি
কীচাক (রাঙা)	কীচাকরায়	কীচাকতি

(ছ) সিরনীনীয় বুজুগনাই ককথাইনি উল' 'লা' আচুক রাই সিরচালা তাই 'মা' আ চুকরাই সিরবারীয়' সীলাই মানু।

ফুনুকমানি :

সিনবীনাই (উভয়লিঙ্গ)	সিনচিলা (পুংলিঙ্গ)	সিনবারাই (স্ত্রীলিঙ্গ)
তক (মোরগ)	তকলা (পুং মোরগ)	তকমা (স্ত্রী মোরগ)
সাই (কুকুর)	সাইলা (পুং কুকুর)	সাইমা (স্ত্রী কুকুর)

(জ) সাকাও ফুরচাজাক রাচিদা রগন' কারাই ওচিব কাঁতাল রাচিদা কিচাসীক তংগ। আব রগন' তোবা ফুনুকজাগগ্যা।

সিনবীনাই (উভয়লিঙ্গ)	সিনচিলা (পুংলিঙ্গ)	সিনবারাই (স্ত্রীলিঙ্গ)
পুন	পুনজুড়া	পুনজীক
তাক	তাকজীলা	তাকমা
সা	সাজীলা	সাজীক / সাজীকমা

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। সির তামন' হীন ? সির কালবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুকমানি ফুনুগাই সীয়দি।

২। সিরচীলা তামন' হীন ? সিরচীলা থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৩। সিরবীরীয় তামন' হীন ? সিরবীরীয় থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৪। সিরনীনীয় তামন' হীন ? সিরনীনীয় থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৫। সিরকীরাই তামন' হীন ? সিরকীরাই থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৬। সির সীলাইদি :

থুরুক	মীখরাসা	মীসাইজীক
কসমতি	করম'রায়	কীচাক
সাইলা	তক	পুনজীক
উাকজীলা	সাজীক	সিকলি

৭। তলাঅ সীয়জাক ককথাইরগ বীমতীই দালনি সির সীয়দি :

বুরা	রানদা	মীখরি
মামা	কাকি	মাযুঙ
করায়	তাখুম	আমিঙবীরীয়
ফা	তাখুক	বীরীয়
ফাযুঙ	সায়	মারে

বেদেক উলবীরীয় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

খরাঙ মানজু (সন্ধি)

অন্বয় জনিত বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। ককবরকে সর্বদাই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলন ঘটে না, কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলন ঘটে, কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনি লোপ পায়, আবার কখনও বা সম্পূর্ণ নতুন ধ্বনির আগমন ঘটে। তাই ককবরকে সন্ধিকে বলা হইয়াছে খরাঙ মানজু। 'খরাঙ' শব্দের অর্থ ধ্বনি, আর 'মানজু' শব্দের অর্থ মিলন।

খরাঙ মানজু — কক্‌থাই থাইনীয়নি গানাগিনি তঙনাই খরাঙ কীথাউই সীয়থাই জুদা আমন' হিনু খরাঙ মানজু।

নিম্নে ককবরক সন্ধির কতগুলি নিয়ম আলোচনা করা হইল ঃ

১। ককবরকে পূর্ববর্তী শব্দটির শেষ বর্ণটি যদি 'ক' হয় ও পরবর্তী শব্দটির বা প্রত্যয়টির প্রথম বর্ণটি যদি 'অ' হয় এই ক্ষেত্রে 'ক' অক্ষরটি 'গ' হইয়া যায় এবং গ-এর শেষে 'অ' এর উপস্থিতি বুঝাইবার জন্য 'অ' এর প্রাথমিক চিহ্ন (') বসে। যথা —

অক + অ = অগ',	রুতুক + অ = রুতুগ',
নক + অ = নগ',	বুখুক + অ = বুখুগ',
মক + অ = মগ',	মীরীক + অ = মীরীগ',
নুক + অ = নুগ',	কবক + অ = কবগ'
চাক + অ = চাগ'	বহক + অ = বহগ'

২। পূর্ববর্তী শব্দ বা শব্দাংশের শেষ বর্ণটি 'ক' হইলে খরাঙ মানজু-র ক্ষেত্রে 'ক' বর্ণটি 'গ' হয়। যথা —

ফুনুক + দি = ফুনুগদি,	খীলায় + জাক + খা = খীলায়জাগখা,
রুতুক + নাই = রুতুগনাই,	ফুনুক + জাক + খা = ফুনুগজাগখা,
নায়তুক + আনী = নায়তুগানী,	মীরীক + জাক + খা = মীরীগজাগখা,
হাচুক + সা = হাচুগসা,	বাথাক + জাক + খা = বাথাগজাগখা,

আচুক + মি = আচুমী, [illegible]

৩। পূর্ববর্তী শব্দের শেষে 'প' বর্ণ থাকিলে এবং উহার সহিত 'অ' যুক্ত হইলে 'প' বর্ণটি 'ব' হয় এবং 'অ' এর উপস্থিতি বুঝাইবার জন্য অ এর প্রাথমিক চিহ্ন (') বসে।

বাঁচাপ + অ = বাঁচাব' হালাপ + অ = হালাব'

ককলপ + অ = ককলব' সীকীরীপ + অ = সীকীরীব'

খাকীলাপ + অ = খাকীলাব' ককচাপ + অ = ককচাব'

যাকীলাপ + অ = যাকীলাব' বীলাপ + অ = বীলাব'

বীকীলাপ + অ = বীকীলাব' মুথুপ + অ =মুথুব'

৪। পূর্ববর্তী শব্দের শেষ বর্ণটি 'প' হইলে উহার সহিত প্রত্যয় বা বিভক্তি বা কালের চিহ্ন যুক্ত হইলে 'প' বর্ণটি 'ব' হয়। যথা —

খলপ + জাক= খলবজাক হাপ + দি = হাবদি

রাঁচাপ + নাই = রাঁচাবনাই চাপ + খা = চাবখা

হালাপ + দি = হালাবদি সুখুরুপ + আঁই = সুখুরুবাঁই

৫। পূর্ববর্তী শব্দের শেষে 'ং' অথবা 'ঙ' থাকিলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথমে 'অ' 'আ' 'উ' বা 'আঁ' থাকিলে সন্ধির সময় একটি 'গ' এর আগমন ঘটে । যথা —

কাঁচাং + অ = কাঁচাংগ তঙ + আনী = তঙগানী

বাঁতাং + অ = বাঁতাংগ নীং + অ = নীংগ

তাঙ + আনী = তাঙগানী চীং + অ = চীংগ

থাং + আঁই = থাংগাঁই বাং + আঁই = বাংগাঁই

৬। ককবরক সন্ধির ক্ষেত্রে কখনও কখনও প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ বা পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ লোপ পায়। যথা —

সাঁই + চীলা = সাঁইলা আনি + চাঁই = আচাঁই

উা + বছর = উাথর মায় + মুই = মামুই

সম + মস' = সমস' আনি + মা = আমা

বসয় + বুদুক = বসয়দুক মীখরা + বাঁসা = মীখরাসা

[illegible] ককবরক সন্ধিতে কখনও কখনও প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ ও পরবর্তী শব্দের প্রথম [illegible] লোপ পায়। যথা

[illegible] = [illegible]   পুন + বুমা = পুমা

[illegible] = [illegible]   তক + বাহান = তহান

[illegible] = [illegible]   উানি + বখক = উাখক

[illegible] ককবরক সন্ধিতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য কখনও কখনও পরবর্তী শব্দের প্রথম [illegible] হয়। যথা —

[illegible] + চৗলা = বাসজৗলা   সাঁই + চৗলা = সাইজৗলা

আঙ্ক + বাঁসা + চৗলা = আঙ্কসাজৗলা   নীঙ + বৗসা + চৗলা = নীঙসাজৗলা

[illegible] ককবরক সন্ধিতে কখনও কখনও উভয় শব্দেরই সম্পূর্ণ অংশ বিদ্যমান থাকে। যথা —

মুগলি + জৗক = মুগলিজৗক   বৗসা + জৗক = বৗসাজৗক

তিপ্রা + জৗক = তিপ্রাজৗক   সা + কৗরাক = সাকৗরাক

রাঙ + কৗনাঙ = রাঙকৗনাঙ   আ + কৗরান = আকৗরান

কুউই + ফাঙ = কুউইফাঙ   লাই + ফাঙ = লাইফাঙ

১০ অন্যান্য নিয়মযুক্ত ককবরক সন্ধি ঃ

হিক + সাই + কৗনৗয় = হিসাগনৗয়   রিনি + হানক + জৗক = বাহানজৗক,

ম + সা + কৗনৗয় = মাসাগনৗয়   নিনি + হানক + জৗক = নাহানজৗক।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। খরাঙ মানজু তামন' হীন ? খরাঙ মানজুনি রাইদা কাইথামন' ফুনুকমারি রাই সীয়দি।

২। খরাঙ মানজুদি :

অক + অ =	নক + অ =	বুখুক + অ =
মক + অ =	মীরীক + অ =	চীক + অ =
বহক + অ =	বীসা + চীলা =	রুতুক + নাই =
রীচাপ + নাই =	নায়তুক + আনী =	সাই + চীলা =
আনি + চীই =	উা + বছর =	মায় + মুই =
পুন + বাহান =	পুন + বুমা =	উাক + বাহান =
তক + বাহান =	তক + বথপ =	উানি + বখক =

বেদেক উনবা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

তাঙহালক বায় সিনিমারি (কারক ও বিভক্তি)

. কোন বাক্যে মুন্ডরীক বা মুঙসীলাই এর সহিত খীলায়-এর যে সম্বন্ধ, তাহাকে বলা হ তাঙহালক বা কারক।

তাঙহালক — ককবীতাংগ মুঙরীক এবা মুঙসাই বাই খীলাইনি হালকন হিন' তাঙহালক

দালবেরেম (প্রকারভেদ)

১) তাঙফাঙ তাঙহালক (কর্তৃ কারক)
২) তাঙজাকনাই তাঙহালক (কর্ম কারক)
৩) তাঙমানীয় তাঙহালক (করণ কারক)
৪) তাঙয়াকচু তাঙহালক (সম্প্রদান কারক)
৫) তাঙমুক তাঙহালক (অপাদান কারক)
৬) তাঙনিকুমা তাঙহালক (অধিকরণ কারক)

১। **তাঙফাঙ তাঙহালক :** বাক্যে যে মুঙরীক বা মুঙসীলাই ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহা বলা হয় তাঙফাঙ তাঙহালক বা কর্তৃ কারক।

তাঙফাঙ তাঙহালক — ককবীতাংগ খীলাই বাই তাঙফাঙ কীরীঙলাইজাক তাঙহালকন হি তাঙফাঙ তাঙহালক। ফুনকমারি—

ক) বিমল পরিঅ — বিমল পড়ে।

খ) চীঙ মায় চাবায়খা — আমরা ভাত খাইয়াছি।

উপরে প্রথম বাক্যে 'বিমল', পরি (পড়া) ক্রিয়াটি এবং দ্বিতীয় বাক্যে, 'চীঙ' চা (খাও ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং 'বিমল' এবং 'চীঙ' শব্দ দুটিই তাঙফাঙ তাঙহাল

২। **তাঙজাকনাই তাঙহালক :** 'তাঙফাঙ' যে সকল ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে অবল করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাহাকে বলা হয় তাঙজাকনাই তাঙহালক বা কর্ম কারক

তাঙজাগনাই তাঙহালক — ককবীতাংগ খীলাই বাই তাঙজাগনাই কীরীঙলাইজাক তাঙহালকন হিন' তাঙজাগনাই তাঙহালক। ফুনকমারি—

ক) মুসুক আদা চায় — গরু ঘাস খায়।

খ) আফা বিখি ফালী — আমার বাবা ঔষধ বিক্রি করেন।

উপরে প্রথম বাক্যে **তাঙফাঙ, মুসুক আদা** (ঘাস) কে অবলম্বন করিয়া এবং দ্বিতীয় বাক্যে **তাঙফাঙ, আফা** (আমার বাবা), **বিখি** (ঔষধ) কে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে। সুতরাং **'আদা'** এবং **'বিখি'** এখানে **তাঙজাকনাই তাঙহালক।**

৩। **তাঙমানীয় তাঙহালক ঃ তাঙফাঙ** যাহার দ্বারা বা যাহার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে বলা **হয়তাঙমানীয় তাঙহালক** বা করণ কারক।

তাঙমানাই তাঙহালক — ককবীতাংগ খীলাই বাই তাঙমানাই কীরীঙলাইজাক তাঙহালকন হিন' তাঙমানাই তাঙহালক। ফুনকমারি—

ক) কসমরায় **লাথা** বায় চিবুক বুথারখা — কসমরায় **লাঠি** দ্বারা সাপ মরিয়াছে।

খ) চাঁঙ **য়াকুঙ** বায় হিম' — আমরা **পা** দিয়া হাঁটি।

উপরে প্রথম বাক্যে **কসমরায় (তাঙফাঙ) 'লাথা (লাঠি)'** দ্বারা সাপটি মারিয়াছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে **চাঁঙ** (আমরা) **'য়াকুঙ** (পা)' দ্বারা হাঁটা ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেছি। সুতরাং **'লাথা'** এবং **'য়াকুঙ'** এখানে তাঙমানীয় তাঙহালক।

৪। **তাঙয়াক্চু তাঙহালক ঃ** কোন বস্তু দানের পাত্রকে বা কোন কিছুর দান গ্রহণকারীকে বলা হয় তাঙয়াক্চু তাঙহালক বা সম্প্রদান কারক।

তাঙয়াক্চু তাঙহালক — ককবীতাংগ খীলাই বাই তাঙয়াক্চু কীরীঙলাইজাক তাঙহালকন হিন' তাঙয়াক্চু তাঙহালক। ফুনকমারি—

ক) **রাঙকীরীইরগন** রাঙ রীদি — **অর্থহীনদের** অর্থ দান কর।

খ) **বিরনাইন** মায়রুঙ রীদি — **ভিখারীকে** ভিক্ষা দাও।

উপরে প্রথম বাক্যে দান গ্রহণকারী **রাঙকরীইরগ** (অর্থহীনরা) এবং দ্বিতীয় বাক্যে দান গ্রহণকারী **বিরনাই** (ভিখারী)। সুতরাং **'রাঙকীরীইরগ'** এবং **'বিরনাই'** এখানে **তাঙয়াক্চু তাঙহালক** বা সম্প্রদান কারক।

৫। **তাঙমুক তাঙহালক ঃ** যাহা হইতে কোন বস্তু বা কোন কিছু উৎপন্ন, মুক্ত, ভীত, রক্ষিত,

গৃহীত, পতিত ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে বলা হয় **তাঙমুক তাঙহালক** বা অপাদান কারক।
তাঙমুক তাঙহালক — ককবীতাংগ খীলাই বাই তাঙমুক কীরী জ্লাইজাক তাঙহালকন তাঙমুক তাঙহালক হিন'। ফুনকমারি—

ক) <u>**সিপিঙনি**</u> থক মানথগ' — <u>তিল হইতে</u> তৈল পাওয়া যায়।

খ) <u>**বুফাঙনি**</u> বীথাই কীলায়খা — <u>গাছ হইতে</u> ফল পড়ল।

উপরে বাক্যগুলির প্রথম বাক্যে দেখা যায় যে, সিপিঙ (তিল) হইতে **থক** (তৈল) উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে **বুফাঙ** (গাছ) হইতে **বীথাই** (ফল) পতিত হইয়াছে। সুতরাং **'সিপিঙ'** এবং **'বুফাঙ'** এখানে **তাঙমুক তাঙহালক** বা অপাদান কারক।

৬। **তাঙনিকুমা তাঙহালক:** ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার আধার (স্থান, কাল, পাত্র)-কে বলা হয় তাঙনিকুমা তাঙহালক বা অধিকরণ কারক।
তাঙনিকুমা তাঙহালক — ককবীতাংগ খীলাই বাই তাঙনিকুমা কীরী জ্লাইজাক তাঙহালকন হিন' তাঙনিকুমা তাঙহালক। ফুনকমারি—

ক) <u>**তীয়'**</u> আ তঙবায়ী — জলে মাছ থাকে।

খ) <u>**বলঙগ**</u> মীসা তঙবায়ী — বনে বাঘ থাকে।

উপরে প্রথম বাক্যে 'আ (মাছ)' থাকার স্থান 'তীয় (জল)', আর দ্বিতীয় বাক্যে 'মীসা (বাঘ)' থাকার স্থান '**বলঙ** (বন)'। সুতরাং '**তীয়**' এবং '**বলঙ**' **তাঙনিকুমা তাঙহালক** বা অধিকরণ কারক।

সিনিমারি (বিভক্তি)

যে সমস্ত চিহ্নের দ্বারা **মুঙরীক** বা **মুঙসীনাই**-এর সহিত **খীলায়**-এর সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তাহাকে বলা হয় **সিনিমরি** বা বিভক্তি।
সিনিমরি — ককথাই বাই খেপাজাগীই এবা ককথাইনি উল' যাচুগীই মুঙরীক এবা মুঙস্রাই বাই খীলায়ন' সিনি রীনাই মারিন' হিনু সিনিমারি।

ককবরকে সিনিমারি ছয় প্রকার। যথা —

১) **'বুকচা' সিনিমারি ('শূন্য' বিভক্তি)**

২) **'ন' সিনিমারি ('কে' বিভক্তি)**

৩। 'বাই' সিনিমারি ('দ্বারা' বিভক্তি)

৪। 'নি' সিনিমারি ('র' বা 'এর' বিভক্তি)

৫। 'নি সিনি' সিনিমারি ('হইতে' বা 'থেকে' বিভক্তি)

৬। 'অ' সিনিমারি ('য়'-এ বা 'তে' বিভক্তি)

১। **'বুকচা' সিনিমারি ঃ** বাংলা শব্দের 'শূন্য' বিভক্তির জন্য ককবরকে 'বুকচা' সিনিমারি হয়। বুকচা কথাটির বাংলা অর্থ 'শূন্য'। সাধারণতঃ তাঙফাঙ তাঙহালক-এ 'বুকচা' সিনিমারি হয়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	**সীকবাং (বহুবচন)**
বিমল + বুকচা = বিমল	বিমল + সঙ = বিমলসঙ
(বিমল + শূন্য = বিমল)	(বিমল + এরা = বিমলেরা)
চেরাই + বুকচা = চেরাই	চেরাই + রগ = চেরাইরগ
(শিশু + শূন্য = শিশু)	(শিশু + রা = শিশুরা)

ককবীতাঙগ খেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা (একবচন) ঃ বিমল হিম' — বিমল হাঁটে।

সীকবাঙ (বহুবচন) ঃ বিমলসঙ হিমলাইঅ — বিমলেরা হাঁটে।

সীকসা (একবচন) ঃ চেরাই দুদ নীঙগ' — শিশু দুধ পান করে।

সীকবাঙ (বহুবচন) ঃ চেরাইরগ দুদ নীঙলাইঅ — শিশুরা দুধ পান করে।

সিখাই (জ্ঞাতব্য) ঃ পরস্পর একই সঙ্গে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ধাতুর সঙ্গে 'লাই' বা 'জীলাই' বসিয়া পরে প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসিবে।

২। **'ন' সিনিমারি ঃ** বাংলায় 'কে' বিভক্তির জন্য ককবরকে 'ন' সিনিমারি হয়। সাধারণতঃ তাঙজাকনাই তাঙহালক ও তাঙয়াকচু তাঙহালক-এ 'ন' সিনিমারি হয়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	**সীকবাঙ (বহুবচন)**
কসমতি + ন = কসমতিন	কসমতি + সঙন = কসমতিসঙন
(কসমতি + কে = কসমতিকে)	(কসমতি + দিগকে = কসমতিদিগকে)
চেরাই + ন = চেরাইন	চেরাই + রগন = চেরাইরগন
(শিশু + কে = শিশুকে)	(শিশু + দেরকে = শিশুদেরকে)

ককবীতাঙগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা ঃ [illegible] বাই [illegible] টাকা [illegible] — কর্মচারিকে এক টাকা দিয়াছে।

সীকবাঙ ঃ [illegible] বাই [illegible] টাকা [illegible] — কর্মচারী বা কর্মচারিগণকে কিছু টাকা দিয়াছে।

সীকসা ঃ চেরাইনি চাখাই রাদি — শিশুকে খাবার দাও।

সীকবাঙ ঃ চেরাইরগনি চাখাই রাদি — শিশুদেরকে খাবার দাও।

৩। 'বায়' সিনিমারি ঃ বাংলায় 'দ্বারা', 'দিয়া', 'কর্তৃক' ইত্যাদির জন্য ককবরকে 'বায়' সিনিমারি হয়। সাধারণতঃ তাঙমানীয় তাঙহালক-এ 'বায়' সিনিমারি হয়। যেমন—

সীকসা (একবচন)	সীকবাঙ (বহুবচন)
বিমল + বায় = বিমল বায়	বিমলসঙ + বায় = বিমলসঙ বায়
(বিমল + কর্তৃক = বিমল কর্তৃক)	(বিমলদিগের + কর্তৃক = বিমলদিগের কর্তৃক)
চেরাই + বায় = চেরাই বায়	চেরাইরগ + বায় = চেরাইরগ বায়
(শিশু + দ্বারা = শিশু দ্বারা)	(শিশুদের + দ্বারা = শিশুদের দ্বারা)

ককবীতাঙগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা ঃ বিমল বায় অ সামুঙ ঔঙগ্রাক — বিমলের দ্বারা এই কাজ হইবে না।

সীকবাঙ ঃ বিমলসঙ বায় অ সামুঙ ঔঙগ্রাক — বিমলদের দ্বারা এই কাজ হইবে না।

সীকসা ঃ চেরাই বায় অ সামুঙ ঔঙগ্রাক — শিশু দ্বারা এই কাজ হইবে না।

সীকবাঙ ঃ চেরাইরগ বায় অ সামুঙ ঔঙগ্রাক — শিশুদের দ্বারা এই কাজ হইবে না।

৪। 'নি' সিনিমারি ঃ বাংলায় 'র' বা 'এর' বিভক্তির জন্য ককবরকে 'নি' সিনিমারি হয়। সাধারণতঃ ককহালক বা সম্বন্ধ পদে এই বিভক্তির অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
বিমল + নি = বিমলনি	বিমল + সঙনি = বিমলসঙনি)
(বিমল + এর = বিমলের)	(বিমল + দিগের = বিমলদিগের)
চেরাই + নি = চেরাইনি	চেরাই + রগনি = চেরাইরগনি
(শিশু + র = শিশুর)	(শিশু + দের = শিশুদের)

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা ঃ ম' বিমলনি য়াক — এটি বিমলের হাত।

সীকবাঙ ঃ অমরগ বিমলসঙনি পুথি — এগুলি বিমলদের বই।

সীকসা : ম' চেরাইনি খরাঙ — এটি শিশুর কণ্ঠস্বর।

সীকবাঙ : ম' চেরাইরগনি কাবমুঙ — এটি শিশুদের কান্না।

৫। 'নি সিমি' সিনিমারি : বাংলায় 'হইতে', 'থেকে' ইত্যাদি বিভক্তির জন্য ককবরকে 'নি সিমি' হয়। সাধারণতঃ তাঙমুক তাঙহালক-এ 'নি সিমি' সিনিমারি হয়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
খুমুলীঙ + নি সিমি = খুমুলীঙনি সিমি	চীলারগ + নি সিমি = চীলারগনি সিমি
(খুমুলীঙ + থেকে = খুমুলুঙ থেকে)	(ছেলেদের + কাছ থেকে = ছেলেদের থেকে)
চেরাই + নি সিমি = চেরাইনি সিমি	চেরাইরগ+নি সিমি = চেরাইরগনি সিমি
(শিশুটি + থেকে = শিশুটি থেকে)	(শিশুদের + থেকে = শিশুদের থেকে)

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) :

সীকসা : খুমুলীঙনি সিমি বীসীক চাল — খুমুলুঙ থেকে কত দূর ?

সীকবাঙ : চীলারগনি সিমি বীসীক চাল — ছেলেদের নিকট হইতে কত দূর ?

সীকসা : ফুঙনি সিমি উাতীয় উাই তঙগ— সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে।

সীকবাঙ : বরগনি সিমি বীসীক চাল — তাহাদের নিকট হইতে কত দূর ?

৬। 'অ' সিনিমারি : বাংলায় 'য়', 'এ', 'তে', 'এতে' ইত্যাদির জন্য ককবরকে 'অ' সিনিমারি হয়। সাধারণতঃ তাঙনিকুমা তাঙহালক-এ 'অ' সিনিমারি হয়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
বুফাঙ + অ = বুফাঙগ	বুফাঙরগ + অ = বুফাঙরগ'
(গাছ + এ = গাছে)	(গাছগুলি + তে = গাছগুলিতে)
নক+ অ = নগ'	নকরগ + অ = নকরগ'
(বাড়ী + তে= বাড়ীতে)	(বাড়ীগুলি + তে = বাড়ীগুলিতে)

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) :

সীকসা : বুফাঙগ বীথাই থাইঅ — গাছে ফল ধরে।

সীকবাং : অ বুফাঙরগ' বীথাই তঙগ — এই গুছগুলিতে ফল আছে।

সীকসা : অ নগ' বরক তঙগ — এই বাড়ীতে লোক আছে।

সীকবাং : অ নকরগ' চুউাবাক মানথগ' — এই বাড়ীগুলিতে মদ পাওয়া যায় ।

ককহালক : বাংলায় সম্বন্ধ পদকে ককবরকে বলা হয় ককহালক। ককহালক এ সাধারণত 'নি সিনিমারি' হয় । যেমন —

ক) আনি কিচিং — আমার বন্ধু ।

খ) রামনি বুমা — রামের মা ।

গ) মকলনি বেমার — চোখের রোগ। আকরগ।

ককখুমুঙ : বাংলা 'সম্বোধন পদকে' ককবরকে ককখুমুঙ বলা হয় । এই পদের সহিত বাক্যের অন্যান্য পদের কোন সম্বন্ধ থাকে না । কেমল মাত্র কাউকে সম্বোধন করার জন্য এই পদের ব্যবহারর লক্ষ্য করা যায় । যেমন —

আমা, আন মীথাঙজাবাদি — মা, আমাকে রক্ষা কর ।

তাখুকরগ, য়াং ফায়গ্রাদি — ভ্রাতাগণ, এইদিকে আইস ।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। তাঙহালক তামন' হীন ? তাঙহালক দালবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

২। তাঙফাঙ তাঙহালকতামন' হীন ? তাঙফাঙ তাঙহালক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৩। তাঙজাকনাই তাঙহালক তামন' হীন ? তাঙজাকিনাই তাঙহালক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৪। তাঙমানীয় তাঙহালকতামন' হীন ? তাঙমানীয় তাঙহালক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৫। তাঙয়াকচু তাঙহালক তামন' হীন ? তাঙয়াকচু তাঙহালক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৬। তাঙমুক তাঙহালক তামন' হীন ? তাঙমুক তাঙহালক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৭। তাঙনিকুমা তাঙহালক তামন' হীন ? তাঙনিকুমা তাঙহালক থেপাউই ককবীতাং তাংনীয় সীয়দি।

৮। সিনিমারি তামন' হীন ? সিনিমারি দালবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগীই সীয়দি।

৯। তলাঅ মারি রিকজাক ককথাই রগনি তাঙহালক তাই সিনিমারি সীয়দি।

ক) চীঙ মায় চাবায়খা।

খ) মুসুক আদা চাঅ।

গ) কসমরায় লাথা বায় চিবুক বুথারখা।

ঘ) বিরনাইন মায়রুঙ রীদি।

ঙ) সিপিঙনি থক মানথগ'।

চ) বলঙগ মীসা তঙবায়ী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বীথাক উলদক

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

উাসা বায় উাসাম (উপসর্গ ও অনুসর্গ)
[Prefixes and Post-positions]

উাসা (উপসর্গ) : যে সকল অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া তাহাদের অর্থান্তর ঘটায়, তাহাদিগকে বলে উাসা বা উপসর্গ।

উাসা — ককথাই ক্রাজল সীনামনা বাগাঁই ককথাই এবা ককচৗলাইরগনি সীকাঙগ থেপাজাগনাই সীয়থাই এবা সীয়থাইরগন হিন' উাসা।

ককবরকে উপসর্গ বা উাসা হইল পাঁচটি। আর সেগুলি হইল— ক, ফ, ব, ম এবং স।

ককবরকে ক্রিয়ামূলের সহিত 'ক' উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ সাধারণতঃ বিশেষণ এবং ম, স, ও ফ উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ সাধারণতঃ ক্রিয়া এবং ব উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ সাধারণতঃ বিশেষ্য হয়। যদিও এর ব্যাতিক্রম রহিয়াছে।

এই উপসর্গগুলি ক্রিয়ামূলের সহিত যুক্ত হইবার সময় ক্রিয়ামূলের প্রথম স্বরধ্বনিটি (পুঙমুঙ সারি) সংশ্লিষ্ট উপসর্গটির সহিত যুক্ত হইয়া যায়। যেমন —

ক + লের (দেরী হওয়া) = কেলের (দীর্ঘসূত্রী),

ম + সি (ভিজে যাওয়া) = মিসি (ভিজানো)

ক + হাম (ভাল হওয়া) = কাহাম (ভাল)।

এইখানে 'লর (দেরী হওয়া)' ক্রিয়ামূলটির প্রথম স্বরধ্বনি 'এ', 'ক' উপসর্গটির সহিত যুক্ত হইয়া 'কে' হইয়াছে। তাই ' লের ' এর সহিত 'ক' যুক্ত হইয়া 'কেলের' হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে 'ম' উপসর্গটি 'সি (ভিজে যাওয়া)' ক্রিয়ামূলের পূর্বে যুক্ত হইবার সময় 'সি' ব 'ই' স্বরধ্বনিটি 'ম'- এর সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই জন্যহ 'ম+ সি = মিসি' হইয়াছে।-

বিভিন্ন উপসর্গ সহযোগে নূতন নূতন শব্দ গঠনের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল —

১) ক- উপসর্গযোগে গঠিত বিশেষণ

ভাসা (উপসর্গ) + ককটীলীহ (ক্রিয়ামূল) = নূতন শব্দ (বিশেষণ)

ক + কই (বেঁকে যাওয়া) = ককই (বাঁকা)
ক + খন (ঘুরে আসা) = কখন (দীর্ঘ/ ঘুরপথযুক্ত)
ক + তর (বড় হওয়া) = কতর (বড়)
ক + থক (স্বাদ হওয়া) = কথক (সুস্বাদু)
ক + দ (তাড়াতাড়ি করা) = কদ (দ্রুত করে এমন)
ক + ফন (জীর্ণ হওয়া) = কফন (জীর্ণ)
ক + বর (উন্মাদ হওয়া) = কবর (পাগল)
ক + লক (দীর্ঘ হওয়া) = কলক (দীর্ঘ)
ক + সক (পঁচে যাওয়া) = কসক (পঁচা)
ক + সম (কাল হওয়া) = কসম (কাল)
ক + হাম (ভাল হওয়া) = কাহাম (ভাল)
ক + চাক (লাল হওয়া) = কাচাক/ কৗচাক (লাল)
ক + সি (ভিজে যাওয়া) = কিসি (ভিজা)
ক + কুক (ছড়ে/ছোলে যাওয়া) = কুকুক (ছড়ে গেছে এমন)
ক + চুক (উঁচু হওয়া) = কুচুক (উঁচু)
ক + তুক (কঠিন হওয়া) = কুতুক (কঠিন)
ক + তুঙ (গরম হওয়া) = কুতুঙ (গরম)
ক + থুক (গভীর হওয়া) = কুথুক (গভীর)
ক + ফুঙ (মোটা হওয়া) = কুফুঙ (মোটা)
ক + ফুর (সাদা হওয়া) = কুফুর (সাদা)
ক + চেন (পরাজিত হওয়া) = কেচেন (পরাজিত)
ক + ফেক (মাতাল হওয়া) = কেফেক (মাতাল)
ক + খেক (হেলে যাওয়া) = কেখেক (হেলানো)
ক + লের (দেরী হওয়া) = কেলের (দীর্ঘসূত্রী)
ক + সেং (ফাঁক ফাঁক হওয়া) = কেসেং (ফাঁক ফাঁক, পাতলা)

ব্যাতিক্রম ঃ

ক + খা (তেতো লাগা) = কীখা (তেতো)

ক + খাই (টক হওয়া) = কীখাই (টক)

ক + খাম (পুড়ে যাওয়া) = কীখাম (পোড়া)

ক + চাঙ (ঠান্ডা হওয়া) = কীচাঙ (ঠান্ডা)

ক + রাক (কঠিন হওয়া) = কীরাক (কঠিন, শক্ত)

ক + রীঙ (জানা) = কীরীঙ (শিক্ষিত)

ক + বাঙ (বেশী হওয়া) = কীবাঙ (বেশী)

ক + বাই (ভেঙে যাওয়া) = কীবাই (ভাঙ্গা)

২) ফ-উপসর্গ যোগে গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়া

ভাসা (উপসর্গ) + ককটীলীহ (ক্রিয়ামূল) = নূতন শব্দ (ক্রিয়া)

ফ + লক (দীর্ঘ হওয়া) = ফলক (প্রসারিত করা)

ফ + য়ক (মুক্ত হওয়া) = ফিয়ক (মুক্ত করা, ছাড়া)

ফ + নুক (দেখতে পাওয়া = ফুনুক (দেখানো)

ফ + উার (চওড়া হওয়া) = ফুউার (প্রশস্ত / চওড়া করা)

ফ + নাঙ (লাগা) = পীনাঙ (লাগানো)

ফ + রীঙ (জানা, শিক্ষা) = ফীরীঙ (শেখানো)

ফ + রাম (শুকিয়ে যাওয়া) = ফীরান (শুরানো)

৩) ব- উপসর্গ সহযোগে গঠিত বিভিন্ন শব্দাবলী ঃ-

ভাসা (উপসর্গ) + থাইচীলীহ (শব্দমূল) = নূতন শব্দ (বিশেষ্য)

ব + লাই (পাতা) = বীলাই (পাতা)

ব + খরক (মাথা) = বখরক (মাথা)

ব + কুঙ (নাক) = বুকুঙ (নাক)

৪) ম - উপসর্গ সহযোগে গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়া

ভাসা (উপসর্গ) + ককটীলীহ (ক্রিয়ামূল) = নূতন শব্দ (ক্রিয়া)

ম + কঙ (নত হওয়া) = মকঙ>মখঙ (মত করা, বাঁকা করা)

ম + সি (ভিজে যাওয়া) = মিসি (ভিজানো)

ম	+	থু (ঘুমানো)	=	মুথু (ঘুম পাড়ানো)
ম	+	চেন (পরাজিত হওয়া)	=	মেচেন (পরাজিত করা)
ম	+	থাঙ (বাঁচা)	=	মীথাঙ (বাঁচানো)
ম	+	থাক (থেমে যাওয়া)	=	মীথাক (থামানো)
ম	+	থীঙ (খেলা করা)	=	মীথীঙ (খেলতে দেওয়া)
ম	+	থীই (মরে যাওয়া)	=	মীথীই (মেরে ফেলা)
ম	+	চীং (জ্বলা)	=	মীচীং >মীসীং (জ্বালানো)
ম	+	মুন (পাকা)	=	মুমুন >মুফুন (পাকানো)

৫) স - উপসর্গ সহযোগে গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়া

উাসা (উপসর্গ) +**কক্চীলীহ** (ক্রিয়ামূল) = নূতন শব্দ (ক্রিয়া)

স (উপসর্গ) + **কক্চীলীহ** (ক্রিয়ামূল) = ক্রিয়া (নূতন শব্দ)

স	+	কক (বের হওয়া, খুলে যাওয়া)	=	সকক (বের করে আনা)
স	+	কিরি (ভয় পাওয়া)	=	সিকিরি (ভয় দেখানো)
স	+	পুঙ (পূর্ণ / ভর্তি হওয়া)	=	সুপুঙ (পূর্ণভর্তি করা)
স	+	পেঙ (সোজা হওয়া)	=	সেপেঙ (সোজা করা)
স	+	কীমা (হারিয়ে যাওয়া)	=	সীকীমা (হারিয়ে ফেলা)
স	+	কীলীক (ডুবে যাওয়া)	=	সীকীলীক (ডুবানো)
স	+	কাক (বিচ্ছিন্ন হওয়া)	=	সীকাক (বিচ্ছিন্ন করা)
স	+	বাই (ভেঙ্গে যাওয়া)	=	সীবাই (ভেঙ্গে ফেলা)
স	+	রীঙ (জানা, শিক্ষা)	=	সীরীঙ (শেখা)

উপসর্গ বা উাসাগুলির নিজস্ব কোন অর্থ থাকে না। এগুলির কাজ হইল নূতন নূতন শব্দ গঠন। তাহাছাড়া যেসব ক্রিয়ামূল শব্দমূলের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে সেইসব ক্রিয়ামূলের অর্থের সঙ্গে গঠিত নূতন শব্দের অর্থের মিল থাকে।

উাসাম (অনুসর্গ)ঃ যে- সকল অর্থপূর্ণ শব্দ মুঙসীলীই-এর পরে বসিয়া উহাদের সঙ্গে বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য পদের সম্পর্ক স্থাপন করে ও সিনিমারি (বিভক্তি) নির্দেশ করে তাহাদের বলে উাসাম বা অনুসর্গ।

উাসাম — মুঙরীক, মুঙসীলাই এবা গরননি উলত্রপ আচুগীই ককবীতাংনি জুদা জুদা ককবাকরগনি বিসিং হালক বনাই তাই সাহিচুঙ তঙফরু-ব বাইথাঙনি ককমাঙ কীমায়া তঙরীগনাই ককথাইরগন হিন' উাসাম।

ককবরকে বহুল ব্যবহৃত অনুসর্গ বা ডাসাম-গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ
বাই (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, সাথে, সঙ্গে, সনে), ফাইসিং (দিকে, অভিমুখে, প্রতি, …
খাখাক (দিকে,অভিমুখে, প্রতি, পানে),সীকাঙ (আগে, পূর্বে, প্রথমে), য়াখা (ছাড়া, …
বিনা), উকলগ (পাছে, পিছে, পিছু), হাই (ন্যায়, রকম, মতো, মতন), বের (…
বিসিং (ভিতর, ভিতরে, মাঝ, মাঝে-মধ্যে), সাকাঅ (উপরে), সাম' (নিকটে, কাছে/…
তলাঅ (নীচে), বাগীই (জন্য, নিমিত্ত, লাগিয়া), গানা (কাছে, নিকটে, পাশে), সী…
থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা), থানি (প্রতি, নিকট, কাছে)।

বীঙবীকমা (অনুশীলনী)

১। উাসা তামন' হীন ? উাসা কাইবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

২। উাসাম তামন' হীন ? উাসাম কাইবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৩। ক, ব, ব, ম তাই স উাসা থেপাউই কাইসা কাইসা ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি ।

৪। ককবরক উাসারগন (Prefix) থেপাউই (জেবা কাউক্রুইন) ককথাই থাইক্রুই সীয়াই আবরগবায় ককবীতাং সীনামদি।

৫। তলানি ককথাইরগনি উাসা (Prefix) সীকাগাই ফুনকদি ঃ

ককই	কথন	কতর
কথক	কবর	কলক
কীখা	কেলের	কীখাম
কীরাক	কীরীঙ	ফলক
ফিয়ক	ফুনুক	ফুডার
বীলাই	বখরক	বুকুঙ
মেচেন	মীথাক	মীথাই
সিকিরি	সুপুঙ	সেপেঙ
সীকীলীক	সীবাই	সীরীঙ

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ডাখীলাই (প্রত্যয়)

ধাতু - প্রকৃতির সহিত বা শব্দ -প্রকৃতির সহিত যে সকল বর্ণচিহ্ন যুক্ত হইয়া নতুন শব্দ বা ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাহাকে বলে **ডাখীলাই** বা প্রত্যয়।

ডাখীলাই — ককচৗলাই এবা থাইচৗলাইনি উলদ্রব' থেপাজাগাই ককথাই কীতাল সীনামনাই সীয়থাই এবা সীয়থাইরগন হিন' ডাখীলাই। ফুনুকমারি— থাং + খামুন = থাংখামুন। ককবরকে **ডাখীলাই** বা প্রত্যয় দুই প্রকার।

ক) খীলায় ডাখীলাই (ধাতু প্রত্যয়)

খ) ককথাই ডাখীলাই (শব্দ প্রত্যয়)

ক) খীলায় ডাখীলাই (ধাতু প্রত্যয়) : খীলায় (ধাতু) — এর সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নতুন শব্দ গঠন করিলে তাহাকে বলা হয় ধাতু প্রত্যয় বা খীলায় ডাখীলাই।

খীলায় ডাখীলাই — ককচৗলাইনি উলদ্রব' থেপাজাগাই ককথাই কীতাল সীনামনাই সীয়থাই এবা সীয়থাইরগন হিন' খীলায় ডাখীলাই। ফুনুকমারি— থাং + খামুন =থাংখামুন।

খ) ককথাই ডাখীলাই (শব্দ প্রত্যয়) : ককথাই (শব্দ)— এর সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নতুন শব্দ গঠন করিলে তাহাকে বলা হয় শব্দ প্রত্যয় বা ককথাই ডাখীলাই।

ককথাই ডাখীলাই — থাইচৗলাইনি উলদ্রব' থেপাজাগাই ককথাহ কীতাল সীনামনাই সীয়থাই এবা সীয়থাইরগন হিন' ককথাই ডাখীলাই।

ফুনুকমারি— রাঙ + গীনাঙ = রাঙগীনাঙ।

নীচে ককবরক ভাষায় বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখানো হইল :

১। 'খাই' / 'খে' / 'খীলায়' প্রত্যয়

ধাতুর সহিত **'ইলে'** প্রত্যয় যুক্ত হইয়া যে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়, এহ **'ইলে'** রূপটির জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত **'খাই' / 'খে' / 'খীলায়'** ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক) নীঙ পরিখাই আঙ পরিনাই — তুমি পড়িলে আমি পড়িব।

খ) আঙ থাংখে নীঙ থাংনাদে ? —আমি যাইলে তুমি যাইবে কি ?

ঘ) ব ফায়খৌলায় আঙ ফায়নাই — তিনি আসিলে আমি আসিব।

খৌলায়মা বা মুক্‌তীক বা মুক্‌সীনাই — এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া বুঝাইবার জনা মুক্‌তীক বা মুক্‌সীনাই — এর পরে 'খে, খাই' বসে। যেমন —

ক) ব থাই থাংগীলাক — সে যাইবে না।

খ) মনি বাগীইখে উনাজ্ঞাগগীলাক — উহার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।

গ) থাংনা খাই থাংদি — যাইতে হইলে যাও।

ঘ) চানানিখে চাদি — খাইতে হইলে্ খাও।

ক্রিয়ার ভাব বা অবস্থা বুঝাইবার জন্য ক্রিয়া বিশেষণটি ব্যবহৃত হয় উহার সহিত 'খাই'/ 'খে' / 'খৌলায়' বসে। যেমন —

ক) কল কলখাই হিমদি — ধীরে ধীরে হাঁট।

খ) সেরেক সেরেক খৌলায় সাদি — চুপি চুপি বল।

গ) বৌতাইখে রমখা — কিভাবে ধরিয়াছেন ?

ঘ) কৌতালখাই সালাইদি — নতুনভাবে আলোচনাকরিও।

২। 'উই' / 'আই' / 'ই' প্রত্যয়

ধাতুর সহিত 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া যে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়, এই 'ইয়া রূপটির জন্য কক্‌বরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'উই' / 'আই' / 'ই' ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক) 'অর', ফায়ই নায়দি — এখানে আসিয়া দেখ।

খ) নগ' থাংগাই পরিদি — বাড়ীতে গিয়া পড়।

গ) মায় চাই নায়দি — ভাত খাইয়া দেখ।

কোনও ক্রিয়া যাইয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত 'আ', 'উই ও 'ই' এবং পরে প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয। যেমন —

ক) নগ' চাইদি — বাড়ীতে গিয়া খাঁও

খ) আঙ রীঙনগ' পরিউইনাই — আমি বিদ্যালয়ে গিয়া পড়িব।

গ) বাজার' নায়াইদি — বাজারে গিয়া দেখ।

৩। 'খীলাই' প্রত্যয়

নীচের দিকে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা বা হওয়া বুঝাইলে ক্রিয়াপদের সহিত 'খীলাই' ও উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন

ক) খাংগ' নাইখীলাইদি — এইদিকে (নীচের দিকে) তাকাও।

খ) অবন খিরখীলাইদি — উহাকে (নীচের দিকে) ছুড়িয়া ফেল।

৪। 'গীরা' প্রত্যয়

সর্বাগ্রে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ক্রিয়াটির সহিত 'গীরা' এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) নীঙ পরিগীরাদি — তুমি আগে পড়।

খ) বন' সাগীরাদি — তাহাকে আগে বল।

গ) মান সাউইগীরাদি — মাকে আগে গিয়ে বল।

৫। 'গীরানা' প্রত্যয়

উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে কোন ক্রিয়া সম্পাদন 'করিয়া দেখি' করিয়া ফেলি, বা করিয়া লই, এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত 'গীরানা' বসে। যেমন —

ক) রীঙনগ' থাংগীরানা — আগে বিদ্যালয়ে যাই।

খ) আঙ বই পরিগীরানা — আমি আগে বই পড়িয়া লই।

গ) বল কিসা থুংগীরানা — আগে একটু বল খেলিয়া লই।

৬। 'খামু'/'খামুন' প্রত্যয়

বাংলায় কার্যকারণাত্মক বাক্যে অতীতেকালে হয়তো কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত 'খামু'/'খামুন' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) ব থাংখাই আঙ-ব থাংখামুন —তিনি যাইলে আমিও যাইতাম

খ) আঙ চাখে নীঙ-ব চাখামুন — আমি খাইলে তুমিও খাইতে।

গ) নীঙ পরিখাই ব পরিখামুন — তুমি পড়িলে সে পড়িত।

৭। 'গীলাকখামুন' প্রত্যয়

কার্যকারণাত্মক বাক্যে অতীতকালে সম্ভবতঃ কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত এইরূপ বুঝাইলে

ক্রিয়ার সহিত 'খামু' / 'খামুন' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) ব ফায়ফান' আঙ ফায় গীলাকখামুন — সে আসিলেও আমি আসিতাম না।

খ) আঙ নুগ গীলাকখামুন — আমি দেখিতাম না।

গ) নীঙ চাফান' ব চাগীলাকখামুন — আপনি খাইলেও তিনি খাইতেন না।

৮। 'গীলাকখা' প্রত্যয়

ভবিষ্যৎ কালে সম্ভবতঃ কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে না, এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়া মূলটির সহিত 'গীলাকখা' বসে। যেমন —

ক) ব মায় চাগীলাকখা — তিনি সম্ভবতঃ ভাত খাইবেন না।

খ) ব তেই থাংগীলাকখা — তিনি হয়তো আর যাইবেন না।

গ) নরেন ফায়গীলাকখা — নরেন হয়তো আসিবে না।

৯। 'চম' প্রত্যয়

মনযোগের সহিত বা গোপনে দেখা বা শোনা অর্থে ককবরকে ক্রিয়ার সহিত 'চম' এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) কাহামখে নায়চমদি — ভালভাবে (মনযোগের সহিত) লক্ষ্য কর।

খ) সেরেক সেরেকখাই খীনাচমরদি — চুপিচুপি (গোপনে) শোন।

১০। 'জাক' প্রত্যয়

উহা কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার প্রত্যয়। কর্মবাচ্যে মূল ক্রিয়ার সহিত উহাকে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক) ব বায় অম' সীয়জাগখা — তাহার দ্বারা উহা লেখা হয়িয়াছে।

খ) অব' ফুনুগজাগানী — এইটা দেখানো হইবে।

১১। 'গীনাঙ' প্রত্যয়

কেহ কোন কিছুর অধিকারী বুঝাইলে, যে বস্তু, সম্পত্তি বা বিষয়ের অধিকারী বুঝাইবে উহার সহিত 'গীনাঙ' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) ব ফানগীনাঙ বরক — তিনি শক্তিমান লোক।

খ) রামবাবু রাঙগীনাঙ বরক — রামবাবু সম্পদ শালী ব্যক্তি।

গ) রহিম খাগীনাঙ বরক — রহিম হৃদয়বান লোক।

১২। 'গীনাঙগীই' প্রত্যয়

ব্যাপিয়া বা জুড়িয়া অর্থে ককবরকে 'গীনাঙগীই' বসে। যেমন—

ক) কামি গীনাঙগীই কেব কীরীই — গ্রাম জুড়িয়া কেহ নাই।

খ) ভারত গীনাঙগীই বনধ্ পালাইজাগখা — ভারত ব্যাপী বনধ পালন করা হইয়াছে।

১৩। 'জা' প্রত্যয়

কষ্টসৃষ্টে বা দুঃখসূচক ভাব বুঝাইবার জন্য ককবরকেক্রিয়ামূলের সহিত 'জা' এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন

ক) তাবুক অর-ন তঙজাঅ — একন কষ্টে সৃষ্টে এইখানেই থাকি।

খ) বীরগ তাবুক হুক খীলায় লাইঅ— তাহারা এখন জুম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

১৪। 'ত' প্রত্যয়

বাংলায় বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে যে 'তো' ব্যবহৃত হয়, ককবরকে এই 'তো' রূপটির জন্য 'ত' ব্যবহৃত হয়। এইক্ষেত্রে তাহার পূর্বে একটি হাইফোন ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ক) ব-ত ফায়গীলাক — তিনি তো আসিবেন না।

খ) নন'-ত তাই নুগয়া — তোমাকে তো আর দেখা যায় না।

গ) রাঙ-ত তাই মানগীলাক — টাকা তো আর পাইব না।

১৫। 'তাঁই' প্রত্যয়

ন্যায়, মতো , দিকদিয়া, রকম ইত্যাদির জন্য ককবরকে সর্বনামের সহিত ' তাঁই' বসে। যেমন—

ক) নীঙতাঁই বরক অর' কীরীই — আপনার মতো লোক এইখানে নাই।

খ) বিয়াংতাঁই থাংনাই — কোন দিক দিয়া যাইবেন?

গ) নীঙ বীতাঁই কক সা — আপনি কিরকম কথা বলেন?

কোনও ক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হইবার পথে বা সম্পাদিত হইবার উপক্রম এইরূপ বুঝাইলে মূল ক্রিয়াকে দুইবার উল্লেখ করিয়া প্রতিবারই উহার সহিত 'তাই' বসে। যেমন —

ক) ব থাংতাই থাংতাই আঁংখা — সে যায় যায় ভাব হইয়াছে।

খ) পাখীটি উড়ে উড়ে ভাব হইয়া আছে — অ তক বিরতাই বিরতাই আংখা।

১৬। 'তাতাই'/'তে' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে অপর কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে প্রথম মূল ক্রিয়া বসাইয়া ক্রিয়াটির সহিত 'তাতাই' বা প্রথম ক্রিয়াটিকে দুইবার উল্লেখ করিয়া প্রতিবারই উহার সহিত 'তে' বসাইতে হয়। যেমন —

ক) হিমতাতাই ই কক সাখা — হাঁটিতে হাঁটিতে এই কথা বলিয়াছে।

খ) ব নীংতাতাই মীনীখ' — সে খাইতে খাইতে (তরল পদার্থ) হাসে।

গ) আঙ মীনীয়তে মীনীয়তে লেংজাগখা — আমি হাসিতে হাসিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছি।

ঘ) বরগ মীনীয়তাতাই সালাংখা — তাহারা হাসিতে হাতিসে বলিয়া গিয়াছে।

১৭। 'তা' প্রত্যয়

চলিত বাংলায় কোন ক্রিয়া 'করিয়াছি আর কি' 'করিয়াছে আর কি' বা 'করিয়াছেন আর কি' এইরূপ বুঝাইলে নিশ্চিন্ত অর্থে 'আরকি' রূপটির জন্য ককবরকে বাক্যের শেষে, 'তা' বসে। যেমন —

ক) ব ফায়কা তা — তিনি আসিয়াছেন আর কি।

খ) খেলাংতি চাখা তা — খেলাংতি খাইয়াছে আর কি।

গ) নীঙ ফায়দি তা — আপনি আসিবেন আর কি।

ঘ) খায়কা তা — করিয়াছি আর কি।

ঙ) সানাই তা — বলিব আর কি।

১৮। 'থক' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পদন করিতে ভাল লাগা, আরাম লাগা, সুবিধা লাগা এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'থক' বসে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন —

ক) আঙ রীচাবমুঙ রীচাবথগ' — আমার গান গাইতে ভাল লাগে।

খ) যাক বায় রমথগ' — হাত দিয়া ধরিতে সুবিধা লাগে।

গ) আঙ হিমথগয়া — আমার হাঁটিতে ভাল লাগে না।

১৯। 'থাই' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা উচিত বা করণীয় এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'থাই' প্রত্যয়টি বসে। যেমন —

ক) আঙ থকবা মানথাই তঙগ - আমি পাঁচ টাকা প্রাপ্য।

খ) বন খুলমথাই কীলাইঅ — তা হাকে প্রণাম করা উচিত।

গ) অব-ন চিনি নায়থাই কীলাইঅ — এটাই আমাদের দেখা উচিত।

২০। 'থানি' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদনের 'সময় বা বেলায়' এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'থানি' প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। যেমন —

ক) কক নারগঙ্ক থানি — বক্তৃতা করিবার সময়।

খ) মানথানি খাই জতত-ন তঙগ' — পাওয়ার বেলায় সকলেই আছেন।

কাছে বা নিকট অর্থে ককবরকে 'থানি' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) আনি থানি — আমার নিকট।

খ) রামনি থানি — রামের নিকট।

২১। 'দউ' প্রত্যয়

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে অনুরোধ অর্থে 'কেমন' শব্দটির জন্য ককবরকে 'দড প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) অর' আচুক তঙদি, দউ — এখানে বসিয়া থাক, কেমন।

খ) বন রীই রীদি, দউ — তাহাকে দিয়া দিও, কেমন।

২২। 'দ আকন' প্রত্যয়

'আচ্ছা ঠিক আছে' বা 'সে যাই হউক' এই কথাগুলির জন্য ককবরকে 'দ আকন' ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো উহার সংক্ষিপ্ত রূপ কেবলমাত্র 'আকন'ও ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) দ আকন, নীঙ ফায়সিদি — আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি চলিয়া আসেন।

খ) আকন, নীঙ তাবুক পরিদি — আচ্ছা, তুমি এখন পড়।

গ) দ আকন, তাবুক সাদি নীঙ ফায়নাই বীলা — সে যাই হউক, এখন বলেন আপনি আসছেন তো?

২৩। 'দ্রপ' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হইবা মাত্র বা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা হইলে প্রথম সহিত 'দরপ' প্রত্যয়টি বসাইয়া প্রয়োজনীয় চিহ্ন পরে যোগ করা হয়। যেমন—

ক) বিও ফায়দরপ-ন সাখা — বিও আসা মাত্রই বলিয়াছি।

খ) আঙ সাদরপ-ন সীয়খা — আমি বলিবা মাত্রই লিখিয়াছে।

২৪। 'থার' প্রত্যয়

হত্যা করা বুঝাইবার জন্য মূল ক্রিয়ার সহিত 'থার' ও উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসে। যেমন—

ক) লাথা বায় বুথারখা — লাঠির দ্বারা (পিটাইয়া) হত্যা করিয়াছে।

খ) দা বায় রাথারদি — দা দিয়া (কটিয়া) হত্যা কর।

২৫। 'য়াগীজা'/'য়াগাজা' প্রত্যয়

সাধারণ বর্তমান কালে না- বাচক বাক্যে বিরক্তি প্রকাশ কবিবার জন্য মূল ক্রিয়ার সহিত 'য়াগীজা'/'য়গাজা'বসে। যেমন —

ক) মায়সে চায়াগীজা বাহাইখে তরনাই — ভাতই খায় না ,বড় হইবে কি করিয়া।

খ) অরনি কনরয়াগীজা — এখান হইতে সরেই না।

২৬। 'ন' প্রত্যয়

বিশেষ্য বা সর্বনাম সম্পর্কে জোর দিয়া কোন কিছু বুঝাইতে হইলে বাংলায 'ই' রূপটির জন্য

কক্ষবয়াকে 'ম' রূপে এবং এই 'ম' এর পূর্বে একটা হাইফেন বসে। যেমন

ক) অপু - ম য়ায় চাখা — অপুই ভাত খাইয়াছে।

খ) আঙ - ম পুইলা নুগখা — আমিই প্রথম দেখিয়াছি।

২৭। 'মাই' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বুঝাইবার জন্য মূল ক্রিয়ার সহিত 'মাই' এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসে। যেমন —

ক) মাঁথাঙনাই - ন চানাই — যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

খ) ফায়নাইরগন আচুগ রীদি - আগন্তুকগনকে বসিয়ে দিন।

২৮। 'বাই' প্রত্যয়

সামগ্রিক ভাবে কোন ক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত 'বাই বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন —

ক) চাঁঙ অর' ফায়বাইখা — আমরা (সকলেই) এইখানে আসিয়াছি।

খ) নরগ থাংবাইদি — আপনারা সকলেই চলিয়া যান।

২৯। 'ফ/ফন' প্রত্যয়

প্রথম পুরুষ সম্পর্কে কোনও সংশয় প্রকাশ করা হইলে হাঁবাচক বা নাবাচক বাক্যের শেষে বাংলা বাক্যে ' নাকি' রূপটির জন্য 'ফ/ফন' বসে। যেমন —

ক) ব থাংগীলাক ফ — তিনি নাকি যাইবেন না ।

খ) রহিম থাংনাই ফন — রহিম নাকি যাইবে।

গ) জোটন নুগখা ফ — জোটন নাকি দেখিয়াছে।

৩০। 'ফানী মানী'প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হইলেও হইতে পারে এইরূপ বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত 'ফানী' এবং পরে 'মানী' বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) ব চাফানী মানী — তিনি খাইলেও খাইতে পারেন।

খ) আঙ থাং ফানী মানী — আমি যাইলেও যাইতে পারি।

৩১। 'য়াফানী মানী' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন না হইতে পারে এইরূপ বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত 'য়াফানী এবং পরে মানী' বসে। যেমন —

ক) উাতাঁয় উায়াফানী মানী — বৃষ্টি নাও পড়িতে পারে।

খ) ব ফায়াফানী মানী' — তিনি নাও আসিতে পারেন।

৩২। 'জাবা' প্রত্যয়

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে অনুরোধ বুঝাইবার জন্য ককবরকে মূলক্রিয়ার সহিত 'জাবা বসিয়া থাকে। যেমন—

ক) বরগন' কিসা নায়জাবাদি — তাহাদেরকে একটু দেখিও।

খ) অমন' কিসা রমজাবাদি — এইটাকে একটু ধরিয়া রাখিও।;

৩৩। 'ফুরু' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদনের সময় অপর কোনও ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা হইলে 'সময় অর্থে প্রথম ক্রিয়াটির সহিত 'ফুরু' প্রত্যয়টি বসে। যেমন —

ক) নগ' থাংফুরু সাদি — বাড়ী যাইবার সময় বলিও।

খ) হাতিনি ফায়ফুরু তুবুনাই — বাজার হইতে আসিবার সময় লইয়া আসিব।

৩৪। 'ব'প্রত্যয়

বাংলায় কখনও বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত ' also' অর্থে 'ও' বসিয়া থাকে। ককবরকে এই 'ও' এর জন্য '-ব' বসিয়া থাকে। তবে এই ব-এর পূর্বে একটি হাইফেন বসে। যেমন —

ক) আঙ-ব থাংনাই রাম-ব থাংনাই — আমিও যাইব রামও যাইবে।

খ) অম'-ব তাঁইদি উম'-ব তাঁইদি — এটাও লও ঐটাও লও।

পর পর দুইটি ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলা হইলে ককবরকে প্রথমে প্রথম ক্রিয়াটির প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সহিত '-ব' বসাইয়া উহার পর মূল ক্রিয়া উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় কালের চিহ্ন বসাইতে হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াটিরক্ষেত্রে একই রূপ হয়। এই 'ব' -এর পূর্বেও একটা হাইফেন বসাইতে হয়। যেমন —

ক) আঙ রী-ব রীনাই তু-ব তুনাই — আমি দিবও আনবও।

ক) [illegible]

৩২। [illegible]

কোনো ক্রিয়া সম্পাদন [illegible] মূল ক্রিয়ার সহিত [illegible] চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন

ক) [illegible]

খ) [illegible] — তোমাকে অবশ্যই এইখানে থাকিতে হইবে।

আবার কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারা বা না পারা বুঝাইলেও ক্রিয়ার পূর্বে 'মা' এবং ক্রিয়ার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন —

ক) [illegible] — সে খাইতে পায় না।

খ) আং মা [illegible] — আমি দেখিতে পাই না।

গ) আং আর 'মা [illegible] — আমাকে এইখানে আসিতে হইয়াছে।

৩৩। 'মাসেমা' প্রত্যয়

অবশ্যই কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হওয়া বা করা বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার পূর্বে 'মাসেমা' এবং মূল ক্রিয়ার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) আং মাসেমা ডঙনাই — আমাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে।

খ) নীং মাসেমা থাংনাই — তোমাকে যাইতেই হইবে।

৩৪। 'মাসিনসা' প্রত্যয়

বাঙলায় জনক বা কর ইত্যাদি প্রত্যয়ের জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'মাসিনসা' যুক্ত হয়। যেমন—

ক) মীলাংচোমাসিনসা — বিস্ময়কর।

খ) কিরিমাসিনসা — ভয়ঙ্কর।

গ) সেলেমোসিনসা — ঘৃণাজনক।

ঘ) উানামাসিনসা — উদ্বেগজনক।

৩৮। 'সক' প্রত্যয়

ঘটমান বর্তমান কালে অনুজ্ঞাসূচক হাঁবাচক বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে 'সক' বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত করা যায়। যেমন —

ক) নীঙ হিমসকদি — তুমি যাইতে থাক।

খ) নরগ নায়সকদি — আপনারা দেখিতে থাকেন।

৩৯। 'সন' প্রত্যয়

কষ্টসহকারে দেখা বুঝাইলে 'দেখা' ক্রিয়াটির সঙ্গে 'সন' বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) বেরা বেসেরতাঁই নায়সনদি — বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখ।

খ) য়াং কিসা নায়সন লা — এইদিকে একটু দেখ তো (কষ্টেসৃষ্টে)।

৪০। 'সি' প্রত্যয়

অনুজ্ঞাসূচক কিংবা ইচ্ছাসূচক বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদনের উপর জোর দেওয়া বুঝাইসে ক্রিয়ার সহিত 'সি' বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত করা হয়। যেমন —

ক) ব ফায়সিথুন — সে আসুক।

খ) আঙ থাংসিনাই — আমি চলিয়া যাইব।

৪১। 'সা' প্রত্যয়

উপরের দিকে কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বা হওয়া বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত 'সা' বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) ম তক পীরসা বিরসাই থাংকো — পাখীটা ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া গেল।

খ) বুফাঙগ' কাসাদি — কাছে উঠ।

৪২। 'সুক' প্রত্যয়

সম্পূর্ণরূপে কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত 'সুক বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন—

ক) চীঙ তাংসুকখা — আমরা সম্পূর্ণরূপে করিয়াছি।

খ) ককলাম পানদা মিয়া পাইসুপখা — আলোচনা সভা গতকাল শেষ হইয়াছে।

৪৩। 'খায়া' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া খুব একটা সম্পন্ন হয় না বা করা হয় না এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'খায়া' প্রত্যয়টি যুক্ত হয় ও তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) ব তাবুক ফায়খায়া — তিনি এখন (খুব একটা) আসেন না।

খ) তাবুক মমফল মানখায়া — এখন তরমুজ (খুব একটা) পাওয়া যায় না।

৪৪। 'ফায়' প্রত্যয়

আসিয়া কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়াটির সহিত 'ফায়' বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) নায়ফায়দি — আসিয়া দেখ।

খ) চিনি অর' পরিফায়দি — আমাদের এখানে আসিয়া পড়।

গ) চিনি নগ' চাফায়দি — আমাদের বাড়ীতে আসিয়া খাও।

৪৫। 'বু' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আসা বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত 'বু' বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) আঙ নায়বুখা — আমি দেখিয়া আসিয়াছি।

খ) ফায়নাই বাঁলা মায় চাবুদি — আসিতেছ তো ভাত খাইয়া আসিও।

৪৬। 'মাং' প্রত্যয়

অবিরাম বা বারবার কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে করিতে উহার ফলস্বরূপ অপর কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হওয়া বুঝাইলে প্রথম ক্রিয়াটিকে দুইবার উল্লেখ করিয়া প্রতিবার উহার সহিত 'মাং' বসানো হয়। যেমন—

ক) সামাং সামাং লেংজাগখা — বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছে।

খ) সীয়মাং সীয়মাং কলম বায়খা — লিখিতে লিখিতে কলম ভাঙ্গিয়াছে।

একই জিনিস বা বিষয় সম্বন্ধে বার বার কিছু বুঝাইলে বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত 'মাং বসে।

যেমন —

ক) তীয়মাং নুকজাগ' — শুধু জলই দেখা যায়।

খ) ব- মাং ফায়না নায়ী — শুধু (বারংবার) সেই আসিতে চায়।

৪৭। 'বরুম বুরুম' প্রত্যয়

প্রত্যেক বা প্রতিবার বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের সহিত ' বরুম বুরুম' বসে যেমন—

ক) সাল বুরুম বুরুম উতীয়ফায়া — প্রত্যেক দিন বৃষ্টি হয় না।

খ) থাং বুরুম বুরুম আন' তিলাংগ — প্রত্যেকবার যাইবার সময় আমাকে লইয়া যায়।

৪৮। 'বীলা'/' ব্লা প্রত্যয়

বলিলাম তো, করিলাম তো, দেখিলাম তো, এইরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা হইয়াছে বুঝাইলে 'তো' রূপটির জন্য ককবরকে বাক্যের শেষে 'বীলা'/' ব্লা' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) আঙ নায়খা বীলা — আমি দেখিলাম তো।

খ) নীঙ সাখা বীলে — আপনি বলিলেন তো।

৪৯। 'সীক' প্রত্যয়

পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ককবরকে সর্বনামের সহিত 'সীক' বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) আসীক-ন চাখামুন — এতটাই খাইতাম।

খ) বীসীক নায়থক — কত সুন্দর।

গ) কিসাসীক রীখাই-ন ঔীংনাই — খানিকটা দিলেই হবে।

৫০। 'র-র' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন প্রায় বুঝাইবার জন্য ক্রিয়ার সহিত 'র-র' বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) নখা সম র-র — আকাশ প্রায় অন্ধকার।

খ) সাল হাব র-র — সূর্যাস্ত প্রায়।

৫১। 'রীরীক' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া ক্রমশঃ সম্পন্ন হওয়া বুঝাইলে ককবরকে ক্রিয়ার সহিত 'রীরীক' বসিয়া এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) মানাই- খানাইনি দাম বাংরীরীকখা — জিনিসপত্রের দাম ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

খ) বেকার বাংরীরীকখা — বেকার ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

কোনও ক্রিয়াঃ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর ক্রিয়াও ক্রমশঃ সম্পন্ন হওয়া বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত 'রীরীক' বসে। যেমন —

ক) হিমরীরীক নায়রীরীক — হাঁটিতেছি আর দেখিতেছি।

খ) কুতুকমা থাগরীরীক তওকীচাং ফায়রীরীক — গোলমাল থামিতে শান্তিও আসিতে লাগিল।

৫২। 'কুক' প্রত্যয়

তুলনামূলক ভাবে বেশী বুঝাইবার জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'কুক' বসাইয়া প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) ব-ন হামকুকনাই — সে-ই তুলনামূলক ভাবে ভাল হইবে।

খ) আউলিঅ বেকার বাংকুগ' — শহরে বেকার তুলনামূলক ভাবে বেশী।

৫৩। 'সীলাপ' প্রত্যয়

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্রসর হওয়া বা না হওয়া বুঝাইবার মূল ক্রিয়ার সহিত 'সীলাপ' বসে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় কালের চিহ্ন যুক্ত থাকে। যেমন —

ক) ব খাজাক জরানি বিসিং রীচাবসীলাবলিয়া — সে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে গাইতে পারিল না।

খ) আঙ খাজাক জরানি বিসিংসক ফায়সীলাবলিয়া— আমি নিদিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌঁছাইতে পারি নাই।

৫৪। 'লাং' প্রত্যয়

কোন ক্রিয়ার সম্পাদন করিয়া যাওয়া বুঝাইবার জন্য ককবরকে ক্রিয়ার সহিত 'লাং' বসে

উহার সহিত প্রয়োজনীয় কালের চিহ্ন যুক্ত করিতে হয়। যেমন —

ক) আন' সালাংদি — আমাকে বলিয়া যাও।

খ) মায় চালাংখা — ভাত খাইয়া গিয়াছেন।

৫৫। **'লিয়ানা/ 'য়াখীনা'** প্রত্যয়

অতীতকালে সম্ভবতঃ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত **'লিয়ানা/ 'য়াখীনা'** বসে। যেমন —

ক) ব ফায়লিয়ানা — সে সম্ভবতঃ আসে নাই।

খ) নীঙ মায় চায়াখীনা — আপনি হয়তো ভাত খান নাই।

৫৬। **'য়াই'/'য়াউই'** প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন না করিয়া বা হইয়া অপর কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা বা হওয়া বুঝাইলে প্রথম ক্রিয়াটির সহিত **'য়াই'/'য়াউই'** বসে। যেমন —

ক) মায় চায়াই থাংগীলাক — ভাত না খাইয়া যাইব না।

খ) ব সিনমা নায়াউই ফায়গীলাক — সে সিনেমা না দেখিয়া আসিবে না।

৫৭। **'য়াখাই'/' য়াখীলায়'/' য়াখে'**প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন না করিলে বা না হইলে অপর কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বা না করা, হওয়া বা না হওয়া বুঝাইলে প্রথম ক্রিয়াটির সহিত 'য়াখাই'/' য়াখীলায়' বসে যেমন —

ক) ফুনুগয়াখাই থাংগীলাক — না দেখাইলে যাইব না।

খ) আচুগ রীয়াখীলায় আচুগগীলাক — না বসাইলে বসিব না।

৫৮। **'য়াসাক'** প্রত্যয়

কোন ক্রিয়া সম্পাদন না হওয়া বা না করা পর্যন্ত কিছু বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত 'য়াসাক' বসে। যেমন —

ক) আঙ ফায়াসাক নায়াসিং তঙদি — আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিও।

খ) খাইয়াসাক উপায় কীরীই — না করা পর্যন্ত উপায় নাই।

৫৯। 'য়াসা' প্রত্যয়

ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে ককবরকে সর্বনাম, বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের সহিত 'য়াসা' যোগ হয়। যেমন —

ক) পাস খৗলায়াসা উপায় কৗরাই — পাশ করা ব্যতীত উপায় নাই।

খ) নৗঙয়াসা আঙ থাংগৗলাক — আপনি ব্যতীত আমি যাইব না।

৬০। 'য়াসানি' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার আগে কোন ক্রিয়া সম্পাদন সম্পর্কে কিছু বলা হইলে প্র ক্রিয়াটির সহিত 'য়াসানি' বসে। যেমন —

ক) ব থাংয়াসানি আঙ থাংনাই — তিনি যাইবার আগে আমি যাইব।

খ) পানদা পায়াসানি ব অঙখর থাংকা — সভা শেষ হইবার পূর্বে সে চলি গিয়াছে।

গ) ডাকতার ফায়াসানি-ন অ বরক থৗয়মানি — ডাক্তাত আসিবার পূর্বেই লোকটি ম গিয়াছিল।

৬১। 'ফাইসিং'/'বৗখাক' প্রত্যয়

দিকে বা অভিমুখে অর্থে ককবরকে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে 'ফাইসিং'/'বৗখাক' থা যেমন —

ক) আউলি বৗখাক লাম রৗখা — শহরাভিমুখে যাত্রা করিল।

খ) আনিফাইসিং নাহারখা — আমার দিকে দেখিয়াছে।

৬২। 'সিমি' প্রত্যয়

শুধু বা কেবলমাত্র অর্থে ককবরকে বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে 'সিমি' বসিয়া থাকে। যেমন -

ক) আঙ সিমি থাংনাই — আমিই শুধু যাইব।

খ) তরু সিমি চানাই — কেবলমাত্র তরুই খাইবে।

৬৩। 'থৗগৗহ' প্রত্যয়

প্রতি বা পিছু অর্থে ককবরকে 'থৗগৗহ' ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) খরক থীগাই খকবা বাগদি — মাথা পিছু পাঁচ টাকা ভাগ করিয়া দাও।

খ) কেজি থীগাই রাঙ খকসা — কেজি প্রতি এক টাকা।

গ) নুখুঙ থীগাই রাঙ নীয়রা — পরিবার পিছু দুই শত টাকা।

৬৪। 'লা' প্রত্যয়

বাংলা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'আসেন তো' 'বসেন তো', 'দেখেন তো', এইরূপ বুঝাইলে অনুরোধ অর্থে ক্রিয়ার সহিত 'তো' রূপটির জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার শেষে 'লা' বসে। যেমন —

ক) য়াং কিসা ফায়লা — এইদিকে একটু আসেন তো।

খ) নায়লা মু তাম' — দেখেন তো এইটা কি?

৬৫। 'নাবা' প্রত্যয়

বাংলা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে অনুরোধ অর্থে 'আসেন না' 'বসেন না' এইরূপ বুঝাইলেক্রিয়ার সহিত 'না' রূপটির জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত 'নাবা' বসে। যেমন –

ক) আঙ বায় ফায়নাবা — আমার সহিত আসেন না।

খ) অর' কিসা আচুগনাবা — এইখানে একটু বসেন না।

৬৬। 'রাগ' প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সাহস পাওয়া বা না পাওয়া বুঝাইবার জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়াটির সহিত 'রাগ' বসে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) ব আন সারাগয়া — সে আমাকে বলিতে সাহস পায় না।

খ) আঙ রমরাগয়া — আমি ধরিতে সাহস পাই না।

৬৭। 'সীলাই' প্রত্যয়

এই প্রত্যয়টি অনেক সময় প্রশ্নসূচক বাক্যের শেষে অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) তাম নায়না সীলাই — কি দেখিবেন?

খ) বর' তঙনা সীলায়?— কোথায় থাকিবেন?

৬৮। 'ফি' প্রত্যয়

পুনরায় কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত 'ফি' এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) ককতৌমা বুবাগরগ পরিফির — মুখ্য খবরগুলি পুনরায় পড়িতেছি।

খ) অম পরিফিনাই — এইটা পুনরায় পড়িব।

৬৯। 'হর' প্রত্যয়

দূর হইতে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ককবরক ক্রিয়াটির সহিত 'হর বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যোগ করা হয়। যেমন —

ক) বন রিঙহরদি — তাহাকে ডাকিয়া পাঠাও।

খ) আরজি সাঁয়হরদি — দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাও।

৭০। 'হাই' প্রত্যয়

কোন কিছুর সহিত অন্য কোন কিছুর উপমা দেওয়া হইলে 'মতো' অর্থে ককবরকে বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে 'হাই' বসে। যেমন —.

ক) নীঙ হাহ বরক নুগয়াখ — আপনার মতো মানুষ দেখি নাই।

খ) রাম হাই শ্যাম আঁংগীলাক — রামের মতো শ্যাম হইবে না।

৭১। উপরিউক্ত প্রত্যয়গুলি ছাড়াও ককবরকে আরও অনেক প্রত্যয় রহিয়াছে। নীচে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে এইগুলি উপস্থাপন করা হইল ঃ

প্রত্যয়	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	বাংলা অর্থ
ক) লেলে	তাঁইলেলে	সামান্য মিষ্টি
	খালেলে	সামান্য তিতা বিশিষ্ট
খ) সিসি	ময়কসিসি	ঝাল ঝাল ভাব
	প্রাপসিসি	সামান্য লবণাক্ত ভাব
	লক সিসি	সামান্য লম্বাটে
গ) বেরে বেরে	খা বেরে বেরে	তিতা তিতা ভাব
	তাঁই বেরে বেবে	মিষ্টি মিষ্টি ভাব

প্রত্যয়	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	বাংলা অর্থ
ঘ) তুর তুর	খাঁয় তুরু তুরু	মোটামুটি টক
	চাক তুরু তুরু	লালচে ভাব
ঙ) লীলীক	তাঁই লীলীক	সামান্য মিষ্টি
	খালীলীক	সামান্য তিতা
চ) চুম্চুমু	খাঁয় চুম্চুম	টক টক ভাব
	তাঁই চুম্চুমু	মিষ্টি মিষ্টি ভাব
ছ) চমচম	খাঁয় চমচম	টক টক ভাব
	তাঁই চমচম	মিষ্টি মিষ্টি ভাব
জ) জিপজিপ	মতম জিপজিপ	উগ্র সুগন্ধযুকক্তি
ঞ) হুহুক	মতম হুহুক	খানিকটা সুগন্ধযুক্ত
ট) দুদু	ফুদ্দু	ধবধবে সাদা
ঠ) হেহেক	মীনাম হেহেক	খানিকটা দুর্গন্ধযুক্ত
ড) ল'ল'	ফুল'ল'	সামান্য সাদা

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। উাখীলাই তামন' হীন ? উাখীলাই থাইবীসীক তঙ তেই তাম তাম ? ফুনুক
ফুনুগাই সীয়দি।

২। খীলাই উাখীলাই তামন' হীন ? খীলাই উাখীলাই ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৩। ককথাই উাখীলাই তামন' হীন ? ককথাই উাখীলাই ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি

৪। তলানি উাখীলাই রগন থেপাউই ককবীতাঙ সীনামদি:

সিসি,	তুরু তুরু,	লীলীক,	চুমুচুমু
চমচম,	হাই,	হর,	ফি
সীলাপ,	লাং,	লিয়ানা	য়াখীনা,
য়াসাক,	য়াসানি,	দুদু,	জিপজিপ

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

ককথাই মানজু (সমাস)

পরস্পরের সহিত অর্থ সম্বন্ধযুক্ত একাধিক ককবাক-কে লইয়া 'ককবাক মানজু বা ককথাই মানজু গঠিত হয়, তাহাদের প্রত্যেককে বলা হয় মাজুমা ককবাক এবা মানজুমা ককথাই বা সমস্যমান পদ।

মানজুমা ককথাই — কীথালায়াই মানজুজাগাই ককথাই মানজু সীনামনাই ককথাইরগন হিন' মানজুমা ককথাই।

যেমন — বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই। এখানে তিনটি 'ককবাক' রহিয়াছে, যেগুলিকে লইয়া 'ককবাক মানজু' গঠিত হইয়াছে। এইগুলি হইতেছে 'বীসা', 'তেই' ও 'বীতাই'। এই তিনটি ককবাক-এর প্রত্যেকটিকেই বলে **মানজুমা ককথাই**।

মানজুজাক ককথাই (সমস্ত পদ) ঃ পরস্পরের সহিত অর্থ সম্বন্ধযুক্ত যে ককথাই-গুলি মিশ্রিত হইয়া একটি অর্থপূর্ণ নতুন শব্দ গঠিত হয় তাহাকে বলে **মানজুজাক ককথাই বা সমস্ত পদ**।

মানজুজাক ককথাই — থাইসানি সাই কীবাং ককথাইরগ কীথালায়াই সীনামজাক ককথাই কীতালন হিন' মানজুজাক ককথাই।

ফুনুকমারি — 'বীসা তেই বীতাই' = বীসা-বীতাই। এখানে মানজুজাক ককথাই হইতেছে 'বীসা-বীতাই'।

ককসুখুরুপ (ব্যাসবাক্য) ঃ 'ককথাই মানজু'- এর অর্থ বুঝাইবার জন্য যে ককথাইগুলি প্রয়োগ করিতে হয়, উদাহাদের নাম **ককসুখুরুপ** বা ব্যাসবাক্য।

কক সুখুরুপ —ককথাই মানজুনি ককমাভ্ন সীবাইখুরুবীই ফুনুগনা বাগীই ককথাইরগন খাগীই সাজাক ককবীতাংন হিন' ককসুখুরুপ।

ফুনুকমারি -- বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই। এইখানে 'বীসা তেই বীতাই' -কে একত্রে বলা হয় **ককসুখুরুপ**।

সীকাঙ ককথাই (পূর্বপদ)ঃ ককবরকে 'সীকাঙ' শব্দটির অর্থ 'পূর্ব বা আগে' এবং ' ককথাই শব্দটির অর্থ 'পদ'।

সীকাঙ ককথাই — মানজুমা ককথাইরগনি বিসিং সীকাঙগ আচুগনাই ককথাইন হিন' সীকাঙ ককথাই।

ফুনুকমারি — বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই। এখানে 'বীসা' হইতেছে সীকাঙ ককথাই বা পূর্বপদ।

উলককথাই (পরপদ): ককবরকে 'উল' শব্দটির অর্থ 'উত্তর বা পরে' এবং ককথাই শব্দের অর্থ 'পদ'। সুতরাং উলককথাই এর অর্থ পরপদ বা উত্তরপদ।

উল ককথাই — মানজুমা ককথাইরগনি বিসিং উল' আচুগনাই ককথাইন হিন' উল ককথাই।

ফুনুকমারি — বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই। এখানে 'বীসাই' হইতেছে উলককথাই বা উত্তরপদ।

দালরীকমুঙ (প্রকারভেদ)

ককবরক ব্যাকরণে '**ককথাই মানজু**' পাঁচ প্রকার। যথা —

১) **বাতোয় ককথাই মানজু** (দ্বন্দ্ব সমাজ)
২) **ফুনুকজুদা ককথাই মানজু** (বহুব্রীহি সমাজ)
৩) **উলফাঙ ককথাই মানজু** (তৎপুরুষ সমাজ)
৪) **মুঙগরন ককথাই মানজু** (কর্মধারয় সমাজ)
৫) **সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু** (অব্যয়ীভাব সমাজ)

নিম্নে এই সকল ককথাই মানজু সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইল ঃ

১) বাতাই ককথাইমানজু (দ্বন্দ্ব সমাস) ঃ

যে ককথাই মানজু-তে একাধিক একজাতীয় ভিন্নর্থক ককথাই মিলিত হইয়া একপ হয় এবং 'মানজুমা ককথাই ' প্রতিটিরই অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বাতা ককথাই মানজু বা দ্বন্দ্ব সমাজ বলে।

বাতাই ককথাই মানজু — মানজুজাগমানি উল'-ব মানজুমা ককথাইরগনি ককমাঙ সইসই-তন্নরীগনাই ককথাই মানজুন' হিন' বাতাই ককথাই মানজু।

নিম্নে কতগুলি ' বাতাই ককথাই মানজু' এবং উহাদের বাংলা অর্থও ডানপাশে প্রদত্ত হইলঃ

ককবরক		বাংলা অর্থ
হর বায় সাল	= হর-সাল	(রাত ও দিন = রাত-দিন)
মা বায় ফা	= মা-ফা	(মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা)

মায় বায় মুই	= মায়-মুই	(ভাত ও তরকারি = ভাত-তরকারি)
সম বায় মস'	= সম-মস'	(লবণ ও মরিচ = লবণ-মরিচ)
চৌলা বায় বীরীয়	= চৌলা-বীরীয়	(ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে)
য়াক বায় য়াকুঙ	= য়াক-য়াকুঙ	(হাতও পা = হাত-পা)
সাল বায় তাল	= সাল-তাল	(সূর্য ও চন্দ্র = সূর্য-চন্দ্র)
হিক বায় সায়	= হিক-সায়	(বধূ ও বর = বধূ-বর)
তাখুক বায় বুখুক	= তাখুক-বুখুক	(ভ্রাতা ও ভগ্নি = ভ্রাতা-ভগ্নি)
কীরাই বায় গীনাঙ	= কীরাই-গীনাঙ	(দরিদ্র ও ধনী = ধনী-দরিদ্র)
কাহাম তেই হাময়া	= কাহাম-হাময়া	(ভাল ও খারাপ = ভাল-খারাপ)
উল' তেই সীকাং	= উল'-সীকাং	(পশ্চাৎ ও অগ্র = অগ্র-পশ্চাৎ)
য়াকসি তেই য়াগ্রা	= য়াকসি-য়াগ্রা	(বাঁয়ে ও ডাইনে = ডাইনে-বাঁয়ে)

২) ফুনুগজুদা ককবাক মানজু (বহুব্রীহি সমাজ)

যে 'ককবাক দুইটি মিলিত হইয়া 'ককবাক মানজু' গঠিত হয় তাহাদের অর্থ না বুঝাইয়া যদি 'মানজুজাক ককবাক' অন্য বস্তু বা পদার্থ বা কিছুকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহা হইলে ঐ 'ককবাক মানজু'কে বলা হয় ফুনুগজুদা ককবাকমানজ বা বহুব্রীহি সমাজ।

ফুনুকজুদা ককবাক মানজু — মানজুমা ককবাকরগনি থাইসানি ককমাঙন' ফান' ফুনুগয়াউই কুবুনি খরক এবা মানীই মুভাসাসীকন ফুনুগখাই আবান হিন' ফুনুগজুদা ককবাক মানজু।

নিম্নে কতগুলি উদাহরণ ও তাদের বাংলা অর্থও ডানপাশে প্রদত্ত হইলঃ

	ককবরক	বাংলা অর্থ
{ কীরাক, কুবুক সেং তাইনাই বরক	= সেংকীরাক	(শক্ত, ধারালো তরবারিধারী = বীর)
বীখা কীরাক বরক	= খা-কীরাক	(কঠোর হৃদয় যাহার = কঠোর হৃদয়)
লাচিমা কীরাই বরক	= লাচিয়াবরক	(লজ্জা নেই যাহার = লজ্জাহীন)
বলঙগ তঙনাই বীরীয়	= বলংতি	(পর্বতে থাকেন যে নারী = পার্বতী)
তঙমুঙ সিত্রা বীরীয়	= তঙসিত্রা	(চরিত্র ভ্রষ্টা নারী = চরিত্র ভ্রষ্টা)

য়াকুঙ কেৎলা বরক	= য়াকুঙকেৎলা	(পা দুর্বল যাহার = পরনির্ভর)
লামানি ব্রীবা	= লামব্রীবা	(চৌ রাস্তা যেখানে = চৌরাস্তা)
বুখা কতর বরক	= খা কতর	(হৃদয় মহৎ যাহার = মহৎহৃদয়)

৩) উলফাঙ ককথাই মানজু (তৎপুরুষ সমাস) ঃ

যে ককবাক মানজু-তে পূর্বপদের সিনিমাবি বা বিভক্তি লোপ পায় ও পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে উলফাঙ ককবাক মানজু বা তৎপুরুষ সমাস বলে।

উলফাঙ ককথাই মানজু — মানজুমা ককথাইরগ মানজুজাগফুরু সীকাঙ ককথাইনি সিনিমা... কীমাউই উল ককথাইনি ককমাতুন ন যীলাং যীলাংথাই ফুনুগজাগনাই ককথাই মানজুন' ...উলফাঙ ককথাই মানজু।

নিম্নে কয়েকটি উলফাঙ ককবাক মানজু এবং এর বাংলা অর্থ ডানপাশে প্রদত্ত হইল ঃ

	ককবরক	বাংলা অর্থ
বলঙনি বুবাগ্রা	= বলঙবুবাগ্রা	(জঙ্গলের রাজা = জঙ্গলীরাজ)
উানি বীলীঙ	= উালীঙ	(বাঁশের ঝাড় = বাঁশঝাড়)
তকনি বীতাই	= তকতাই	(মুরগীর ডিম= মুরগীডিম)
বাইবেলন পরিমা	= বাইবেল পরিমা	(বাইবেলকে পড়া = বাইবেল পড়া)
রথন নায়মা	= রথনায়মা	(রথকে দেখা = রথদেখা)
দেংগি বায় সুগজাক	= দেংগিসুগজাক	(ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা)
চিবুক বায় সুকজাক	= চিবুকসীকজাক	(সর্প দ্বারা দষ্ট = সর্পদষ্ট)
লাথা বায় থুংমা	= লাথাথুংমা	(লাঠি দ্বারা খেলা = লাঠিখেলা)
বল বায় থুংমুঙ	= বলথুংমুঙ	(বল দ্বারা খেলা = বলখেলা)
আমানি কক	= মানিকক	(মাতার ভাষা = মাতৃভাষা)
খুমনি বীলীঙ	= খুমলীঙ	(ফুলের বাগান = ফুলবাগান)
বিথি বায় ফুলজাক	= বিথিফুলজাক	(ঔষধ দ্বারা মর্দন = ঔষধমর্দন)
পরিমানি নক	= পরিমা নক	(পড়ার যে ঘর = পড়াঘর)
হাত্র কীরাইজাক	= হাকীরাহ	(ভূমিতে পতিত = ভূ-পতিত)

৪) মুঙগরন ককথাই মানজু (কর্মধারায় সমাস) ঃ

যে ককথাই মানজু-তে প্রথম ককবাক-টি দ্বিতীয় ককথাই-টির গরন বা বিশেষণরূপে অবস্থান করে এবং দ্বিতীয় ককথাই -টির অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে মুঙগরন ককথাই মানজু বা কর্মধারায় সমাস বলে।

মুঙগরন ককথাই মানজু — মুঙরীক বাই গরন কীথালাই ককথাই মানজু আঁংথাই আবন মুঙগরন ককথাই মানজু হিন'।

নিম্নে কয়েকটি 'মুঙগরন ককথাই মানজু' ও তাহাদের বাংলা অর্থ পাশাপাশি প্রদত্ত হইল :

ককবরক			বাংলা অর্থ
বুদুল বুদুলথে মায়	=	মায়দুল	(মুষ্টি পরিমান যে অন্ন = অন্নমুষ্টি)
কীচাং মায়	=	মায়কীচাং	(ঠাণ্ডা যে ভাত = ঠাণ্ডাভাত)
কাহম বরক	=	বরক কাহাম	(ভাল যে মানুষ = ভালমানুষ)
বিরনাই জাত খুঙ	=	বিরখুঙ	(উড়ে যে জাহাজ = উড়োজাহাজ)
কুপুলীঙ হর	=	হপুঙ	(সমগ্র রাতব্যাপী = রাতব্যাপী)
কুপুলীঙ সাল	=	সাপুঙ	(সমগ্র দিবসব্যাপী = দিবসব্যাপী)
জতনি কতর বায়	=	বায়কতর	(বড় যে দিদি = বড়দি)
জতনি কতর দারা	=	দাকতর	(বড় যে দাদা = বড়দা)
জতনি চিকন দারা	=	দাচিকন	(ছোট যে দাদা =ছোড়দা)
রাঙ-রি কীরাই বরক	=	বিগ্রাসা	(কানাকড়ি নাই যাহার = দরিদ্র)
হলজাক মস'	=	মস' হলজাক	(বাটা যে মরিচ = বাটামরিচ)
হলজাক সীতীয়	=	সীতীয় হলজাক	(বাটা যে হলুদ = হলদুবাটা)
তুংজাক তীয়	=	তীয়কীতুং	(গরম যে জল = গরমজল)
অক্রা ফীরীঙনাই	=	ফীরীনাই অক্রা	(প্রধান যে শিক্ষক = প্রধানশিক্ষক)

৫) সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু (অব্যয়ীভাব সমাস) :

যে ককথাই মানজু-তে পূর্বপদ 'মুঙরীক' এবং পরপদ 'হালকবনাই' কিন্তু অর্থে পূর্বপদ বা সীকাঙককথাই-এরই প্রধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু বা অব্যয়ীভাবে সমাস বলে।

সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু — মানজুমা ককথাইরগনি বিসিং সীকাঙ ককথাইনি ককমাঙন-ন ফীলাং ফীলাং থাই ফুনুগজাগমানি ককথাই মানজুন হিন' সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু।

নিম্নে কয়েকটি সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু ও তাদের অর্থ ডামপাশে প্রদত্ত হইল :

ককবরক			বাংলা অর্থ
থীয়াই থাংয়োসাক	=	থীয়াসাক	(মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত = আমৃত্যু)
থাঙগীই তঙসাক	=	থাঙ তঙসাক	(জীবিত থাকা পর্যন্ত = আজীবন)
চাথাই কীরাই	=	মা চায়া	(খাদ্যের অভাব = খাদ্যভাব)
চেরায়ফাঙনি সিমি'	=	চেরায়ফাঙসিনি	(বাল্য হইতে = আবাল্য)

আচায় ম্রপনি সিমি	=	আচায়ফাঙসিনি	(জন্ম হইতে= আজন্ম)
নক বুরুম বুরুম	=	নক থাগাই	(বাড়ী বাড়ী = প্রতিবাড়ী)
সাল বুরুম বুরুম	=	সালথাগাই	(রোজ রোজ = হররোজ)
জেলা জেলাও	=	জেলা থাগাই	(জেলায় জেলায় =. প্রতিজেলা)
পাই থাংয়াসাক	=	পাইয়াসাক	(শেষ না হওয়া পর্যন্ত =অশেষ)
য়াফাঙনি সিমি বুচুক	=	য়াফাঙবুচুক	(আগা হইতে গোরা পর্যন্ত = আগাগোরা)
যে মানমা আমসীক	=	মুচুঙমাসীক	(ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে = যথেচ্ছ)

রাঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককথাই মানজু তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

২। মানজুমা ককথাই তামন' হীন ? মানজুমা ককথাইনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৩। মানজুজাক ককথাই তামন' হীন ? মানজুজাক ককথাইনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৪। ককসুখুরুপ তামন' হীন ? ককসুখুরুপনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৫। সীকাঙ ককথাই তামন' হীন ? সীকাঙ ককথাইনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৬। উল ককথাই তামন' হীন ? উল ককথাইনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৭। বাতাই ককথাই মানজু তামন' হীন ? বাতাই ককথাই মানজুনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৮। ফুনুকজুদা ককথাই মানজু তামন' হীন ? ফুনুকজুদা ককথাই মানজুনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

৯। উলফাঙ ককথাই মানজু তামন' হীন ? উলফাঙ ককথাই মানজুনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

১০। মুঙগরন ককথাই মানজু তামন' হীন ? মুঙগরন ককথাই মানজুনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

১১। সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু তামন' হীন ? সীকাঙফাঙ ককথাই মানজুনি ফুনুকমারি ফুনুগাই সীয়দি।

সপ্তম অধ্যায়

খীথাক উনমি

বেদেক উনসা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

খীলায় জরা (ক্রিয়ার কাল: Tense of the Verb)

খীলায়' কথাটির অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ কার্য। প্রতিটি কর্য-ই কোন না কোন সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ক্রিয়া যে সময় সম্পাদিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কেই বলা হয় খীলায় জরা বা ক্রিয়ার কাল।

খীলায় জরা— মুতাসাসীক সামুঙ খীলায়না জরান' হিনু খীলায় জরা। বাংলা ও ইংরেজীর ন্যায় ককবরকেও খীলায় জরা বা ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা –

(১) তাবুক জরা এবা আঁংতেঙ জরা (বর্তমান কাল)

(২) সীকাঙ জরা এবা আঁংথাং জরা (অতীত কাল)

(৩) থিনাঙ জরা এবা আঁংনাই জরা (ভবিষ্যৎ কাল)

ককবরক ভাষায় ব্যবহৃত সকল প্রকার বাক্যই উপরে উল্লেখিত তিনটি জরা বা কালের কোনা কোনটিতে ঘটে এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়ার কাল নির্ধারিত হইয়া থাকে।

নীচে একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিস্কার ভাবে বুঝানো হইল।

তাবুক জরা	সীকাঙ জরা	থিনাঙ জরা
১। পামতৗয় পরিঅ (পামতৗয় পড়ে)	১।পামতৗয় পরিখা (পামতৗয় পড়িয়াছে)	১।পামতৗয় পরিনাই (পামতৗয় পড়িবে)
২। ব চাঅ (সে খায়)	২। ব চাখা (সে খাইয়াছে)	২। ব চাউনাী (সে খাইবে)
৩। সামপারি ফায়' (সামপারি আসে)	৩। সামপারি ফায়মানি (সামপারি আসিয়াছিল)	৩। সামপারি ফায়নাই (সামপারি আসিবে)

উপরে তিনটি উদাহরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, একই কাজ সময় ভেদে সম্পাদিত হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন জরা-বা কালে বিভক্ত হইয়াছে।

(১) তাবুক জরা (বর্তমান কাল)
(Present Tense)

সাধারণত : বর্তমানে কোন কার্য হয়, হইয়া থাকে বা হইতেছে এইরূপ বুঝাইলে খীলায়-এর তাবুক জরা হয়।

তাবুক জরা— তাবুক মুঙসাসীক সামুং খীলায়মা জরান' হিনু তাবুক জরা।

এহ 'তাবুক জরা' আবার দুই প্রকার। যথা –

ক) কালনি তাবুক জরা (সাধারণ বর্তমান কাল)

খ) তাবুক আঁং তঙ্মা জরা (ঘটমান বর্তমান কাল)

নিম্নে এই দুইটি জরা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইল :

ক) কালনি তাবুক জরা (সাধারণ বর্তমান কাল)
[Present Indefinite Tense]

বর্তমানে কোন কার্য সম্পাদিত হইতেছে বুঝাইলে কিন্তু কখন সম্পাদিত হইতেছে তাহা নির্দিষ্ট না থাকিলে খীলায়-এর কালনি তাবুক জরা বা সাধারণ বর্তমান কাল হয়।

কালনি তাবুক জরা— তাবুক জরানি বিসিং বুফুরু সামুঙ খীলায় আব স্রাই স্রাই সাজাকয়াখে অ জরান' হিনু কালনি তাবুক জরা।

নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হইল :

ই ককবীতাং (Affirmative Sentence) :

ক) সামপারি ভাত খায় — সাম পারি মায় চাঅ (সাকীলাইমুঙ ককবীতাং)

খ) অমিয়া ভাত খায় কি — অমিয়া মায় চাদে চা? (সীংমুঙ ককবীতাং)

গ) সে এইদিকে আসুক — ব য়াংগ ফায়থুন (মুচুঙমুঙ ককবীতাং)

ঘ) অনিল ঐদিকে যাও — অনিল আয়াং থাংদি (দাগিমুঙ ককবীতাং)

ঙ) কত সুন্দর ফুল — বীসীক নায়থক খুম! (কীমাঙমুঙ ককবীতাং)

ইয়াই ককবাতা (Negative Sentence) ঃ

ক) সামপারি ভাত খায় না — সামপারি মায় চায়া।

খ) অমিয়া কি ভাত খায় না — অমিয়া মায় চায়াদে?

গ) সে যেন এইদিকে না আসে — ব য়াং তা ফায়ংথুন।

ঘ) অনিল ঐদিকে যাই না — অনিল আয়াং তা থাংদি।

ঙ) হায় ভগবান! আমার দুর্দশার অন্ত নাই — অ কীপাল! আনি বিয়ালনি খাগমু কৗরৗই।

সিখাই (জ্ঞাতব্য): ক) সাধরণ বর্তমান কালে হ্যাঁসূচক সরল বাক্যে খীলায় (ক্রিয়া)-এর সহিত 'অ' এবং নাসূচক সরল বাক্যে 'য়া' বসে।

খ) সাধরণ বর্তমান কালে প্রশ্নবোধক হ্যাঁসূচক বাধ্যে খীলায় (ক্রিয়া)- এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সহিত 'দে' ও পরে আবার সম্পূর্ণ ক্রিয়াটি বসে এবং নাসূচক বাক্যে খীলায় (ক্রিয়া)-এর সহিত কেবলমাত্র 'য়াদে' বসে।

গ) সাধরণ বর্তমান কালে ইচ্ছা প্রকাশার্থে হ্যাঁসূচক বাক্যে খীলায় (ক্রিয়া)-এর সহিত ('উক' প্রত্যয়ের জন্য) থুন বা থুং বসে। অপরদিকে নাসূচক বাক্যে খীলায়-এর পূর্বে 'তা' এবং পরে থুন বা থুং বসে।

ঘ) সাধারণ বর্তমান কালে অনুজ্ঞাসূচক হ্যাঁসূচক বাক্যে খীলায়-এর সহিত 'দি' এবং নাবাচক বাক্যে খীলায়-এর পূর্বে 'তা'ও পরে 'দি' বসে।

খ) তাবুক আঁংতজ্মা জরা (ঘটমান বর্তমান কাল)

[Present Continuous Tense]

বর্তমানে কোন কার্য চলিতেছে অর্থাৎ যাহা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে খীলায় (ক্রিয়া)-এর তাবুক আঁং তজ্মা জরা হয়।

তাবুক আঁংতজ্মা জরা— তাবুক মুজ্মাসীক সামুঙ চলি তঙগ হিনখে অ জরন' হিনই তাবুক আঁং তজ্মা জরা।

এই জরা-য় বাংলা বাক্যে ক্রিয়া পদের সহিত 'ইতেছি' 'ইতেছ' 'ইতেছে' বা 'ইতেছেন' ইত্যাদি যুক্ত থাকে। যেমন—

হাঁ ককবীতাং (Affirmative Sentence) ঃ

ক) সামপারি ভাত খাইতেছে — সামপারি মায় চাইতঙগ।

খ) অমিয়া ভাত খাইতেছে কি? — অমিয়া মায় চাউইদে তঙ?

গ) সে এইদিকে আসিতে থাকুক — ব য়াং ফায় তঙথুন।

ঘ) অনিল যাইতে থাকো — অনিল থাং তঙদি।

হাঁহি ককবীতাং (Negative Sentense) ঃ

ক) সামপারি ভাত খাইতেছে না — সামপারি মায় চাইতঙয়া।

খ) অমিয়া কি ভাত খাইতেছে না — অমিয়া মায় চাই তঙয়াদে?

গ) সে যেন এইদিকে না আসিতে থাকে — ব য়াং তা ফায় তঙথুন।

ঘ) অনিল তুমি এইদিকে আসিতে থাকিও না — অনিল নীঙ য়াং তা ফায়তঙদি।

সিথাই (জ্ঞাতব্য): ক) ঘটমান বর্তমান কালে সরল হ্যাঁসূচক বাক্যে খীলায় (ক্রিয়া) এর সহিত 'উই/আই/ই' ও পবে 'তঙগ' বসে এবং নাসূচক বাক্যে খীলায়-এর সহিত 'উই/আই/ই' ও পরে 'তঙয়া' বসে।

খ) ঘটমান বর্তমান কালে প্রশ্নবোধক হ্যাঁসূচক বাক্যে খীলায় (ক্রিয়া) এর সহিত 'উইদে/আইদে/ইদে' ও পরে 'তঙ' বসে এবং নাসূচক বাক্যে খীলায়-এর সহিত 'উই/আই/ই' ও পরে 'তঙয়াদে' বসে।

গ) ঘটমান বর্তমান কালে ইচ্ছা প্রকাশার্থে হ্যাঁসূচক বাক্যে খীলায়-এর সহিত উই/আই/ই ও পরে 'তঙথুন' বসে এবং নাসূচক বাক্যে খীলায়-এর সহিত 'উই তঙথুন/আই তঙথুন/ই তঙথুন' বসে।

ঘ) ঘটমান বর্তমান কালে অনুজ্ঞাসূচক হ্যাঁসূচক বাক্যে খীলায়-এর সহিত 'আই/উই/ই ও পবে 'তঙথুন' বসে এবং নাবাচক বাক্যে খীলায়-এর পূর্বে 'তা'ও পরে 'উই তঙদি/আই তঙদি/ই তঙদি' বসে।

(২) সীকাঙ জরা (অতীত কাল)

[Past Tense]

যে-কার্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইয়াছে বা অতীতে সম্পাদিত হইয়াছে ককবরকে অহা সীকাঙ জরা বা আঁংথাং জরা হয়।

সীকাঙ জরা — আগিত্ম মুক্তোসীক সামুঙ ঔীমো জরান' হিনু সীকাঙ জরা।
এই সীকাঙ জরা আবার দুই প্রকার। যথা

ক) কালনি সীকাঙ জরা (সাধারণ অতীত কাল)
[Past Indefinite Tense]

কোন কার্য অতীতে হইয়াছিল বা এইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে এইরূপ বুঝাইলে খীলায় (ক্রিয়া)- এর কালনি সীকাঙ জরা হয়।

কালনি সীকাঙ জরা— আগিত্ম মুক্তোসীক সামুঙ ঔীংখা হিনাই সাখে অ সামুঙ জরান' হিনু কালনি সীকাঙ জরা।

এই জরা (কাল)-য় বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে 'ইয়াছি', 'ইয়াছ', 'ইয়াছে', 'ইয়াছেন' অথবা 'ইলাম', 'ইলে', 'ইল' বা ' ইলেন' যুক্ত থাকে। যেমন — আমি খাইয়াছি, তুমি করিয়াছ, সে দেখিয়াছে। তিনি পড়িয়াছেন ইত্যাদি। এই ধরণের হাঁসূচক বাংলা বাক্যগুলিকে ককবরকে অনুবাদ কবিবার সময় খীলায় (ক্রিয়া)- এর সহিত 'খা/কা' বসে। যেমন —

ই কক্‌বীতাং (Affirmative Sentense):

ক) আমি খাইয়াছি — আঙ চাখা।

খ) তুমি গান গাইয়াছ — নীঙ রীচাবমুঙ রীচাবখা।

গ) সে একটি পাখি দেখিয়াছে — ব তক মাসা নুগখা।

ঘ) তিনি বই পড়িলেন — ব বিজাপ পরিখা।

ঙ) আমরা খেলিয়াছি — চীঙ থুঙলাইখা।

সিখাই (দ্রষ্টব্য):

ক) বাংলায় পুরাঘটিত বর্তমান কালকে ককবরকে সাধারণ অতীত কাল ধরা হয়।

খ) পরস্পর মিলে কোন কার্য করা বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'লাই' বসে পরে অন্যান্য চিহ্ন যুক্ত হয়।

সাধারণ অতীত কালে বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে আবার ' ইয়াছিলাম', 'ইয়াছিলে', 'ইয়াছিল', বা 'ইয়াছিলেন' ইত্যাদি যুক্ত থাকে। যেমন আমি খাইয়াছিলাম; তুমি করিয়াছিলে; সে দেখিয়াছিল; তিনি বই পড়িয়াছিলেন।

এই ধরণের বাংলা বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় খীলায় (ক্রিয়া)-এর শেষে 'মানি' যুক্ত হয়। যেমন —

হকবীতাং (Affirmative Sentense) ঃ

ক) আমি খাইয়াছিলাম — আঙ চাযানি।

খ) তুমি করিয়াছিলে — নীঙ খীলায়মানি।

গ) সে দেখিয়াছিল — ব নুগমানি।

ঘ) তিনি বই খেলিয়াছিল — বঁ বিজাপ পরিমানি।

ঙ) তাহারা বল পড়িয়াছিলেন — বরগ বল থুংলাইমানি।

সাধারণ অতীত কালে নাসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় খীলায় (মূল ক্রিয়া)-এর সহিত 'য়াখী' বা 'লিয়া' যুক্ত করিতে হয়। যেমন—

হীহি ককবীতাং (Negative Sentense) ঃ

ক) আমি ভাত খাইনাই — আঙ মায় চায়াখী।

খ) তুমি এই কাজটি করনাই — নীঙ অ সামুঙ খীলায়াখী।

গ) সে সিনেমা দেখেনাই — ব সিনেমা নায়াখী।

ঘ) তিনি বই পড়েননাই — ব বিজাপ পরিলিয়া।

ঙ) তাহারা বল খেলেনাই — বরগ বল থুংলিয়া।

অতীত কালে সম্ভবতঃ কোন কার্য করা হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়াপদের সবশেষে একটি 'না' যুক্ত হয়। যেমন —

হীহি ককবীতাং (Negative Sentense) ঃ

ক) বিমল সম্ভবতঃ আসে নাই — বিমল ফায়াখীনা।

খ) সে হয়ত সিনেমা দেখেনাই — ব সিনেমা নায়াখীনা।

গ) তাহারা হয়তঃ বল খেলেনাই — বরগ বল থুংলিয়ানা।

সীকাঙ খীতেঙমা (ঘটমান অতীত কাল)

[Past Continuous Tense]

অতীতে কোন কার্য কিছু সময় যাবৎ ঘটিতেছিল বা চলিতেছিল এরূপ বুঝাইলে

[illegible] বা ঘটমান অতীত কাল হয়।

[illegible] — আংনিয় মুকুসাসীক সামুঙ থীংগাই তঙমানি [illegible]।

[illegible]।

[illegible] বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে 'ইতেছিলাম', 'ইতেছি... ইতেছিল' বা 'ইতেছিলেন' ইত্যাদি যুক্ত থাকে। যেমন — আমি খাইতেছিলা... তুমি [illegible], সে দেখিতেছিল; তিনি পড়িতেছিলেন ইত্যাদি। এই ধর... [illegible] বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় খীলায় (মূল ক্রিয়া)-... সহিত ই/আই/উই ও পরে তঙমানি বসাইতে হয়। যেমন —

[illegible] (Affirmative Sentense) :

ক) আমি আম খাইতেছিলাম — আঙ থাইচুক চাই তঙমানি।

খ) মাজিলতা খেলিতেছিল — মাজিলতা থুংগাই তঙমানি।

গ) সে হাঁটিতেছিল — ব হিমাই তঙমানি।

ঘ) তাহারা খেলা দেখিতেছিল — বরগ থুংমুঙ নায়লাই তঙমানি।

ঙ) চন্দ্রমুখী বই পড়িতেছিল — চন্দ্রমুখী বিজাপ পরি তঙমানি।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঘটমান বর্তমান কালের কোন বাক্যে যদি অতীতসূচ... কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় তবে ঐ বাক্যটি স্বয়ংক্রীয় ভাবে ঘটমান অতীত কা... রূপান্তরিত হইয়া যায়। যেমন —

[illegible] (Affirmative Sentense) :

ক)সামপারি তখন ভাত খাইতেছিল — সামপারি আফুরু মায় তঙগ চাই।

খ) কিছুক্ষণ পূর্বে আমি হাঁটিতেছিলাম — তাইছিংগ আঙ হিমাই তঙগ।

অতীত সূচিত করে এইরূপ শব্দযুক্ত বাক্যগুলিকে নাসূচক বাক্যে রূপান্তরি... করিবার জন্য খীলায় (ক্রিয়া)- এর সহিত 'আই/উই/ই'ও পরে 'তঙয়া' ব... যেমন —

ক)সামপারি তখন ভাত খাইতেছিল না — সামপারি আফুরু মায় চাই তঙয়া।

খ) কিছুক্ষণ পূর্বে আমি হাঁটিতেছিলাম না —, তাইছিংগ আঙ হিমাই তঙয়া।

খিনাঙ জরা (ভবিষ্যৎ কাল)

[Future Tense]

পরবর্তীই সময়ে কোন কার্য হইবে, ঘটিবে, চলিবে বা চলিতে থাকিবে এইরূপ বুঝাইলে খীলায়-এর খিনাঙ জরা এবা আঁনোই জরা বা ভবিষ্যৎ কাল হয়।

খিনাঙ জরা— খিনাঙগ মুঙসাসীক সামুঙ আঁংগানী হিনাই বুজাগখে অ সামুঙনি জরান' হিনু খিনাঙ জরা।

এহ ' **খিনাঙ জরা**' আবার দুই প্রকার। যথা —

ক) কালনি খিনাঙ জরা (সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল)

খ) খিনাঙ আঁং তঙমা জরা (ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল)

নিম্নে উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইলঃ

ক) কালনি খিনাঙ জরা (সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল)

[Future Indefinite Tense]

ভবিষ্যতে কোন কার্য হইবে বা ঘটিবে এইরূপ বুঝাইলে খীলায় (ক্রিয়া)-এর **কালনি খিনাঙ জরা** এবা **কালনি আঁংথাং জরা** বা সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল হয়।

কালনি খিনাঙ জরা— খিনাঙগ মুঙসাসীক সামুঙ আঁনোই ফিয়া বুফুরু আঁংনোই আব গ্রাই গ্রাইখে সাজাক কীরাই হিনখে অ জরান' হিনু কালনি খিনাঙ জরা।

এই কালে বাংলা বাক্যে ক্রিয়াদের সহিত 'ইব','ইবে', বা 'ইবেন' যুক্ত থাকে। যেমন — আমি খাইব; তুমি দেখিবে; তিনি আসিবেন ইত্যাদি।

এই ধরণের বাংলা হ্যাঁসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় খীলায় (মূল ক্রিয়া)-এর সহিত 'নাই/আঁনী/ঙানী' ইত্যাদি বসাইতে হয়। যেমন —

ইঁ ককবীতাং (Affirmative Sentense) ঃ

ক) আমি যাইব — আঙ থাংনোই।

খ) খুমপুই বাজারে যাইবে — খুমপুই হাতিঅ থাংগানী।

গ) বিমল চাঁদ দেখিবে — বিমল তাল নায়ানী।

ঘ) কসমতি ভাত খাইবে — কসমতি মায় চাঙানী।

ঙ) কসমরায় কাজটি করিবে — কসমরায় ম সামুঙ খীলায়নাই।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় ধা... বা মূল ক্রিয়া সহিত কেবল 'গীলাক' যুক্ত করিতে হয়। যেমন —

ছুরি ককবাতাং (Negative Sentense) ঃ

ক) আমি যাইব না — আঙ থাংগীলাক।

খ) খুমপুই বাজারে যাইবে না — খুমপুই হাতিঅ থাংগীলাক।

গ) বিমল চাঁদ দেখিবে না - বিমল তাল নায়গীলাক।

ঘ) কসমতি ভাত খাইবে না — কসমতি মায় চাগীলাক।

ঙ) কসমরায় কাজটি করিবে না — কসমরায় ম সামুং খীলায়গীলাক

খ) খিনাও খীতেঙমা জরা (ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল)

[Future Continuous Tense]

ভবিষ্যতে কোন কার্য চলিতে থাকিবে বা ঘটিতে থাকিবে এইরূপ বুঝাইতে খীলায়-এর খিনাও খীতেঙমা জরা বা ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল হয়।

খিনাও খীতেঙমা জরা— খিনাওগ মুতাসীক সামুং খীংগাই তঙনাই হিনাই সা... আ জরান' হিনু খিনাও খীতেঙমা জরা।

এই কালে বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে '-ইতে থাকিবে','- ইতে থাকিবেন', ইত্যাদি যুক্ত থাকে। যেমন — আমি যাইতে থাকিব; সে দেখিতে থাকিবে; তিনি হাটিতে থাকিবেন ইত্যাদি।

এই ধরণের বাংলা হ্যাঁসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় খীলায়-এর সহিত 'ই/আই/উই'ও পরে 'তঙনাই/তঙগানী ইত্যাদি বসাইতে হয়। যেমন —

ই ককবাতাং (Affirmative Sentense) ঃ

ক) আমি যাইতে থাকিব — আঙ থাংগই তঙনাই।

খ)তুমি যাইতে থাকিবে — নীঙ থাংগাই তঙনাই।

গ) সে হাঁটিতে থাকিবে — ব হিমাই তঙগানী।

ঘ) তিনি পড়িতে থাকিবেন — ব পড়িউই তঙগানী।

ঙ) আমরা খেলিতে থাকিব — চীঙ থুংলোই তঙনাই।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে নাসূচক বাংলা বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় খীলায় বা মূল ক্রিয়ার সহিত **'ই/উই/আই'** ও পরে ' তঙগীলাক ' বসে। যেমন —

হুহি ককবীতাং (Negative Sentense) ঃ

ক) আমি যাইতে থাকিব না — আঙ থাংগই তঙগীলাক।

খ) তুমি যাইতে থাকিবে না — নীঙ থাংগীই তঙগীলাক।

গ) সে হাঁটিতে থাকিবে না — ব হিমীই তঙগীলাক।

ঘ) তিনি পড়িতে থাকিবেন না — ব পরি তঙগীলাক।

ঙ) আমরা খেলিতে থাকিব না — চীঙ থুং গীই তঙগীলাক।

সিখাই (জ্ঞাতব্য) ঃ কখনও কখনও মূল ক্রিয়ার সঙ্গে **'ই/আই/উই'** উহ্য থাকে।

খ্লাঙৱীকমা (অনুশীলনী)

১। বালায় জরা তামন' হীন ? ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দি ঃ

২। তাবুক জরা তামন' হীন ? তাবুক জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

৩। থিনাঙ জরা তামন' হীন ? থিনাঙ জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

৪। কালনি তাবুক জরা তামন' হীন ? কালনি তাবুক জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

৫। তাবুক আঁং তঙমা জরা তামন' হীন ? তাবুক আঁং তঙমা জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

৬। সীকাঙ জরা তামন' হীন ? সীকাঙ জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

৭। কালনি সীকাঙ জরা তামন' হীন ? কালনি সীকাঙ জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

৮। সীকাঙ আঁং তঙমা জরা তামন' হীন ? সীকাঙ আঁং তঙমা জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

৯। থিনাঙ জরা তামন' হীন ? থিনাঙ জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

১০। কালনি থিনাঙ জরা তামন' হীন ? কালনি থিনাঙ জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

১১। থিনাঙ আঁং তঙমা জরা তামন' হীন ? থিনাঙ আঁং তঙমা জরানি ফুনুকমাৱি ফুনুগাঁই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দিঃ

বেদেক উলনীয়(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ককতানজুইনি ককবরক মাইমুঙ
(বাংলা থেকে ককবরক অনুবাদ)
(চলিত ভাষায়)
তাবুক জরা (বর্তমান কাল; Present Tense)

হ্যাঁ সূচক বাক্য (Affirmative Sentence)

১) আমি বই পড়ি — আঙ বিজাপ পরিঅ (সাধারণ)।
২) আমি বই পড়ছি — আঙ বিজাপ পরিতঙগ (ঘটমান)।
৩) আমি বই পড়েছি — আঙ বিজাপ পরিবাইখা (পুরাঘটিত)।
৪) তুমি সেখানে থেকো — নীঙ আর' তঙদি (অনুজ্ঞা)।

না সূচক বাক্য (Negative Sentence)

১) আমি বই পড়ি না — আঙ বিজাপ পরিয়া (সাধারণ)।
২) আমি বই পড়ছি না — আঙ বিজাপ পরিতঙয়া (ঘটমান)।
৩) আমি বই পড়িনি — আঙ বিজাপ পরিয়াখী (পুরাঘটিত)।
৪) তুমি সেখানে থেকো না — নীঙ আর' তা তঙদি (অনুজ্ঞা)।

জ্ঞাতব্য ঃ

১) সাধারণ বর্তমান কালে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'অ' এবং না সূচক বাক্যে 'য়া' যুক্ত হয়।
২) ঘটমান বর্তমান কালে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে 'উই/আঁই/ই' ও পরে হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'তঙগ' এবং না সূচক বাক্যে 'তঙয়া' যুক্ত হয়।
৩) পুরাঘটিত বর্তমান কালে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'খা' এবং না সূচক বাক্যে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে 'য়াখী/য়াখু' যুক্ত হয়।
৪) অনুজ্ঞায় বর্তমান কালে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'দি' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং না সূচক বাক্যে ক্রিয়াপদের আগে অতিরিক্ত একটি 'তা' যুক্ত হয়।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবরকে অনুবাদ কর ঃ

ক) আমরা পড়ি ।
খ) আমরা ভারতবর্ষে বাস করি ।
গ) সে স্কুলে যায় ।
ঘ) আমি বইটি পড়েছি ।
ঙ) সে এখানে এসেছে ।
চ) রাম পাশ করেছে ।
ছ) আমি ভাত খেয়েছি ।
জ) সদা সত্য কথা বলবে ।
ঝ) একটু বসো ।
ঞ) বিকাশ বল খেলেনি ।
ঘ) চেরাইরগ থুংলাইঅ ।
ঙ) রমেশ সাঁয়' ।
চ) আঙ তাবুকসে ফায়খা ।
ছ) সীরাপসা আচুকদি ।
জ) অর' তা আচুকদি ।
ঝ) মিতা বিজাপ পরি তঙয়া ।
ঞ) নরগ মায় চায়াখু ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ

ক) উতীয় মল' উতীয় উঅ ।
খ) পুব গীলাতাই সাল কাসাঅ ।
গ) আঙ বিজাপ পরিঅ ।

অনুবাদ সহায়ক শব্দাবলী ঃ

ক)

বাস করা (ক্রি) — তঙ
স্কুল — রীঙনক
পাশ করা (ক্রি) — পাস খীলায়
সদা — জততফুরু
সত্য কথা — কক কুবুই
মঙ্গল করা (ক্রি) — হামারি খীলায়
ভগবান — বগীবান/মীতাই
মঙ্গল — হামারি/কাহাম

খ)

উতীয় মল — বর্ষাকাল
কাসা — উঠা (ক্রি)
পুব গীলাতাই — পূর্বদিকে
সীরাপসা — কিছুক্ষণ

সীকাঙ জরা (অতীত কাল; Past Tense)

হ্যাঁ সূচক বাক্য (Affirmative Sentence)

১) সামপারি বই পড়ল — সামপারি বিজাপ পরিখা (সাধারণ)।
২) বিশুরায় বই পড়ছিল — বিসুরায় বিজাপ পরিতঙমানি (ঘটমান)।
৩) করমতি বই পড়েছিল — করমতি বিজাপ পরিমানি (পুরাঘটিত)।
৪) দুকমানি তখন বিদ্যালয়ে যেত — দুকমালি আফুবু রীঙনগ' থাংগ (নিত্য বৃত্ত)।

না সূচক বাক্য (Negative Sentence)

১) সামপারি বই পড়ল না — সামপারি বিজাপ পরিয়াখু (সাধারণ)।
২) বিশুরায় তখন বই পড়ছিল না — বিসুরায় আফুরু বিজাপ পরিতঙয়া (ঘটমান)।'
৩) করমতি বই পড়েনি — করমতি বিজাপ পরিলিয়া (পুরাঘটিত)।
৪) দুকমালি তখন বিদ্যালয়ে যেত না — দুকমালি আফুরু রীঙনগ' থাংয়া (নিত্যবৃত্ত)।

জ্ঞাতব্য ঃ

১) সাধারণ অতীত কালে হ্যাঁ সূচক বাক্যে মূল ক্রিয়ার সহিত 'খা' এবং না সূচক বাক্যে মূল ক্রিয়ার সহিত 'য়াখু/য়াখী' যুক্ত হয়।

২) ঘটমান অতীত কালে মূল ক্রিয়ার সহিত 'ই/আই/উই ও পরে হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'তঙমানি' এবং না সূচক বাক্যে 'তঙয়া' যুক্ত হয়।

৩) পুরাঘটিত অতীত কালে মূল ক্রিয়ার সহিত হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'মানি' ও না সূচক বাক্যে 'লিয়া' যুক্ত হয়।

৪) নিত্য বৃত্ত অতীত কালে মূল ক্রিয়ার সহিত হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'অ' এবং না সূচক বাক্যে 'য়া' যুক্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে অতীত সূচক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবরকে অনুবাদ কর ঃ

ক) রাম স্কুলে গেল।
খ) তিনি সংসার ত্যাগ করলেন।
গ) আমি কাজটি করলাম।
ঘ) গীতা গান গাইছিল।
ঙ) তিনি বক্তৃতা করছিলেন।
চ) ভগবান আমাকে অনেক সুখ দিয়েছিলেন।

ছ) রমেশ এ কাজটি করছিল।

জ) তিনি প্রতিদিন সকালে বেড়াতে যেতেন।

ঝ) আমি রোজ দুধ পান করতাম।

ঞ) তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন।

ট) রবীন তখন এখানে আসত না।

ঠ) অজয়রা বল খেলছিল না।

ড) বাসটি গতকাল আসে নি।

২) বাংলায় অনুবাদ কর ঃ

ক) আং বন হাতিঅ নুগখা।

খ) ব হাঁচ্লেগ' থাংকা।

গ) আং নগ' কিফিলখা।

ঘ) বরগ খুংলাই তঙমানি।

ঙ) আং পরি তঙমানি।

চ) নীঙ হাঁচাবাই তঙমানি।

ছ) ব উাইসা চিনি অর' ফায়মানি।

জ) আং পরীক্ষা হাঁমানি।

ঝ) আং আফুরু বিনি নগ' উরাম উরাম থাংগ।

ঞ) ব ইসকুল' পরিতঙফুরু চিনি নগ' ফায়ৗ।

ট) হাঁচমারি সিয়া ইসকুল'থাংলিয়া।

ঠ) খেলারতি আফুরু চিনি অর' ফায়া।

ড) সরতি কুওগ মায় চাই তঙমানি।

ঢ) জুলেখা আফুরু কুসতাম খায়য়া।

অনুবাদ সহায়ক শব্দাবলী ঃ

সংসার — নুখুঙ	ত্যাগ করা — য়াকার
বক্তৃতা করা — কক নারীগ	সুখ — তঙথকমা
প্রতিদিন — সালবুবুম বুবুম	বেড়াতে যাওয়া — বেরাইনা থাং
পান করা — নাং	মাঝে মাঝে — উরাম উরাম
একবার — উাইসা	বাজারে — হাতিঅ

থিনাঙ জরা (ভবিষ্যৎ কাল ; Future Tense)

হ্যাঁ সূচক বাক্য (Affirmative Sentence)

১) আমি কলকাতা যাব — আঙ কলকাতা থাংনাই (সাধারণ)।
২) আমি কলকাতা যেতে থাকব — আঙ কলকাতা থাং তঙনাই (ঘটমান)।
৩) এ কথাটি তিনি বলে থাকবেন — ম কক ব সাখীনা (পুরাঘটিত)।
৪) সদা সত্য কথা বলবে — জতফুরু কক কুবুই সাদি (অনুজ্ঞা)।

না সূচক বাক্য (Negative Sentence)

১) আমি কলকাতা যাব না — আঙ কলকাতা থাংগ্লাক (সাধারণ)।
২) আমি কল কলকাতা যেতে থাকব না — আঙ কলকাতা থাং তঙগ্লাক (ঘটমান)।
৩) তিনি হয়ত এতক্ষণ বসে থাকবেন না — ব আসীকজরা আচুগাঁই তঙগ্লাকখা (পুরাঘটিত।
৪) কখনও মিথ্যা বলবে না — কুনুফুরু তাতাল তা সাদি (অনুজ্ঞা)

জ্ঞাতব্য ঃ

১) সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে মূল ক্রিয়ার সহিত হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'নাই/আনী/উানী' এবং না সূচক বাক্যে 'গ্লাক/গীলাক' যুক্ত হয়।

২) ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে মূল ক্রিয়ার সহিত 'ই/আই/উই ও পরে হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'তঙনাই/তঙগানী' এবং না সূচক বাক্যে তঙগ্লাক যুক্ত হয়।

৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকালে মূলক্রিয়ার সহিত হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'খীনা এবং না সূচক বাক্যে 'গ্লাকখা/গীলাকখা' যুক্ত হয়।

৪) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় মূল ক্রিয়ার সহিত হ্যাঁ সূচক বাক্যে 'দি' ও না সূচক বাক্যে ক্রিয়াপদের আগে অতিরিক্ত একটি 'তা' যুক্ত হয়।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবরকে অনুবাদ কর ঃ

ক) আমি বই পড়বো।
খ) সে কাল এখানে আসবে।
গ) তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।
ঘ) সে গান গাইতে থাকবে।
ঙ) আমি নাচতে থাকবো।
চ) তুমি লিখতে থাকবে।
ছ) আমি তোমাকে একথা বলে থাকবো।
জ) বাবা এতক্ষণে বাড়ি ফিরে থাকবেন।
ঝ) তুমি হয়তো দেখে থাকবে।

ঞ) তারা হয়তো ইতিমধ্যে এসে থাকবে।

ট) পথ দেখে চলো।

ঠ) কাল এসো।

ড) সমীর এখন এসে থাকবেন।

ঢ) সর্বদা বড়দের শ্রদ্ধা করবে।

ণ) কখনো বিপথে যেও না।

২। বাংলায় অনুবাদ কঁর ঃ

ক) অমল মায় চানাই।

খ) ব বাঁসকাণ্ড তাল' চিনি অর' ফায়নাই।

গ) বরগ আফুবু মায় চাই তঙনাই ।

ঘ) করমতি আফুবু থুউই তঙনাই।

ঙ) রাম বাবু আসীকজরা তঙগ্নাকখা ।

চ) কুনুফুবু কক তাতাল তা সাদি।

ছ) আঙ আফুরু মায় চাই তঙগ্নাক ।

জ) খেলাংতি স্কুল' থাং তঙনাই ।

ঝ) নীঙ ফায়ফুরু আঙ থাং তঙনাই।

ঞ) ব তেই তঙগ্নাকখা।

অনুবাদ সহায়ক শব্দাবলী ঃ

ক)

বই	— বিজাপ/পুথি	কাল	— খীনা
সাহায্য করা (ক্রি)	— চুবা	গান গাওয়া (ক্রি)	— রীচাপ
সাহায্য	— চুবাচু	গান	— রীচাবমুঙ
ইতিমধ্যে	— ইংখেপ'	আগামী	— বীসকাণ্ড
শ্রদ্ধা করা	— খুলুমমুঙ য়াফার	বিপথে যাওয়া	— লামচায়াতাইহি

খ)

আফুবু	— তখন	আসীকজরা	— ততক্ষণ
কুনুফুবু	— কখনো	কক তাতাল	— মিথ্যা কথা

বেদেক উলথাম (তৃতীয়পরিচ্ছেদ)

সীমুঙ ককথাই থেপামুঙ
(প্রশ্নসূচক শব্দের ব্যবহার)

সীবা/সাব' (কে; Who)

তিনি কে - ব সীবা ?

তারা কারা - বরগ সীবা ?

আপনারা কারা - নরগ সাব' ?

সীবান' / সাবন' (কাকে; Whom)

আপনি কাকে চান - নীঙ সীবান' নুহুন ?

সে কাকে ডাকছে - ব সীবান' রিঙগাঁই তঙ ?

এটি কাকে দিয়েছেন - অম' সাবন' রীখা ?

সীবানি / সাবনি (কার; Whose)

এইটি কার বই - ম সীবানি বিজাপ ?

তিনি কার পিতা - ব সীবানি বুফা ?

ঐ কলমটি কার - উ কলম সাবনি ?

তীমা / তাম' (কি; What)

তোমার নাম কি - নিনি মুঙ তীমা ?

তার বাবা কি করেন - বিনি বুফা তীমা খীলাই ?

তীমান/তামন (কোনটিকে)

তুমি কোনটি (কি) নিয়েছ - নীঙ তীমান তিলাংখা ?

তিনি কোনটি (কি)খুঁজতেছেন - ব তামন নাইতুক ?

তিনি কোনটি (কি) চান - ব তীমান' সান ?

তীমানি / তামনি (কিসের)

তিনি কি জন্য আসলেন - ব তীমানি বাগাঁই ফায় ?

এটি কি জিনিস - ম' তীমানি মানাই ?

ঐটি কি বই - উম' তামনি বিজাপ ?

বম' / বব' (কোনটি; Which)

কোনটি তোমার গাড়ী - বম' নিনি মালমুঙ?

এগুলির মধ্যে কোনটি তোমার - অবরগনি বিসিং বম' নিনি?

কোনটি তোমার কলম - বব' নিনি কলম?

বমন / ববন (কোমটিকে)

তোমার কোনটি প্রয়োজন - নিনি বমন' সামুঙ?

আপনি কোনটি ভালবাসেন - নীঙ বমন' হামজাক?

সে কোনটিকেচায় - ব ববন' সান?

বমনি / ববনি (কোনটির)

কোনটির কথা বলেছ - বমনি কক সাখা?

কোনটির জন্য নিবেন - ববনি বাগাই তিলাংনাই?

এটি কোন অংশ - অব' ববনি কসা?

বুফুরু (কখন; When)

আপনি কখন যাবেন - নীঙ বুফুরু থাংনাই?

তিনি কখন আসবেন - ব বুফুরু ফায়নাই?

তুমি কখন এসেছ - নীঙ বুফুরু ফায়কা?

বীক'/বিয়াং/বীর' (কোথায়; Where)

আপনি কোথায় থাকেন - নীঙ বীর' তঙ?

তুমি কোথায় যাও - নীঙ বিয়াং থাং?

কোথায়? দেখছিনা তো - বীর? নুগয়া বীলা

বাহাই (কেমন; How)

আপনি কেমন আছেন - নীঙ বাহাই তঙ?

তিনি কিরকম আছেন - ব বাহাই তঙ?

কেমন করে আসলেন - বাহাইখে ফায়কা?

বীমতাই/বীতাই (কি রকম)

এটি কি রকম জিনিস - ম বীতাইজাত মানাই?

লোকটি কি ধরনের - ম বরক বীমতাই?

ঐটি দেখতে কি রকম - উম' নায়নানি বীতাই?

তামগাই/তীমাঙগাই (কেন; Why)

আপনি যান নি কেন - নীঙ তামগাই থাংলিয়?

তিনি হাসেন কেন - ব তীমাঙগাই মীনীয় ?

আপানারা যাবেন না কেন - নীরগ তামগাই থাংগীলাক ?

ব (কোন)

তিনি কোন লোকটির কথা বললেন - ব ব-বরকনি কক সাখা ?

তুমি কোন কলমটি নিতে চাও - নীঙ ব-কলম তিলাংনা নায় ?

বিমল কোন কাজটি করতে চায় - বিমল ব-সামুঙ খীলায়না নায় ?

সীংমুঙ ককবীতাং (প্রশ্নসূচক বাক্য)

[Interrogative Sentense]

কাল অনুসারে প্রশ্নসূচক বাক্যকে কিভাবে অনুবাদ করিতে হয় এই পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

(১)

কালনি তাবুক জরা

[Present Indefinite Tense]

(অ)

ই ককবীতাং (Affirmative Sentense) ঃ

তুমি কি অসীম — নীঙ অসীম দে?

তুমিই কি অসীম — নীঙদে অসীম ?

তোমার নাম কি অসীম — নিনি মুঙ অসীমদে?

তোমার নামই কি অসীম — নিনি মুঙদে অসীম?

তুমি কি পড় — নীঙ পদে পরি ?

তুমিই কি পড় — নীঙদে পরি ?

তুমি কি রামায়ন পড় — নীঙ রামায়নদে পরি ?

তুমি রামায়ন পড় কি — নীঙ রামায়ন পদে পরি ?

ইহি ককবীতাং (Negative Sentense) ঃ

তুমি কি অসীম নও — নীঙ অসীময়াদে?

তুমি নও কি অসীম — নীঙ য়াদে অসীম ?

তোমার নাম কি অসীম নয় — নিনি মুঙ অসীমযাদে?
তোমার নাম নয় কি অসীম — নিনি মুঙযাদে অসীম?
তুমি কি পড় না — নীঙ পরিয়াদে?
তুমিই কি পড় না — নীঙদে পরিয়া?
তুমি কি রামায়নই পড় না — নীঙ রামায়নদে পরিয়া?
তুমি রামায়ন কি পড় না — নীঙ রামায়ন পরিয়াদে?

সিথাই (জ্ঞাতব্য):

ক) ককবরকে 'দে' জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন। জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, পাত্র, ক্রিয়া বা সর্বনামের সহিত হ্যাঁসূচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

খ) সাধারণ বর্তমান কালে প্রশ্নবোধক হ্যাঁসূচক বাক্যে ক্রিয়া সম জিজ্ঞাসা করা হইলে খীলায় (মূল ক্রিয়া)-এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সহিত ও পরে সম্পূর্ণ খীলায়-টি ব্যবহার করা হয়।

গ) ককবরকে 'য়াদে' নাবোধক জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন। জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি, স্থান, কাল, পাত্র, ক্রিয়া বা সর্বনমের পরে বসে।

কালনি তাবুক জরা
[Present Indefinite Tense]

হঁ ককবীতাং (Affirmative Sentense) ঃ
তোমার কি কোন বই আছে — নিনি কুনু বিজাপদে তঙ?
তাহার সাইকেল আছে কি — বিনি সাইকেল ত-তঙ?
কসমতির কলম আছে কি — কসমতিনি কলম ত-তঙ?

হীহি ককবীতাং (Negative Sentense) ঃ
তোমার কি কোন বই নাই — নিনি কুনু বিজাপ কীরাইদে?
তাহার কি সাইকেল নাই — বিনি সাইকেল কীরাইদে?
কসমতির কি কলম নাই — কসমতিনি কলম কীরাইদে?

সিথাই (জ্ঞাতব্য):

ক) সাধারণ বর্তমান কালে হ্যাঁবাচক প্রশ্নসূচক বাক্যে পীলায় (ক্রিয়া)-এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে ব্যবহৃত জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন 'সে' কখনও কখনও উহ্য থাকে। যেমন — তসে তত-এর পরিবর্তে ত-তত।

খ) সাধারণ বর্তমান কালে নাবাচক বাক্যে কাহারও কোন বস্তু বা কিছু আছে কি নাই এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 'নাই' শব্দটির জন্য 'কীরাই'ও পরে জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন 'সে' বসে।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবরকে অনুবাদ কর :

ক) তোমার নাম কি?

খ) তুমি কে?

গ) এটি কার কলম?

ঘ) তোমার কোনটি প্রয়োজন?

ঙ) তিনি কখন যাবেন?

চ) তিনি কখন থাকেন?

ছ) আপনি কেমন আছেন?

জ) কোনটি তোমার বাড়ী?

২। বাংলায় অনুবাদ কর:

ক) নীঙ সীবা ?

খ) ব সীবান' নাইতুক?

গ) ম সীবানি নক?

ঘ) বিনি মুঙতীমা?

ঙ) নুঙ বীম' তিলাংখা?

চ) বব' বিনি কলম ?

ছ) নীঙ বমনি কক সাখা?

জ) ব বিয়াং থাং?

বেদেক উলবীরীয় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

খীলায়হালক

(বাচ্য ; Voice)

প্রত্যেক মানুষের কথা বলিবার ভঙ্গি একরকম নহে। তাই কথা বলিবার ধ...
ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি অনুসারে তাঙফাঙ (কর্তা) বা-তাঙজাকনা...
-এর সহিত সম্বন্ধ অনুযায়ী খীলায় (ক্রিয়াপদ)-এর রূপভেদ ঘটিয়া থাকে। খীলায়-এ...
রূপভেদকে বলে **খীলায়হালক** বা বাচ্য।

খীলায়হালক— তাঙফাঙ এবা তাঙজাকনাই বাই খীলায় ককথাইনি হালক ... সীলাইজাকমান' হিনু খীলায়হালক

ককবরকে খীলায়হালক চার প্রকার। যথা —

(১) **তাঙফাঙ খীলায়হালক** (কর্তৃবাচ্য)

(২) **তাঙজাকনাই খীলায়হালক** (কর্মবাচ্য)

(৩) **খা-চমুঙ খীলায়হালক** (ভাব বাচ্য)

(৪) **তাঙনীনায় খীলায়হালক** (কর্তাবিহীন বাচ্য)

(১) **তাঙফাঙ খীলায়হালক** (Active Voice) ঃ

যে বাক্যে তাঙফাঙ বা কর্তা মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বলে **তাঙফাঙ খীলায়হা...** বা কর্তৃবাচ্য।

তাঙফাঙ খীলায়হালক— ককবীতাংগ তাঙফাঙ অজামা আঁংখে অ ককবীতাংন হিনু তাঙ... খীলায়হালক।

ক) রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখিয়াছেন — রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি সীয়খা।

খ) সে ভাত খাইয়াছে — ব মায় চাবায়খা।

গ) তিনি আমাকে টাকা দিয়াছেন — ব আন' রাঙ রীখা।

(২) তাঙজাকনাই খীলায়হালক (Passive Voice) ঃ

যে বাক্যে তাঙজাকনাই বা কর্ম মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, হাহাকে বলে **তাঙজাকনাই খীলায়হালক** বা কর্ম বাচ্য।

তাঙজাকনাই খীলায়হালক — ককবীতাংগ তাঙজাকনাই অজামা আঁংখে অ ককবীতানে হিনু তাঙজাকনাই খীলায়হালক। যেমন —

ক) রবীন্দ্রনাথ দ্বারা গীতাঞ্জলি লেখা হইযাছে — রবীন্দ্রনাথ বায় গীতাঞ্জলি সীয়জাগখা।

খ) তাহার দ্বারা ভাত খাওয়া হইয়াছে — ব বায় মায় চাজাগখা।

গ) তাহার দ্বারা আমাকে টাকা দেওয়া হইয়াছে — ব বায় আন'রাঙ রীজাগখা।

৩) খা-চংমুঙ খীলায়হালক (ভাব বাচ্য)ঃ

যে বাক্যে **সাঙজাকনাই** বা কর্ম থাকে না এবং খীলায় (ক্রিয়ামূল)- এর অর্থ প্রধানরূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে বলে **খা-চংমুঙ খীলায়হালক** বা ভাব বাচ্য-এর বাক্য।

খা-চংমুঙ খীলায়হালক— ককবীতাংগ খীলায় অজামা আঁংখে অ ককবীতাংন হিনু খা-চংমুঙ খীলায়হালক। যেমন —

ক) এইবার এইদিকে আসা হউজাক - তাবুক য়াং ফায়থুন।

খ) তাহাকেই যাইতে হইবে — ব- মা থাংনাই।

গ) তোমাকেই আসিতে হইয়াছে — নীঙ-ন মা ফায়কা।

(৪) তাঙনীনায় খীলায়হালক (কর্তাবিহীন বাচ্য)

যে বাক্যে **তাঙফাঙ** বা কর্তা থাকে না এবং **তাঙজাকনাই** বা কর্ম ও খীলায় বা ক্রিয়াপদ উভয়েরই প্রধান্য থাকে, তা হাকে বলে তাঙনীনায় খীলায়হালক বা কর্তাবিহীন বাচ্য।

তাঙনীনায় খীলায়হালক— তাঙফাঙ কীরাই ককবীতাংগ তাঙজাকনাই তাই খীলায় কীনীনায়-ন অজামা আঁংনাই ককবীতানে হিনু তাঙনীনায় খীলায়হালক । যেমন —

ক) সভা শেষ করা হইল — পানদা মীথাকজাগখা।

খ) কোথায় দেখা হইয়াছে — বীর' নুগজাগখা।

গ) ভাত রান্না হইয়াছে — মায় সঙজাগখা।

খীলায়হালক সীলাইমুঙ (বাচ্য পরিবর্তন)

[Voice Change]

তাঙফাঙ খীলায়হালক (Active Voice)

ক) আঙ চিবুক মাসা বুথারখা (আমি একটি সর্প হত্যা করিয়াছি)।

খ) চীঙ সিখা (আমরা জানিয়াছি)।

গ) পুলিশ সিরকন রমখা (পুলিশ চোর ধরিয়াছে)।

ঘ) ব মায় চাখা (সে ভাত খাইয়াছে)।

ঙ) করমতি বিজাপ পরিখা (করমতি বই পড়িয়াছে)।

তাভজাকনাই খীলায়হালক (Passive Voice)

ক) আঙ বায় চিবুক মাসা বুথারজাগখা (আমার দ্বারা একটি সর্প হত্যা করা হইয়াছে)।

খ) চীঙ বায় সিজাগখা (আমাদের দ্বারা জানা হইয়াছে)।

গ) পুলিশ বায় সিকক রমজাগখা (পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে)।

ঘ) ব বায় মায় চাজাগখা (তাহার দ্বারা ভাত খাওয়া হইয়াছে)।

ঙ) করমতি বায় বিজাপপারিজাগখা (করমতির দ্বারা বই পড়া হইয়াছে)।

সিখাই (জ্ঞাতব্য) ঃ

ক) তাভফাঙ খীলায়হালক (কর্তৃ বাচ্য) হইতে তাভজাকনাই খীলায়হালক (ক বাচ্য)-এ পরিবর্তন করিতে হইলে তাভফাঙ (কর্তা) - এর পরে 'বায় এবং খীলায় (ক্রিয়া)-এ সহিত 'জাক' প্রত্যয় যুক্ত করিয়া তাহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়।

খ) তাভজাকনাই খীলায়হালক হইতে তাভফাঙ খীলায়হালক- এ রূপান্তর করিতে হইলে তাভফাঙ-এর পরে ব্যবহৃত 'বায়' এবং খীলায়-এর সহিত ব্যবহৃত 'জাক' প্রত্যয় তুলিয়া দিতে হইবে।

তাভফাঙ খীলায়হালক (কর্তৃ বাচ্য)ঃ

ক) ব থাংনাই (সে যাইবে)

খ) কসমতি থুংথুন (কসমতি খেলা করোক)।

গ) নীঙ আচুগদি (আপনি বসুন)।

ঘ) বরগ চাথুন (তাহারা খাউক)।

ঙ) নীরগ থাংদি (তোমরা যাও)।

খা-চবুঙ খীলায়হালক (ভাব বাচ্য)ঃ

ক) ব বায় থাংজাগনাই (তার যাওয়া হইবে)।

খ) কসমতি বায় থুংজাগথুন (কসমতির দ্বারা খেলা হউক)।

গ) নীঙ বায় আচুকনা ঔংথুন (আপনার দ্বারা বসা হউক)।

ঘ) বরগ বায় চাজাগথুন (জাহাদের দ্বারা খাওয়া হউক)।

ঙ) নীরগ বায় থাংনো ঔংথুন (আপনাদের দ্বারা যাওয়া হউক)।

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ

ক) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিণত করিবার সময় কর্তার পরে 'বার' ও মূল ক্রিয়ার সহিত 'জাক' প্রত্যয় যুক্ত করিতে হইবে।

খ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্যকে কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিণত করিবার সময় কর্তার পরে 'বার' ও মূল ক্রিয়ার সহিত যুক্ত 'দি' -এর পরিবর্তে 'না' এবং সবশেষে 'জাঁগো' বসাইতে হয়।

আত্তনীনীয় খৌলায়হালক- এর ব্যবহার খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না বলিয়া এই সম্বন্ধে পরিবর্তনের নিয়ম বিশেষ আলোচনা করা হয় নাই।

রীতরীকমা (অনুশীলনী)

১। খীলায়হালক তামন' হীন ? ফুনুকমারি ফুনুগাই কককীতাং তাঙনীয় সীয়দি।

২। তাঙফাঙ খীলায়হালক তামন' হীন ? তাঙফাঙ খীলায়হালকনি ফুনুকমারি ফুনু
কককীতাং তাঙনীয় সীয়দি।

৩। তাঙজাকনাই খীলায়হালক তামন' হীন ? তাঙজাকনাই খীলায়হালকনি ফুনুকমারি ফুনু
কককীতাং তাঙনীয় সীয়দি।

৪। খা-চংমুঙ খীলায়হালক তামন' হীন ? খা-চংমুঙ খীলায়হালকনি ফুনুকমারি ফুনু
কককীতাং তাঙনীয় সীয়দি।

৫। তাঙনীনীয় খীলায়হালক তামন' হীন ? তাঙনীনীয় খীলায়হালকনি ফুনুকমারি ফুনু
কককীতাং তাঙনীয় সীয়দি।

৬। তাঙজাকনাই খীলায়হালগ' সীলাইদি:—

ক) রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি সীয়খা।
খ) বিমল মায় চাবায়খা।
গ) অশোক আন'রাঙ খগবা রীখা।
ঘ) অমল আন' মায় চারীখা।
ঙ) আঙ নন বিজাপ কাঙসা রিখা।

৭। তাঙফাঙ খীলায়হালগ' সীলাইদি:—

ক) কমলবাই বিকাশনি য়াগ' রাঙ য়াফারজাকখা।
খ) নীঙবাই ব' মানীয় তীলাঙজাকখা।
গ) ব'বাই নন বীসীক রাঙ য়াফারজাকখা।
ঘ) বন' বীরনি নাইত্থুক কারিজাকখা।
ঙ) রবীন্দ্রনাথবাই গীতাঞ্জলি সীয়জাকখা।

বেদেক উলবা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

কক সাক্ষিলমুঙ (উক্তি পরিবর্তন)

[Narration Change]

ককবরকে 'উক্তি' -র পরিতিশব্দ হল 'সাজাকমুঙ'। বাংলা বা ইংরাজীর ন্যায় ককবরকেও সাজাকমুঙ (উক্তি)' দুই প্রকার। যথা—

১) বাইথাঙ সাজাকমুঙ (প্রত্যক্ষ উক্তি)

২) বুইবায় সাজাকমুঙ (পরোক্ষ উক্তি)

১) বাইথাঙ সাজাকমুঙ [Direct Narration]

যে বাক্য দ্বারা বক্তার বক্তব্যকে সরাসরি অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে তুলিয়া ধরা হয়, তাহাকে বলা হয় বাইথাঙ সাজাকমুঙ বা প্রত্যক্ষ উক্তি।

বাইথাঙ সাজাকমুঙ— কেবনি কক সিদাসিদি সৗয়জাকখে আবন' হনু বাইথাঙ সাজাকমুঙ।

ফুনুকমারি—

ক) রাম সাখা, " আঙ পাশ খৗলায়নাই"—রাম বলিল, " আমি পাশ করিব"।

খ) খুমপুই সাখা ,আঙ তেই থাংগৗলাক—খুমপুই বলিল,"আমি আর যাইব না"।

২) বুইবায় সাজাকমুঙ [Indirect Narration]

যখন একজনের বক্তব্য অন্য একজন প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে বুইবায় সাজাকমুঙ বা পরোক্ষ্য উক্তি।

বুইবায় সাজাকমুঙ — কেবনি ককন' কুবুনি কেব' বিনি উানসুকমাতাই সাজাকখে আবন' হিনু বুইবায় সাজাকমুঙ।

ফুনুকমারি—

ক) রাম সাখা ব পাশ খৗলায়নাই—রাম বলিল সে পাশ করিবে।

খ) খুমপুই সাখা ব তেই থাংগৗলাক—খুমপুই বলিল সে আর যাইবেনা।

কক মাকিলমুঙনী রাইতান (উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম) ঃ

ক) বাইথাঙ সাজাকমুঙ-এ বক্তব্য উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকে। বুইবার সাজাকমুঙ-এ রূপান্তরিত করিবার সময় উদ্ধৃতি চিহ্ন তুলিয়া দিতে হয়।

খ) বাইথাঙ সাজাকমুঙ-এ বক্তার বক্তব্য যে কালে থাকিবে বুইবার সাজাকমুঙ-এ ইহার কোন পরিবর্তন হইবে না। অর্থাৎ কালের কোন পরিবর্তন হয় না।

গ) বাইথাঙ সাজাকমুঙ - এ বক্তা যদি উত্তম পুরুষ হয় তবে পুরুষের কোন পরিবর্তন হয় না।

ঘ) বাইথাঙ সাজাকমুঙ-এ বক্তা যদি মধ্যম পুরুষ হয় তবে বুইবার সাজাকমুঙ-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	বুইবার (পরোক্ষ)
আঙ (আমি)	নাঁঙ (তুমি)
আনি (আমার)	নিনি (তোমার)
আন (আমাকে)	নন (তোমাকে)
চাঙ (আমরা)	নরগ (তোমরা/ আপনারা)
চিনি (আমাদের)	নরগনি (তোমাদের / আপনাদের)
চাচন (আমাদেরকে)	নরগন (তোমাদের / আপনাদের)

ঙ) বাইথাঙ সাজাকমুঙ-এ বক্তা যদি প্রথম পুরুষ হয় তবে বুইবার সাজাকমুঙ-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	বুইবার (পরোক্ষ)
আঙ (আমি)	ব (সে/তিনি)
আনি (আমার)	বিনি (তাহার)
আন (আমাকে)	বন (তাহাকে)
চাঙ (আমরা)	বরগ (তাহারা)
চিনি (আমাদের)	বরগনি (তাহাদের)
চাচন (আমাদেরকে)	বরগন (তাহাদেরকে)

চ) বাইথাঙ সাজাকমুঙ-এ বক্তা যাহাকে বলিতেছেন তিনি যদি উত্তম পুরুষ হয় তবে বুইবার সাজাকমুঙ- এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	বুইবায় (পরোক্ষ)
নীঙ (তুমি/আপনি)	আঙ (আমি)
নিনি (তোমার/আপনার)	আনি (আমার)
নন' (তোমাকে/আপনাকে)	আন' (আমাকে)
নরগ (তোমরা/ আপনারা)	চীঙ (আমরা)
নরগনি (তোমাদের / আপনাদের)	চিনি (আমাদের)
নরগন (তোমাদেরকে / আপনাদেরকে)	চীঙন (আমাদেরকে)

ছ) বাইথাঙ সাজাকমুঙ-এ বক্তা যাহাকে বলিজেছেন তিনি যদি মধ্যম পুরুষ হন তবে বুইবায় সাজাকমুঙ-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত মধ্যম পুরুষের কোন পরিবর্তন হইবে না।

জ) বাইথাঙ সাজাকমুঙ-এ বক্তা যাহাকে বলিতেছেন তিনি যদি প্রথম পুরুষ হন তবে বুইবায় সাজাকমুঙ-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	বুইবায় (পরোক্ষ)
নীঙ (তুমি/আপনি)	ব (সে/তিনি)
নিনি (তোমার/আপনার)	বিনি (তাহার)
নন' (তোমাকে/আপনাকে)	বন (তাহাকে)
নরগ (তোমরা/ আপনারা)	বরগ (তাহারা)
নরগনি (তোমাদের / আপনাদের)	বরগনি (তাহাদের)
নরগনি (তোমাদেরকে / আপনাদেরকে)	বরগন (তাহাদেরকে)
তিনি (আজ)	থানাইসাল (গতদিন)
মিয়া (গতকাল)	উসীকাঙ (গত পরশু)
অর' (এখানে)	আর' (সেখানে)
তাবুক (এখন)	আফুরু (তখন)
খীনা (আগামীকাল)	তাইনি সাল (পরের দিন)

বাক্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী ককবরকেও উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার বাক্যের উক্তি পরিবর্তন নিম্নে আলোচনা করা হইয়াছে।

সাকীলাইমুঙ ককবীতাং
(বিবৃতিমূলক বাক্য)
[Assertive Sentence]

ক) বাইথাঙ সাজাকমুঙ (প্রত্যক্ষ উক্তি) — সামপারি সাখা, " আঙ মিয়া-ন কামিনি ফায়া"।
(সামপারি বলল, " আমি গতকালই গ্রাম থেকে এসেছি")

বাইবায় সাজাকমুঙ (পরোক্ষ উক্তি) — সামপারি সাখা ব উসীকাঙনি সাল-ন কামিনি ফায়া।
(সামপারি বলল সে গতপরশু গ্রাম থেকে এসেছে)

খ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — করমতি সাঅ," আঙ খীনা খুমলীঙগ থাংনাই"।
(করমতি বলল,"আমি আগামীকাল খুমলীঙ যাব")

বুইবায় (প্রত্যক্ষ) — করমতি সাঅ ব খীনা খুমলীঙগ থাংনাই ফন।
(করমতি বলল সে নাকি আগামীকাল খুমলীঙ যাবে)

গ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — রিমা সাখা," আঙ সালকীবাং সীকাঙ দিল্লীঅ থাংকা"।
(রিমা বলল," আমি অনেকদিন আগে দিল্লী গিয়াছি)

বুইবায় (প্ররোক্ষ) — রিমা সাখা ব সালকীবাং সীকাঙ দিল্লীঅ থাংকা।
(রিমা বলল সে অনেকদিন আগে দিল্লী গিয়াছে)

ঘ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — ফীরীঙনাই সাখা," হায়ুঙ সালন কিতিঙগীই পাক'গ।
(শিক্ষক মহাশয় বললেন," পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়")

বুইবায় (প্ররোক্ষ) — ফীরীঙনাই সাখা হায়ুঙ সালন কিতিঙগীই পাক'গ।
(শিক্ষক মহাশয় বললেন পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়)

ঙ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — বুখীরা সাখা," আঙ নন কক থাইসা সানাই"।
(বুখীরা বলল," আমি তোমাকে একটি কথা বলব")

বুইবায় (প্ররোক্ষ) — ব নন কক থাইসা সানাই হিনাই বুখীরা সাখা।
(সে তোমাকে একটি কথা বলবে বলে বুখীরা বলল)

সিধাই (জ্ঞাতব্য) ঃ

ক) বিবৃতিমূলক বাক্যকে 'বুইবায় সাজাকমুঙ'-এ পরিনত করিবার সময় উদ্ধৃত অংশ (Reported Speech)- কে আগে লইয়া আসিলে তাহার পরে একটি 'হিনাই' বসে।

সীমুঙ ককবীতাং
(প্রশ্নসূচক বাক্য)
[Interrogative Sentense]

ক) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — মুরুমুই সাখা," নিনি মুঙ তীমা ?"
(মুরুমুই বলল,"তোমার নাম কি ?")
বুইবায় (প্ররোক্ষ) — মুরুমুই বন' বিনি মুঙ তীমা হিনাই সীংখা।
(মুরুমুই তাকে তার নাম কি বলে জিজ্ঞাসা করল)

খ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — মুনমুন আন' সাখা, "নিনি মুঙ তীমা ?"
(মুনমুন আমাকে বলল," তোমার নাম কি ?")
বুইবায় (প্ররোক্ষ) — মুরুমুই আন আনি মুঙ তীমা হিনাই সীংখা।
(মুনমুন আমাকে আমার নাম কি বলে জিজ্ঞাসা করল)

গ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — বিসুরাই সনজিন সাখা," নীঙ তীমা খীলায়"।
(বিসুরাই সনকে বলল," তুমি কি কর ?")
বুইবায় (প্ররোক্ষ) — বিসুরাই সনজিন ব তীমা খীলায় হিনাই সীংখা।
(বিসুরাই সনজিনকে সে কি করে বলে জিজ্ঞাসা করল)

ঘ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — বুখারায় বীসীরায়ন সীংগ ,"মায় চানাইদে ?"
(বুখাবায় বীসীরায়ন জিজ্ঞাসা করে," ভাত খাবে কি ?")
বুইবায় (প্ররোক্ষ)— বুখাবায় বীসীরায়ন মায় চানাইদে হিনাই সীংগ।
(বুখাবায় বীসীরায়ন ভাত খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করল)

ঙ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)— কসমরায় সীংখা,"নীঙ অমলদে ?"
(কসমরায় জিজ্ঞাসা করল," তুমি অমল কিনা ?")
বুইবায় (প্ররোক্ষ)— কসমরায় আন সীংখা আঙ অমলদে।
(কসমরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি অমল কিনা)

দাগিমুঙ ককবীতাং
(অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)
[Imperative Sentence]

ক) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — কসমতি সাখা," নীঙ য়াং ফায়দি"।
(কসমতি বলল," তুমি এদিকে এসো")

বুইবায় (প্ররোক্ষ) — কসমতি বন আয়াং থাংনানি সাখা।
(কসমতি তাকে সেদিকে যেতে বলেছে)

খ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — ফীরীঙনাই সাখা," নরগ তা কতুগবায়দি"।
(শিক্ষক মহাশয় বললেন," তোমরা গোলমাল করিও না

বুইবায় (প্ররোক্ষ) — ফীরীঙনাই বরগন কতুগয়ানি বাগীই দাগিখা।
(শিক্ষক মহাশয় তাদেরকে গোলমাল না করিতে নির্দেশ দিলে

গ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — সুকুরায় সাখা," আন কিচা তীয় খান রীদি"
(সুকুরায় বলল," আমাকে একটু জল পান করাও")

বুইবায় (প্ররোক্ষ) — সুকুরায় বন কিচা তীয় খানরীনানি কয়খা।
(সুকুরায় তাকে একটু জল পান করাতে অনুরোধ করেন)

ঘ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — বুদলখি সাখা," থাইচুক থাইসা খাকদি'।
(বুদলখি আমাকে একটি আম পাড়িয়া দাও)

বুইবায় (প্ররোক্ষ) — বুদলখি আন' থাইচুক থাইসা খাকনানি দাগিখা।
বুদলখি বলল একটি আম পাড়িতে নির্দেশ দিল)

ঙ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — রসমতি সাখা," তাবুক তা তুকুবায়দি।"
(কসমতি বলল," এখন স্নান করো না")

বুইবায় (পরোক্ষ) — কসমতি বন আফুরু তুকুয়াই তঙনানি দাগিখা।
(কসমতি তাকে তখন স্নান না করতে নির্দেশ দিলেন)

সুরিমুং ককবীতাং
(প্রার্থনাসূচক বাক্য)
[Optative Sentense]

ক) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — বিথাসা হিনখা,"মীতাইরগ, বরগ দাকতি হামাই থাচাগুন"।
(ফকির বলল,"ঈশ্বর, তারা দ্রুতারোগ্য লাভ করুক)
বুইবায় (পরোক্ষ) — বিথাসা মীতাইরগানি থানি বরগ দাকতি হামাই থাচাগুন হিনাই সিনাইখা।
(ফকির ঈশ্বরের কাছে তাদের দ্রুতারোগ্য কামনা করেছেন)

খ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — ব হিনখা,"মীতাইরগ নিনি কাহাম খীলায়থুন"।
(সে বলল,"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন")
বুইবায় (পরোক্ষ) — ব মীতায়রগনি থানি চিনি হামারিনি বাগাই সুরিখা।
(সে ঈশ্বরের কাছে আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছে)

গ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — বুমা হিনখা," বাবা গড়িয়া, আনি চেরাইন মীথাঙদি"।
(মা বললেন," বাবাগড়িয়া আমার শিশুকে রক্ষা করুন")
বুইবায় (পরোক্ষ) — বুমা বাবা গড়িয়ানি থানি বিনি চেরাইন মীথাঙনা বাগাই সুরিখা।
(মা বাবা গড়িয়ার নিকট তার শিশুকে রক্ষা করতে প্রার্থনা করেছেন)

ঘ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — কাচাকতি সাখা,"ভগীবান আন মীথাঙজাবাদি"।
(কাঁচাকতি বলল," ভগবান আমায় রক্ষা কর")
বুইবায় (পরোক্ষ) — কাঁচাকতি ভগীবাননি থানি বন মীথাঙনা বাগাই সুরিখা।
(কাঁচাকতি ভগবানের নিকট তাহাকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছে)

ঙ) বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ) — দুখিরায় সাখা," অ কাইথর চাঙন মায়া খায়দি।"
(দুখিরায় বলল," হে ঈশ্বর আমাদের দয়া করুন।")
বুইবায় (পরোক্ষ) — দুখিরায় কাইথরানি থানি বঙন মায়া খীলায়নানি সুরিখা।
(দুখিরায় ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করেছে)

রাঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। বাইথাঙ সাজাকমুঙ তামন' হান ? ফুনুকমারি ফুনুগাই ককবাতাং তাঙনায় সাম...

২। বুইবায় সাজাকমুঙ তামন' হান ? ফুনুকমারি ফুনুগাই ককবাতাং তাঙনায় সাম...

৩। তলানি ককবাতাংরেগন' বাইবায় সাজাকমুঙগ সালাইদি:—

ক) কসমতি সাখা, "আঙ মিয়া ন কামিনি ফায়া"।

খ) করমতি সাঅ," আঙ খানা খুমলাঙগ থাংনাই"।

গ) বিমা সাখা," আঙ সালকাবাং সাকাঙ দিল্লীঅ থাংকা"।

ঘ) ফারাঙনাই সাখা," হায়ুঙ সালন কিতিওগাই পাক'গ।

ঙ) জুহিরীঙ সাখা," আঙ নন কক থাইসা সানাই"।

চ) ছায়া সাখা," নিনি মুঙ তামা ?"

ছ) মুনমুন আন' সাখা, "নিনি মুঙ তামা ?"

জ) বিসুরাই সনজিন সাখা," নাঙ তামা খালায়"।

ঝ) খাকুফুর বাসারায়ন সাংগ ,"মায় চানাইদে ?"

ঞ) খালাওতি সাংখা,"নাঙ অমলদে ?"

৪। তলানি ককবাতাংরেগন' বাইথাঙ সাজাকমুঙগ সালাইদি:—

ক) বিপ্রাসা মাতাইরগনি থানি বরগ দাকতি হামাই বাচাথুন হিনাই দিয়াইখা।

খ) বিখাতি মাতায়রগনি থানি চিনি হামারিনি বাগাই সুরিখা।

গ) বুমা বাবা গড়িয়ানি থানি বিনি চেরাইন মাথাঙনা বাগাই সুরিখা।

ঘ) করমতি ভগবাননি থানি বন মাথাঙনা বাগাই সুরিখা।

ঙ) পুঙখিরায় কাইথরানি থানি বঙন মায়া খালায়নানি সুরিখা।

চ) কসমতি বন আয়াং থাংনানি সাখা।

ছ) ফারাঙনাই বরগন কতুগয়াই তঙনানি বাগাই দাগিখা।

জ) সুকুরায় বন কিচা তায় খানরানানি কয়খা।

ঝ) পুনলখি আন' থাইপুঙ থাইসা খাকনানি দাগিখা।

ঞ) কসমতি বন আফুরু তুকুয়াই তঙনানি দাগিখা।

বেদেক উলদক (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ককলেনামারি (বিরাম চিহ্ন)

[Punctuation]

অন্যান্য ভাষায় ন্যায় ককবরক ভাষায়ও বাক্যের কোথায় কতটুকু থামিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ককবরকে বিরাম চিহ্নকে বলা হয় ককলেনামারি। ককবরকভাষায় প্রধানতঃ নিম্নেলিখিত ককলেনামারি- গুলি ব্যবহৃত হয়। যথা —

(১)	থাকমারি	(।)	—	পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি,
(২)	থাকচ'মারি	(,)	—	পাদচ্ছেদ,
(৩)	থাকবারা মারি	(;)	—	অর্ধচ্ছেদ,
(৪)	কোলন	(ঃ)	—	কোলন,
(৫)	ড্যাস	(—)	—	রেখাচিহ্ন,
(৬)	কোলন ড্যাস	(ঃ—)	—	কোলন ড্যাস,
(৭)	সীংমারি	(?)	—	জিজ্ঞাসা চিহ্ন,
(৮)	কীমাঙমারি	(!)	—	বিস্ময় চিহ্ন,
(৯)	খুরচামারি	(“ ”)	—	উদ্ধৃতি চিহ্ন,
(১০)	মানজুমারি	(-)	—	হাইফেন বা সংযোজক চিহ্ন,
(১১)	আথুকিরিমারি	(*)	—	তারকা চিহ্ন,
(১২)	খণ্ডমারি	()	—	বন্ধনী ইত্যাদি।

এখন উপরের ককলেনামারি-গুলি ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) থাকমারি (।) ঃ একটি বাক্য যেখানে শেষ হয় সেখানে একটি থাকমারি বা দাঁড়ি বসে। যেমন — কসমতি ফায়খে আঙ থামনাই (কসমতি আসিলে আমি যাইব)।

(২) থাকচ'মারি (,) ঃ সাধারণতঃ কোন বাক্য পড়িবার সময় যেখানে খুব কম সময় বিরামের প্রয়োজন সেখানে থাকচ'মারি বা পাদচ্ছেদ বা কমা বসিয়া থাকে। যেমন — অমিয়, নীঙ তুই আঙ মায় চানাই (অমিয়, তুমি আর আমি ভাত খাইব)।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম এমনকি অব্যয় বা ক্রিয়াপদের একাধিক পদে থাকচ মারি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যেমন — করমতি ফায়কা, লগি ফায়কা (করমতি আসিল, সঙ্গে আসিল কসমতি)।

তৃতীয়তঃ সম্বোধন পদের পরে থাকচ মারি বসিয়া থাকে। যেমন — তাখুক, ফা... (ভাই, এইদিকে আসিও)।

চতুর্থতঃ নামের সহিত ডিগ্রী বা শিক্ষা গত যোগ্যতা লিখিতে হইলে নামের পরে ও ডিগ্রীর পরে থাকচ' মারি বসিয়া থাকে। যেমন — করমতি রিয়াং, এম.এ., এল. এল. (করমতি রিয়াং, এম.এ., এল. এল. বি)।

(৩) থাকবারা মারি (;) ঃ পরিবার সময় যেইখানে থাকচ' মারি বা কমার তুলনায় ... বেশী থামিতে হয় সেইখানে থাকবারামারি বা অর্ধচ্ছেদ বসিয়া থাকে।

যেমন — জবা, ক্রিয়ার কাল; Tense of the Verb. এখানে প্রথমে ককবরকে, ... বাংলা ও সবশেষে ইংরাজীর ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৪) কোলন (ঃ) ঃ কোন বিষয় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য ... শব্দের পরে কোলন বসিয়া থাকে। যেমন — মালমাতারগ ঃ মুসুক, মিসিপ, মায়ু... অবতাইরগ (পশুঃ গরু, মহিষ, হাতি, ছাগল ইত্যাদি)।

(৫) ড্যাস(—) ঃ একটি বাক্যের সঙ্গে অপর বাক্যের সম্পর্ক রহিয়াছে বুঝাইবার জন্য ... বাক্যের পরে ড্যাস বসিয়া থাকে। যেমন — আঙ মায় চাও — আমি ভাত খাই।

(৬) কোলন ড্যাস (ঃ—) ঃ বাক্যে পরবর্তী কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে কোলন ড্যাস বসিয়া থাকে। যেমন — তলানি ককবীতাংরগন কক উানজুই বায় সাঁয়দি... (নিচের বাক্যগুলিকে বাংলায় অনুবাদ কর ঃ—)

(৭) সাঁমারি (?) ঃ এইটি প্রশ্নসূচক চিহ্ন— প্রশ্নসূচক বাক্যের শেষে এই সাঁমারি প্রশ্নসূচক চিহ্নটি বসিয়া থাকে। যেমন — নাঁও তাঁমা খাঁলায় ? (আপনি কি করেন?)

(৮) কাঁমাআমারি (!)ঃ আনন্দ, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, বিস্ময় ইত্যাদি কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টি দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহার পরে কাঁমাআমারি বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসিয়া থাকে। যেমন আয়া ! বেলাই দুখু মানখা (উঃ! ভীষণ ব্যথা পাইয়াছি)।

(৯) খুরচামারি (" ") ঃ অপরের বক্তব্যকে হুবহু উল্লেখ করিতে হইলে বক্তব্যটির উভয় পার্শ্বে খুরচামারি বা উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। যেমন — নকসিরায় সাখা, " নাঁও ...

খীলায় ?" (নকসিরায় বলিল," তুমি কি কর ?")

(১০) হাইফেন (-) ঃ দুই বা ততোধিক পদকে একসঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য মানজুমারি বা হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন— রাঙ-পুইসা (টাকা-কড়ি)।

(১১) আথুকিরিমারি (*) ঃ কোন নির্দিষ্ট বাক্য বা শব্দকে বিশেষ ভাবে প্রদর্শন বা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আথুকিরিমারি বা তারকা চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যেমন— ত্রিপুরা হাম রয়েল বেঙ্গল কীরাই — ত্রিপুরা রাজ্যে বাঘ নাই। রয়েল বেঙ্গল - মীসা (বাঘ)।

(১২) খজমারি () ঃ কাহারো বক্তব্যের মধ্যে কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ অথবা বিকল্প কোন শব্দ বা উক্তি পৃথকভাবে উল্লেখ করিবার জন্য প্রয়োজন মত প্রথম (সীকাঙ), দ্বতীয় (কীচার) ও তৃতীয় (পাইথাক) খজমারি বঁটো বন্ধনী ব্যবহার করা হয়।

যেমন — বিমল মাই চাম (বিমল ভাত খায়)। এইখানে প্রথম বাক্যে ককবরক এবং বন্ধনীর ভিতরে বঙ্গানুবাদ প্রদর্শিত হইল।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। তলাম সীয়জাক ককরগন' কক লেনা মারি আচুকরিউই সাজগীই সীয়দি।

তাঙফাঙ খীলায়হালক তামন' হীন তাঙফাঙ খীলায়হালকনি ফুনুকমারি ফুনুগীই ককবীতাং তাঙনীয় সীয়দি বিগ্রাসা মীতইরগনি থানি বরগ দাকতি হামীই বাচাথুন হিনাই দিয়ইখা বিখাতি মীতায়রগনি থানি চিনি হামারিনি বাগীই সুরিখা বুমা বাবা গড়িয়ানি থানি বিনি চেরাইন মীথাঙনা বাগীই সুরিখা করমতি ভগীবাননি থানি বন মীথাঙনা বাগীই সুরিখা পুঙখিরায় কাইথরানি থানি বঙন মায়া খীলায়নানি সুরিখা কসমতি বন আয়াং থাংনানি সাখা ফীরীওনাই বরগন কতুগয়াই তঙনানি বাগীই দাগিখা সুকুরায় বন কিচা তীয় খানরীনানি কয়খা পুনলথি আন' থাইপুঙ থাইসা খাকনানি দাগিখা কসমতি বন আফুরু তুকুয়াই তঙনানি দাগিখা

অষ্টম অধ্যায়

বীথাক উলচার

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

কক খচরমুঙ (বহুপদের একপদীকরণ)

আচায় দরপনি সিমি থীয়াসাক	—	লাংমা তঙসাক
(জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত)		(আজীবন)
আমানি বদলা আমা	—	মাতয়
(মায়ের বদলে মা)		(বিমাতা)
আপসা কীলীয়ন বাদুল রানাই	—	কুমাজীক
(আতুর ঘরে শিশুনারি ছেদকারিনী)		(ধাত্রী)
আমানি হানকজীক	—	আতয়জীক
(মায়ের বোন)		(মাসি)
আমানি ফায়ুঙ	—	মামা
(মা-র ছোট ভাই)		(মামা)
আফানি সীলাই অকরা	—	য়ঙ
(বাবার জেষ্ঠ্য ভ্রাতা)		(জ্যাঠামাশাই)
আফানি কুসু	—	খীরা
(বাবার ছোট ভাই)		(কাকা)
আঙখীরানি হিকজীক	—	আঙখিরিজীক
(আমার কাকার পত্নী)		(কাকিমনিশ)

ঔাংমুঙরগ সই সই সিনাই		সই সিকাগাও
(সম্যক জ্ঞান আছে যার)		(বিজ্ঞানী)
উাইসা অকতাইমে তেই অকতাইয়া	—	থালিকথানজি
(যে নারীর একটি মাত্র সন্তান)		(কাকবন্ধ্যা)
লাচিমা হাই সামুঙ	—	লচাচিমাসিনচা
(লজ্জা পাবার যোগ্য)		(লজ্জাজনক)
উল' আচায়নাই	—	কুসু
(পশ্চাতে জন্মেছে যে)		(অনুজ)
সীকাঙ আচায়নাই	—	অকরা
(অগ্রে জন্মেছে যে)		(অগ্রজ)
উকলগ' বুয়নি মুঙগাই কক সানাই	—	বুয়ন সেজানাই
(পশ্চাতে পরের নিন্দা করে যে)		(পরনিন্দুক)
উাক তনিমা নক	—	উাহানক
(শূকর রাখার ঘর)		(শূকরালয়)
উাকন চাথাই চারিমা তীক	—	উাহাতীক
(শূকরকে খাবার খাওয়ানোর হাড়ী)		(শূকর-হাড়ী)
উাকন চাথাই রিমা মানাই	—	উাক রাঙখুঙ
(শূকরকে খাবার দিতে ব্যবহৃত বস্তু)		(শূকর-হাতা)
উাবায় উাজাক রি বকসামা মানাই	—	মাজাও
(বাঁশবোনা কাপড় ছড়ানের বস্তু)		(বাঁশ মাচা)
উাক বীরীয় বীসা মানজাক	—	ডাকমা
(ছানা প্রাপ্ত শূকরী)		(শূকর-মাতা)
কীবাংমো সীরীঙগাই খাঅ চবজাক	—	এলেম কীরীঙ
(কোন বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানেন যিনি)		(বিশেষজ্ঞ)
কাইজাকনাই চালান চুবানাই	—	আয়া
(বিয়ে বাড়ীর বরকে সাহায্যকারী)		(বর সাহায্যকারী)

কাইজাকনাই বীরীয়ন চুবানাইজীক	—	আয়াজীক
(বিয়ে বাড়ীর কনেকে সাহায্যকারী মহিলা)		(কনে সাহায্য কারীরী)
কাইজাক ফুরু চালানি লগিঅ থাংনাইরগ	—	চালানসণ্ড
(বরের সহযাত্রী যারা)		(বরযাত্রী)
কাইজাকফুরু বীরীয়নি লগিঅ তঙসকনাইরগ	—	বরীয়সণ্ড
(কন্যার সহযাত্রী যারা)		(কনে যাত্রী)
কুণ্ডকিলা পুণ্ডমুণ্ড	—	কুহু কুহু
(কোকিলের বর)		(কূজন)
কাহাম হাময়া উানসুকনা রীঙজায়া	—	সুসুঙ
(ভাল মন্দ বোধ নেই যার)		(নির্বোধ, অবোধ)
কাহাম হাময়া, উানসুগীই য়াপরি সেনাই বরক	—	উানসুক কীরীঙ
(ভাল মন্দ চিন্তা করে কাজ করেন যিনি)		(চিন্তাবিদ)
খুনজুঅ কানমা সীনামজাক খুম	—	উাখুম
(কর্ণে পরিধেয় ফুল)		(কর্ণফুল)
খুনজুনি কীলাম	—	খুনজুলাম
(কর্ণের ছিদ্রপথ)		(কর্ণছিদ্র)
খুমন সলনাই মুই	—	মুইখুমু
(ফুলের সদৃশ সব্জী)		(মাসরুম)
খীনাই সিলমানি সেং বীসা	—	সেংসা
(মাথা নেড়ার যন্ত্র বিশেষ)		(খুর)
খরগ' বুলজাকনাই রি	—	পাকুরি
(মাথায় পেচানো কাপড়)		(পাগরি)
খরগ' বীখনাই কীরাই	—	পিলানদা
(মাথায় চুল নেই যার)		(নেড়া)
খরগ সেদেরীই খীনাই রাজাক	—	খরকথুনতা
(মুন্ডিত মস্তক যার)		(মুন্ডিত মস্তক)

খরকসানি সামুঙ য়াচাকসকনাই	—	য়াকচু
খী-ব খাইঅ, তী-ব তাইঅ	—	খাইসুমু তাইসুমু
(টকও লাগে মিষ্টিও লাগে)	—	(টকমিষ্টি)
চবাঅ বুয়ন মেচেননাই	—	কাঁপলাই
(যুদ্ধে জয় করেছেন যিনি)	—	(বিজয়ী)
চবাঅ বুয়নি য় াগ' চেননাই	—	কেচেন
(যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন যিনি)	—	(বিজিত)
চা-ব চাকয়া, চাকয়াই-ব তওয়া	—	চাক র-র
(পূর্ণরাঙাও নয়, অরাঙাও নয়)		(ইসৎ রাঙা)
চীলা-ব য়া রীবীয়-ব য়া	—	গুরুমান
(পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়)		(হিজরা)
চেরায়ফুরুনি সিমি	—	চেরায় ফাওসিনি
(শৈশবকাল হতে)		(আশৈশব)
চালায় কাইসানি বরকরগ	—	সাক-চালাই
(সঙ্গী হিসাবে বিচরণ করে যে)		(সহচর)
চাঙগ বরমা ফারাসা রি	—	পুদরি
(কোমর তাঁতে ব্যবহৃত ছেড়া টুকরে কাপড়)	—	(নেংটি)
চানা মায় কীরাই	—	মাচায়া
(যার ভাতের অভাব আছে)		(হাভাতে)
জততনি কুসু	—	থাইথাক
(সকলের ছোট)		(সর্ব কনিষ্ঠ)
জততনি সীকাঙ আচায়নাই বীসা	—	অকীরাসা
(সর্ব জ্যাষ্ঠ যে পুত্র সন্তান)		(জ্যাষ্ঠ পুত্র)
জততনি সীলাই হামজাককুকমা বীসা	—	খাচুকসা

(সর্বাধিক স্নেহের সন্তান)		(স্নেহভাজন)
জতত‌নি কুসু য়াসি	—	য়াসি কতই
(সর্ব কনিষ্ঠ যে আঙ্গুল)	—	(কনিষ্ঠ)
জতত‌নি কতর য়াসি	—	য়াসিমা
(সর্ব বৃহৎ যে আঙ্গুল)		(বৃদ্ধাঙ্গুল)
জতত‌নি কতর বায়	—	বায়করত
(বড় যে দিদি)		(বড়দি)
জতত‌নি কতর দারা	—	দাকতর
(বড় যে দাদা)		(বড়দা)
তক হাই ফিলিক ফালাক আঁংতীরাংনাই	—	তখবাইলিক
(মুরগীর ন্যায় এদিক-ওদিক যাওয়া)		(চঞ্চলমতি)
তীয়মা খরনীয়নি বীপীরা	—	তীয়পীরা
(দুইটি নদীর মিলনস্থল)		(নদীসঙ্গম)
তীয় বীপীরাঅ সীকাঙ তঙবুনাই	—	তিপ্রা
(নদী সঙ্গমে অগ্রে আগন্তুক যারা)		(ত্রিপুরা)
তু-ব তুংয়া, তুংয়াই-ব তঙয়া	—	তুংলুলুক
(গরমও নয়, ঠান্ডাও নয়)		(ইসৎ গরম)
তী-ব তীইয়া, তীইয়াই-ব তঙয়া	—	তীইলীলীক
(মিষ্টিও নয়, অমিষ্টিও নয়)		(ইসৎ মিষ্টি)
তালুকাঅ বীথীনাই কীরাই	—	পিলানদা
(তালুতে চুল নেই যার)		(নেড়া)
তীয় খকমা দীখাই	—	তীয়দুক
(জল তোলার দড়ি)		(জলদড়ি)
তীয় হাময়া তনিমা মানীয়	—	হাতিনি

(নোংরা জল রাখার পাত্র)		(জলপাত্র)
তীয় রঙমা হাখর	—	তীয়খর
(জলের আধার)		(জলাধার)
তীয়নি বের' তীয়কতর	—	তীয়ুঙ (সমুদ্র)
তীয়' মানথকমা মুই	—	তীয়মুই
(জলে প্রাপ্য তরকারি)		(জলজ তরকারি)
তীয় ফায়মানি মুক	—	তীয়মুক
(জলের উৎস স্থল)		(জল-উৎস)
পেরনাইজাত মানীয়	—	পেরনাই-মানীয়
(যা সশব্দে বিস্ফোরন ঘটে)		(বিস্ফোরক)
মীয়তু খীলায় রিমা হাইখে সীয়মা	—	সীয়মীয়তু
(স্মরণ করে দেয় যে লিপি)		(স্মারক লিপি)
সেজামা হাই সামুঙ	—	সেজাথাই
(যা নিন্দা করার যোগ্য)		(নিন্দনীয়)
সেলেংমা হাই সামুঙ	—	সেলেৰংমাসিনসা
(ঘৃণা করার যোগ্য)		(ঘৃণা)
নক আরিগানা তঙনাই	—	নকারি
(যে কাছে বাস করে)		(প্রতিবেশী)
হাচীক' তঙ নাইসা	—	হাচীকসা
(গিরিতে অবস্থান করেন যিনি)		(গিরিশ)
বিহিক তেই বীসাই	—	হিকসাই
(জায়া ও পতি)		(দম্পতি)
লাইতেসাখে লাইসু মানয়া জাগা	—	লাইসুথগয়া
(যেখানে সহজে গমন করা যায় না)		(দুর্গম)
লেরাই সামুঙ তাঙনাই বরক	—	কেলের

(বিলম্বে কাজ করে যে)		(দীর্ঘসূত্রী)
লাইতেসাথে মানয়া মানীয়	—	মানথগয়া
(যা সহজে পাওয়া যায় না)		(দুষ্প্রাপ্য)
বুয়নি আংগাই সামুঙ তাঙনাই	—	আদঙ
(যে অপরের হয়ে কাজ করে)		(প্রতিনিধি)
বলঙগ তঙনাইজৗক	—	বলাংতি
(পর্বতের কন্যা)		(পার্বতী)
নৗঙনা বাগৗই তৗয়	—	নৗঙজাগানাই
(পানার্থে জল)		(পানীয়)
মৗরৗগনা সামুঙ খৗলায়নাই	—	মৗরৗগনাই
(যে পাহাড়ার কাজ করে)		(পাহারাদার)
পরিনা বাগৗই পুথি	—	পরিজাগনাই
(যা পাঠযোগ্য)		(পাঠ্য)
লাইতেসাথে সিজাগায়া	—	সিথগয়া
(যা সহজে জানা যায় না)		(দুর্জ্ঞেয়)
বলাইমা হাই সামুঙ	—	বলাইথাই
(যা প্রশংসার যোগ্য)		(প্রশংসনীয়)
খৗলায়মা হাই সামুঙ	—	খৗলায়থাই
(যা করার যোগ্য)		(করণীয়)
মানমা হাই মানীয়	—	মানথাই
(যা পাওয়া উচিত)		(প্রাপ্য)
চেংফুরু খৗলায় থতক	—	চেংথতক
(যা আরম্ভে মধুর)		(আপাতমধুর)
কৗসতাম কৗরৗই বরক	—	বিগরা
(যার কিছু নেই)		(নিঃস্ব, অকিঞ্চন)
সাকন বুথারনাই বরক	—	সাক বুথারজাকনাই

(যে আপনাকে হত্যা করে)		(আত্মঘাতী)
আইনন' তীয়াই কীরীঙ বরক	—	আইকীরীঙ
(আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি)		(আইনজ্ঞ)
রীজাগনাই মানীয়	—	রীথাই
(যা দিতে হবে)		(প্রদেয়)
মুঙসান তীয়াই কাহামখে সিনাই	—	কীরীঙ
(কোন বিষয়ে যে উত্তমরূপে জানে)		(বিশেষজ্ঞ)
বীসাই কীরীই বীরীয়	—	রানদি
(পতি বিয়োগ ঘটেছে যার)		(বিধবা)
কিরিমা হাই সামুঙ এবা মানীই	—	কিরিমসিনসা
(ভয় দায়ক যা)		(ভয়ঙ্কর)

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। কক খচরীই সীয়দি :

ক) কিরিমা হাই সামুঙ এবা মানীই। খ) মুঙসান তীয়াই কাহামখে সিনাই। গ) আইনন' তীয়াই কীরীঙ বরক। ঘ) কীসতাম কীরীই বরক। ঙ) লাইতেসাথে সিজাগায়া। চ) তক হাই ফিলিক ফালাক আীংতীরীংনাই। ছ) চা-ব চাকয়া, চাকয়াই-ব তঙয়া। জ) উীইসা অকতীইখে তেই অকতীইয়া। ঝ) উকলগ' বুয়নি মুঙগীই কক সানাই। ঞ) আচায় দরপনি সিমি থীয়াসাক।

২। কক সুখরুবীই সীয়দি :

ক) রানদি, খ) খীলায়থাই, গ) কীপলাই, ঘ) অকরা, ঙ) তিপ্রা, চ) সুসুঙ, ছ) লাইসুথগয়া, জ) কুহু কুহু, ঝ) মাতয়, ঞ) এলেম কীরীঙ।

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

কক বিফিরিঙ বায় কক বীকীরায়

(বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ বাক্য)

অ

অকাল কুষ্মাণ্ড — অলমবুস।

অকালে কি না খায় — অক খুইফুবু মীসা হারবক চাঅ।

অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাশ ট্যাশ — চেরাইফুরু মুফুন মায়াখে তরাই কীগ্‌ আঁংগ।

অকর্মণ্যের ভোজন সার — চাথানি চুগ' সামুঙ তাঙথানি চুগয়া।

অকালের তাল বড় মিষ্টি — মানথগয়া মানাই মানখে খাঅ তঙথকমা ফায়'।

অকেজো বউ লাউ কুটতে দড় — সামুঙ রীওয়া হামজীক সাইলা কীচাকন' কিরিজাগ'।

অঙ্গার শতবার ধুলেও ময়লা ছাড়ে না — সাই খিতুং উাসুংগ দাফানী পেঙয়া।

অতি আশা নিস্ফলা — কীবাং খাতুংখাজা হাময়া।

অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার — নখা গুরুমাসীক উাতীয় উায়া।

অতি দর্পে হত লঙ্কা — বেলাই তরখে বায়াই কীলাইঅ।

অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ — কীবাং হামজাগলাইখে দাতি কাগলাইঅ।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ — কীবাং ফুনুগনাই তমুঙ চায়া।

অতি মন্থনে বিষ উঠে — আতি থক কীবাং মিলিগয়া, আতি থক কীবাং মতময়া।

অতি সারে শস্য নষ্ট — মুসকি কলমনি মায় বাঙগাই কীলায়ু।

অধর্মের পথ বড়ই সরল — হাময়ানি সামপা কাহামনি হাকচাল।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট — চীলারগ কীবাং গুংরা খাজাগয়া।

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়া — আনদার' হাদুল খিতার।

অন্ধকে দর্পন দেখানো — কানারগন' আইনা ফুনুক।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা — চিবুকন' নুগাই লাথা।
অবোধের সাত খুন মাপ — সিয়ানি দুস কাঁরাই।
অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকিয়ে যায় — কীপাল হাময়া রাঁঙসাফুবু চংপ্রেং দুদুক চঅ।
অভাবে স্বভাব নষ্ট — খীনাই থক কাঁরাই সাঁকাল রীঙথক।
অপরাধ করে এক, শাস্তি পায় আরেক — তপসি মায় চাঅ' রজঙ তকজাগ'।
অল্প জলের মাছ — তীয় থেনেনি আ, বাহারমা বারা।
অসৎ কাজের বিপরীত ফল — চায়া সামুঙনি হায়া য়াগুল।
অন্ধের যষ্ঠি — মীনাকনি আথুকিরি বকল।
অসারের তর্জন গর্জন সার — সাঁইমা টিংটিরিং সীংমা মাঙসে।
অহংকার পতনের মূল — বেলাই তরখে বায়াই কীলাইঅ।
অদৃষ্টের লিখন, কে করে খন্ডন — কীপালনি লামবাক থিবিই মানয়া।

আ

আকাশ কুসুম কল্পনা করা — খুরিঅ আচুগাই আথুকিরি খাক।
আগুনের কাছে ঘি গলে — হরনি গানা তনিখে গি উনগ'।
আগে তেঁতো, শেষে মিঠে — সাঁকাঙ কীখা, উল' কীতাই।
আদা জল খেয়ে লাগা — চাংগ রি খাউই তাঙ।
আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় — সাক সাক তরজাকনাইন' কেব কতর হিনয়া।
আজকে রাজা কালকে ফকির — তিয়ারি তীয়খেরেঙ খাঅ, তীয়খেরেঙ তিয়ারিখাঅ।
আগে ঘর, তবেতো পর — নক তাঙবাই হিক তুবদি।
আগের হাল যে দিকে, পিছের হাল সে দিকে — বখরক থাংথানি খিতুং থাং।
আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে — হর রমীইদে য়াক খাময়াই তঙ।
আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ — সিনজ'নি মাখুমাই খামানি।
আপন পায়ে কুড়োল মারা — বাইথাঙনি হাময়া খীলায়।
আপন ভাল পাগলেও বুঝে — নিজিনি কাহাম কবর-ব সিঅ।
আপন হাত জগন্নাথ — বাইথাঙনি ফান-ন ফান।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম — নিজি বানচিখে বুইনি কক।
আয় না বুঝে ব্যয় — খিখরক নাইয়া থাইপল' মনক।

আচার আছে বিচার নাই — খিমানি খিখরক সুয়া, খুপুইমানি সুনাই।

আমের চেয়ে আঁটি বড় — বাথাইনি সাই বকং, কতর।

আশা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত — আউাস কীবাং, লাংমা বারা।

আকাশে থুথু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে — নখা নায়সাই খুকতীয় মুসুখে সাগনি সা কীলাইঅ।

আকাশে উড়লেই চিল হয় না — নখাঅ বিরমাং দে তলিং আঁং।

ই

ইঁচড়ে পাকা — অমরনি সীলাই কক চাকীরা।

ইচ্ছা থাকে যার উপায় হয় তার — ডানামা তঙখে বরক থীয়য়া।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় — খাঅ তঙখে য়াক চুগ'।

উ

উঠন্তি মূলু পত্তনেই চেনা যায় — নবার ফায়খে চুমুই কবন'।

উঠে পড়ে লাগা — চাংগ রি খাউই তাঙ।

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে — চানাই তপসি, বুজাগনাই রজঙ।

উভয় সংকট — হলং কেসেপনি তকতীই।

উলু বনে মুক্ত ছড়ানো — হুডাচেংগ মায়চালীই পিনু।

উসকো মাটিতে বিড়াল হাগে — বেরা কিচিক নুগীই পুনমা সীনার'।

এ

এক হাতে তালি বাজে না — সাইচুং রীচাপমাবায় পান্দা গুরুয়া।

এক পাঠা তিনবার কাটা — পুন মাসান' উাইবীসীক তান?

এক মাঘে শীত যায় না — মাইসিং কুসুঙসাবায় কীচাংমা পাইয়া।

এক গোয়ালের গরু — গুডাইনক খুংসানি মুসুক।

এক বিলের মাছ — তিয়ারি খরসানি আ।

ও

ওঝার ঘরে নিত্য জ্বর — অচাইনি নগ' বেমার কাগয়া।

ওজন না বুঝে ভোজন করা — খিখরকন' উানসুগয়া থাইপল' মনক।

ক

কথায় কথা বাড়ে — কক সাখে কক বাংগ'।

কড়ি হলে বাঘের দুধ মেলে — রাঙ তঙখে মীসানি দুধ মানথগ'।

কল্পনা সত্য নয়, বাস্তবই সত্য — খা কামা নাঙয়া, গথগমা নাঙগ।

কপালের লিখন, না যায় খন্ডন — কীপালনি লামবাক, খিবিই মানয়া।

কয়লা না ছাড়ে ময়লা — সাঁই খিতুং উাসুংগ দাফানী পেঙয়া।

কষ্ট বই ইষ্ট নাই — আ রমনাখে হারপেক নাঙগ।

কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরা — উা কীথাঙগ গুন উার।

কাঁচায় নোয়না বাঁশ, পাকলে করে ট্যাসট্যাস — চেরাইফুরু মফুন মায়াখে তরাই কীথাঙ আঁংগ।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা — চর বাই চর খায়।

কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই — আমিঙ বলঙন' তনক তা ফুনুগদি।

কষ্ট যার কেষ্ট তার — সেলেংখে লের, সীরাংখে রাঙ।

কাজ করলে ফল পাবেই — খীলাই তঙগীইদে বীথাই মানয়া তঙ।

কাজ করে এক, নাম কুড়ায় আরেক — দামরা মায় তাঙ, চেখরা মুঙ তাঙ।

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি — তাপাঙ হাকীরা তানলাইফুরু ফায়দি। চেরাইরগ ফায়দি, মালা ফাগুনা চানা ফুরু থাংদি চেরাইরক থাংদি।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে — কীসা কীথাঙগ চাখীয় লু।

কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ — খরকসানি কাবমুঙ, তেই খরকসানি মীনীয়মুঙ।

করে জনের লাজ নাই, দেখে জনের লাজ — খিনাই লাচিয়া, নুগনাই লাচিঅ।

কারণ বিনা কার্য হয় না — কীসা কীরাইদে থামপুই বা।

কালনেমির লঙ্কা ভাগ — আচাইয়াসানি বাসি তাক।

কিলে ভূত পালায় — য়ামুসুঙ সকখে-ন সীকাল কলবমা হাম'।

কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না — সাঁইনি বহগ গি চর মায়া।

কুয়োর ব্যাঙ — কুউা বসিংনি য়ংগীলা।

কুসংবাদ বাতাসের আগে ধায় — হামর্য়া কক নবার বাই বাকসা।

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা — খুকতাই রীউই থামপুই রম।

খ

খাবার সময় শোবার চিন্তা — চাথানি হাচিং লেখা।

ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্য কাঁদে — মায় বীতীয়সে মা নীওয়া থক গি সানু।

খিদে থাকলে বাঘে ঘাস খায় — অক খুইখে মীসা হারবক চাঅ।

খেতেও পারি না, ফেলতেও পারি না — চানাখে বেক্রেং খিবনাখে বাহান।

খেতে জানে যে, রাঁধতে জানে সে — চানা কীরীওখে সওনা-ব রীওগ।

গ

গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা — আনি থকবাই আ সের।

গভীর জলের মাছ — তীয় কুথুকনি আ।

গায়ে মানে না আপনি মোড়ল — সাইচুং সাক কাইসা, পজা পাইজাগয়া।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল — মায়ুও থীয়য়াসানি বুডা বাগলাই।

গোবর গনেশ — তরমামাং লকমামাং।

গোবরে পদ্মফুল — মুসুক বহগ' মীসা আচায়।

গায়ে কাটা দেওয়া — কীচাংমা বীথায় থাই।

গিলতেও পারিনা, ফেলতেও পারি না — চানাখেবা বেকেং খিবনাখেবা বাহান।

ঘ

ঘটকালী করতে গিয়ে বিয়ে করা — রায়বায় বীচাথানি কাইজাগাই ফায়।

ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি — কাইজাগনা রাও নাও, নক তাওনা উারুক নাও।

ঘোলা জলে মাছ ধরা — তীয় বুমুঅ আ রম।

ঘটনা ছাড়া রটনা হয় না — খাম তাময়াই পুওয়া।

ঘরে বাঘ বাইরে বিড়াল — নকনি তকজীলা ফাতার' সাইজীলা।

ঘরের ইঁদুর বেড়া কাটে — নকনি সিনজ' বেরা উার'।

ঘৃহ শত্রু বিভীষণ — খুরিঅ আচুগাই খচাই ফুইনাই।

চ

চুন খেয়ে গাল পুড়েছে, দই দেখলে ভয় হয় — চুনদাই চাউই বীসালাই কুগখা, দই নুগাই কিরি।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে — উফাক লাইবাই লামা সাইঅ।

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী — মুসুকদে তামমুওনি ককমাও সি।

চোরে চোরে মাসতুতু ভাই — সিন্দাল বাই সিন্দাল রিগনাই থানসা।

চেনা বামুনের পৈতা লাগে না — সিনিজাক অচায় দা রামদা নাঙয়া।

চোখের বালি — মকলনি ফন, য়াকুংনি চর।

চাকরকে নির্দেশ দিলে সে তার নীচের চাকরকে নির্দেশ দেয় — সেলেংন' থলখে বালিন' থল'।

চোরে চোরে আত্মীয়তা — সিকক বায় সিকক সিনিলায়ু।

চোখে ধুলা দেওয়া — মকল' হাদীলীয় সার।

ছ

ছায়ায় ভূত দেখা — সামপ্লি নুগুই কিরিমা হাপ।

ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে — তখাবা তীমা পুঙয়াই তঙ, ইমাংবা তীমা নুগয়াই তঙ।

ছোট মুখে বড় কথা — অমরনি সীলাই কক চাকীরা।

ছেলের মুখে বুড়ো কথা— অমর কুসু কক কীরাক।

ছ মন ঘি হবে না, রাধার নাচন হবে না — উতীয়-ব থাগয়া তপসি-ব কাগয়া, দিবর মায় মা চালিয়া।

ছেলের হাতের মোয়া — বুফাঙ হা কীরাই রীথাই।

জ

জল দিয়ে জল বার করা — চর বায় চর খীয়।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ — হলং বেসেরনি তকসা।

জোর যার মুলুক তার — ফানগীনাঙনি-ন সাল।

জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি — তীক থ্রাগীইদে সরক তাগয়াই তঙ।

জলের মাছ জলেই যায় — তীয়নি আ তীয়'-ন থাংগ।

ঝ

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায় — তীয়নি আ, তীয়' থাংগ।

ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো — সাজীকন' বুউই হামজীকন' ফীরীঙ।

ঝোপ বুঝে কোপ — তীয়মান' নায়াই উউা চাক।

ট

[illegible] মামলা তার — রাঙ ও ড.খ বেবাক ন তগুগ।

[illegible] থাকলে বাঘের চোখ মেলে — রাঙ তগুখে মীসানি মকল মানথগ।

[illegible] কি না হয় — রাঙ বায় [illegible]ী আংগ।

[illegible] থাকলে কাঁঠালে আঙ্গুল [illegible] যে — রাঙ তগুখে বিগ্রসাফানী বাগ্রাইতাই তীয় ক[illegible]

ড

[illegible] ডুবে জল খাওয়া — তগা চুউান হুইতাই।

[illegible] বাঘ চিনে না — মুসুক দেগা মীসা সিনিয়া।

ঢ

[illegible] স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গে — রীসাম থীয় থাং-ব মায় সুকজাগ'।

ত

[illegible]লপাতার সেপাই — চংগিনি তকে।

[illegible]লক কাটিলেই বৈষ্ণব হয় না — দাংমায় বরমাঙ-ন চীলা আঁংয়া।

[illegible]লেকে তাল করা — কিসান' কতর খীলায়।

[illegible]ষের আগুন — গীনদাকনি হর।

তেলে মাথায় তেল দেওয়া — খীনাই থক মিলিক, তেই-ব থক ফুল।

তেলে জলে মিশে না — থক বাই তীয় সাপুলীই মানয়া।

তীর্থের কাক — তখা কাহায় খুড়াউাক।

তাড়াতাড়ি ভুলের বাড়াবাড়ি — দউই হিমখে লামা কর'অ।

দ

দশচক্রে ভগবান ভূত — পাল সাখে তাতাল-ন কুবুয়।

দশের লাঠি একের বোঝা — সংদারিনি পজা পালনি মথা।

দিনে ডাকাতি — সাল কীথাও রাঙ সেক।

দিনে তারা দেখা — সাল' আথুকিরি নুক।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল — কক বীনায়া মাসানি সীলাই কাহাই ম চাকিয়'।

দুঃখী বুঝে দুঃখীর বেদন — কীসা সীনাও সে কীসা সাজাকমা সিয়।

দুঃসংবাদ দ্রুত ছড়ায় — কক হাময়া দাকাইঠি বীচাব'।

দুঃখের পর আসে সুখ — উঁইসালে চুমুই কুপানী।

দিনকে রাত করা — সালন' হর সীনাম।

দেওয়ালেরও কান আছে — দেউালনি-ব খুনজু তঙগ।

দূরের জিনিস সকলিভাল — হাচাল তঙতীতাই হাময়াই হামথথক।

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে — পিয়া বীতীয় নীংনোখে পিয়া সীকজাগনা নাঙগ।

দুর্ভাগারই দুর্ভাগ্য — কীপাল হাময়া রীঙসাকুবু চংগ্রেং বুদুক চয়।

ধ

ধরি মাছ না ছুই পানি — হারপেক নাঙয়াই আ রম।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে — খুম বাহাই নবার পিনু।

ধান ভানতে শীবের গীত — চানা আচুগীই হাচিং লেখা।

ধনির চোখে নিদ্রা নেই — গীনতরগ মুকতীরীই মানয়া।

ন

নরম মাটি পেলে বিড়ালে আঁচরায় — বেরা কিচিক নুগখে পুনমা সীনার'।

নাই কাজ তো খৈ ভাজ — সানুঙ কারীই লুইবায় থুঙগ।

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল — অক বুকচানি সীলাই অক আধা চা।

নাচতে না জানলে উঠানের দোষ — মীসানা রীঙয়াখে নথীলা কেখেক।

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে — নাপিতন' নুগীই য়াসুকু লগ।

নিজের চরকায় তেল দাও — সাকনি খিখরকনি খি তাঙসাই নায়দি।

নিজের জিনিস সকলি ভালবাসে— বাইথাঙনি খি জতত-ন মতমজাগ।

নিজের থাকলে খাও, পরের থাকলে দাও — সাগনি তঙখে চাদি, বুয়নি তঙখে নায়সিক তঙদি।

নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয় — নক-হক কীরাই, উনামা কীরাই।

লেবু কচলালে তেঁতো হয় — বেলাই সেবখে জামবিদা কীখা।

নানা মুনির নানা মত — সাক কাইসা তগুমুগু কাইসা।

না ঘরকা, না ঘটকা — নগ'-ব য়া, ফাতার'-ব য়া।

প

পয়সায় বাঘের দুধ মিলে — রাঙ তঙখে মীসানি দুধ মানথগ'।

পর কখনো আপন হয় না — চর হান খায়া।

পর কি বুঝে পরের কথা — কাইসানি উনসুকমা তেকাইসা সিয়া।

পর পত্যাশী সদা উপবাসী — বুয়ন' বাংগুরাঅ কিসিলীই মা চায়াই থীয়।

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে, শিকার — বুয়নি বাংগুরাঅ সিলাই বগীই মুই কগ।

পরের জন্য গর্ত খোঁড়ে, আপনি পড়ে মরে — বুয়নি বাগীই হাখর খুরখে বাইথাঙ কীলাই থীয়'।

পরের পিঠে, বড় মিঠে — বুয়নি হিক কাহাম।

পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয় — বুয়নি বাগীই উরায় চাগমানি সাকে কীলায়াই থীয়'।

পরের মাথায় হাত বুলানো — বুয়নি বখর গ সম চা।

পরের ধনে পুরোহিতগিরি — বুয়নি উাখুমবাই বুয়নি তয়াবাই নাকিনি লাজাজাং।

পাকা আম দেখলে কাকে ঠোকরায় — থাইচুক কুমুন নুখখে তখা সুগ'।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা — তখা হাই বুখুক হু।

পথের কাঁটা — লামা কীচারনি রজঙ।

পাকা ধানে মই দেওয়া — মায় গুলাও হর সুনসা।

পাপ করলেই যমের ভয় — খ-ব খগয়া, কি-ব কিরিয়া।

পাপের ধন প্রায়চিত্তে যায় — রাঙ নাঙয়াই মানমা, হাইচুগমা চাঅ।

পায় না পচা পুঁটি, খেতে চায় ঘি রুটি — চানা মায়া কীরাই, চুটাক রীতুগ।

পীরিত যেখানে, বিচ্ছেদ সেখানে — কীরাং হামজাগলায়খে, দাকুতি কাগলায়।

পুঁটি মাছের প্রাণ — আ পুথিনি লাংমা।

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি — সেলে সাকহাঙ কীসীরাং আ হাঙ।

পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে — থীয়না আক্যরাই বাহার।

ফ

ফলেন পরিচীয়তে — বাইথাঙ-ন মাফানি মুগু নারীগ'।

ব

বচনে জগৎ তুষ্ট — কক কীরীঙ ককবায় তাল খাগাই মানী।

বড় বাড় ভাল নয় — বেলাই তরখে বায়াই কীলাইঅ।

বচন ভাল যার, চলন ভাল তার — বুখুগ কীতাইখে য়াক-ব কীতাই।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র শোক — কাপসিকাম কাব।

বর্ষণ নেই গর্জন সার — নখা গুবুমাসীক ফেরাঙ কগয়া।

বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায় — বলংনি মীসা চায়া, বীখানি মীসা চাঅ।

বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট — বীয়ীয়রগ কীবাং নালিয়া মুনয়া।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় — তীয়মানি সীলাই আরাংসে তরখা।

বাঁশি জানে না প্রসব বেদনা — বানজি অক সামা সিয়া।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাওয়া — মীসা বায় মুসুক গাতি থানসাঅ তীয় নীং।

বাঘে মহিষে যুদ্ধ হয়, নলখাগড়ার প্রাণ যায় — মিসিপ বয়রা তাঁলাই, জাব্রাবা হুলজাগ'।

বাইরে সরল, ভিতরে গরল — ফাতার' রাঙচাক, বিসিংগ কসক।

বামুন হয়ে চাঁদে হাত — লাকাবক নাঙয়া বাকা মাহানয়া, বাকা নায়সাউই কাবী।

বাঘের ভয় যেখানে, সন্ধ্যা হয় সেখানে — তীয়-ব পাইলাং খি-ব তাঙলাং।

বানরের গলায় মুক্তার মালা — মীখ্রানি কতগসি রাঙচাকনি বীতাং।

বানর বুড়া হলেও গাছে ওঠে — মীখ্রা বুরা আংফানী বুফাঙ কাসামা য়াকারয়া।

বাপ গুনে পো, মা গুনে ঝি — বুফানি গীরীঙ বীসা, তকমানি গীরীঙ তকসা।

বিড়াল তপস্বী — তলিং গুদায় তক নায়চমতীই।

বিধির লিখন, না যায় খণ্ডণ — কীপাল' তঙমা, নাঙয়াই থাংয়া।

বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না — নবার কীরাই, বীলাই নিনাংয়া।

বিনা মেঘে বজ্রপাত — উাতীয় কীরাই ফিরাঙ কগ'।

বিনা মেঘে বর্ষণ — নখা সমসায় উাতীর উা।

বিপদ কালে রাম নাম — থীয়ফুরু মীতাইনি মুগু নাঅ।

বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা — বিরমান নাঙখে বরক খা সিঅ।

বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা — ফানগীনাঙ না চাগীনাঙ।

বুক ফাটে তো মুখে ফোটে না — খা খামমা-ব খুকপেরয়া।

বুদ্ধি যার বল তার — বুদ্ধি গীনাঙন ফান গীনাঙ।

বৃক্ষের পরিচয় ফলে — বাথাইবাই বুফাঙ সিনিজাগ'।

বেঙের আবার সর্দি — টাকমা কংগাই মান।

বোলতার চাকে আগুন দেওয়া — পিয়া বথপ' হর সুন।

বেল পাকলে কাকের কি — তখাদে বেল কুমুনন' সুগাই চাই মান।

ভ

ভাল্লুকের জ্বর — গঙ লুমমাসীক

ভস্মে ঘি ঢালা — সামুঙ সুপুরু।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না — সাজীকনি য়াকনি মায় মা চায়া, হামজীকনি য়াকনি সানী।

ভাত নাই যার, মান নাই তার — চাথাই কীরাইখে বরম-ব কীরাই।

ভিক্ষার চাউল, কাঁড়া আকাঁড়া — রাঙ নাঙয়াই মানমা, তেই কাহাম হাময়া।

ভিজে বেড়াল — কেবেং তঙমা কসঙ খীলাই মানয়া।

ভোগের আগে প্রসাদ — মীতাই পাইয়াসানি থালিক বাতাসা সান।

ভরা কলসী বাজে না— গলা তীয় কুপলুঙ পুপাকয়া।

ভাব ছাড়া ভক্তি, কলা ছাড়া প্রসাদ — খা কীরাইদে নায়সিগীই মীনীয়লাই।

ভক্ষক বাঘ ভুললেও আক্রান্ত হরিণ ভুলে না — চানাই মীসা পকফানী, চাজাকনাই মীসাই পকয়া

ম

মরার উপর খাঁড়ার ঘা — কীরাইনি বের' কাফায়।

মন চায় ধন, দেয় কোন জন — খাঅ তঙগ মায়ুঙ কামানি, সীবা রীফাইনানি?

মরা হাতী লাখ টাকা — মায়ুঙ থুং-ব চাঙজরা।

মাছি মেরে হাত কালা — থামপুই বুথারাই য়াক চাম রী।

মা গুণে ঝি, গাই গুনে ঘি — ফানথক ফাঙগ ফাস্তক থায়, মস' ফাঙগ মস'।

মাছের তেলে মাছ ভাজা — কইনি থকবায় কই সের।

মাছকে সাঁতার সেখানো — আন' তীয় রিয়গনা ফীরীঙ।

মাথায় গোবর — উাক বমতম।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা — বথকানি কলমতাঁয় যাকাগ।

মরণ কামড় দিয়ে লেগে থাকা — হা উায়াই তঙনানি।

মায়া কান্না — বুমা মাতয় মকল' থুকতাঁয় ফুলাই কাব।

মোটা ভাত মোটা কাপড় — থক থুকয়া কলনীয় চা।

মানলে ঠাকুর, না মানলে পাথর — পুয়তুথাংসে মীতাই, থাংয়াথে হলং।

মরণ ফাঁদে পা দেওয়া — বুরাসা থাঁই পুগ' যাকুং রী।

মেয়েকে শেখালে বউ শিখে, বউকে শেখালে পড়শী — সাজীকন' ফাঁয়াওমা হামজীকন রীওগ, হামজীকন' ফাঁরীওমা নকসা নকারি।

মন বাতাসের আগে ছোটে — নবারনি সীলাই থা দঅ।

মিষ্টি কথায় চিড়া ভিজে না — থাপাঅ বল কীরাই মায়তীক কুতুগয়া।

মুল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত — তাঁয় থেনেনি আ বাহারমা বারা।

য

যক্ষের চক্ষে ঘুম নাই — কৃপন মুকতীরাই থাংয়া।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ — লাংমা তঙসাক আউস।

যত গর্জে তত বর্ষে না — নথা গুরুমমাসীক উাতাঁয় উায়া।

যাচলে সোনা রঙে হয় — হাদিখে বুয় রাঙচাকন' পায়য়া।

যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা — নাইসেলমা বরক মগজ কর'।

যত পায় তত চায় — মানরীরীক সানরীরীক।

যে কথা রটে, সে কথা বটে — খাম তাময়াই পুওয়া।

যে করে পাপ, সে হয় সাত পুতের বাপ — পাপ্গ গীনাওরগ সা কীবাং মানী।

যেখানে গুর, সেখানে পিঁপড়ে — মুই কীরাইদে মীস' আকার।

যতদিন ধন ততদিন জন — চাথাই তঙসাক কিচিংনি গীখাও।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয় — তাঁয়-ব পইলাং থিব-ব তাওলাং।

যে পাতে খায়, সেই পাত ছিড়ে — লাইঅ-ন চাঅ, লাইঅ-ন থিঅ।

যেমন রোগী তেমন ওঝা — লুমনাই-ব লুমনাই, জারিনাই-ব জারিনাই।

যেমন বাপ তেমন বেটা — বুমানি গীরীও বীসা, দামানি গীরীও দাসা।

যেমন মা তেমনি ছা — বুমানি গীরীঙ বীসা, তকমানি গীরীঙ তকসা।

যে রক্ষক সেইভক্ষক — যে মীথাঙনাই ব-ন বুথারনাই।

যে সয় সেই রয় — যে সই মানাই, ব তঙ মানাই।

যৎকালে তৎ চিন্তা — চিবুকন' নুগীই লাথা।

র

রতনে রতন চিনে — কীরীঙ বরক কীরীঙ সিনিঅ।

রথ দেখা কলা বেচা — তীয়মা নায়তীই রিগনাই সুতীই।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে নলখাগড়ার প্রাণ যায় — মিসিপ বয়রা তালায় জাব্রাবা হুলজাগ।

রাম জন্মের আগে রামায়ণ — আচাইয়া সানি কক তাগজাগনাই।

ল

লঘু পাপে গুরু দণ্ড — খি কিচানি বাগীই দই গলাসা।

ললাটের লিখন কে করে খণ্ডন — কীপাল' তঙতীই কাগ মানয়া।

লাঠি যার মাটি তার — ফানগীনাঙনি-ন হা।

লাভের গুর পিঁপড়ে খায় — লাভনি কীতীই মুইসুবু মচাঅ।

লোকে মানে না আপমি মোড়ল — সাইচুঙ সাক কাইসা পজা পাইজাগয়া।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু — হর'য়াপি সেখাই য়াকুং খাম'।

লোম বাছতে কম্বল খালি — হাময়া সায়তে সায়তে লগিসঙ কীরীই।

শ

শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না — সিয়ারি মায় হামরা, কথমা অক পুঙয়া।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা — আমিঙ খি ফবতীই ফব।

শেয়ালের কাছে কুমীর ছানা পোযার দায়িত্ব — আমিঙনি থানি দুধ মীরীগনা পজা।

শূণ্য কলসী বেজায় বাজে — গলা তীয় কীরীই,পুঙমা আকার।

শেয়ালকে ভাঙ্গা বেড়া দেখানো — সিয়ালন' তনক ফুনুক।

শেয়ানে শেয়ানে বন্ধুত্ব — খংগ্রায়বাই চাপেঙ মারে খালাই।

স

সব দিন সমান যায় না — তিনিনি সালতাই বীনা ফায়গীলাক।

সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা — বীসাক মারিউই কীসা, বীর' বিথি বীনাই।

সবুরে মেওয়া ফলে — তঙুকীচাং তঙুথানি তকসান' য়াগ্‌ল মানী।

সত্য গোপন থাকে না — হক্‌জীলায়ন' চীকাপবাই থলবাই মানয়া।

সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস — সাতরাই ফাঙনি জারীই সাবুউা মতম'।

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ — কাহামবায় কীথাখে কাহাম ঔংগ, হাময়াবায় কীথাখে হামায়া।

সাত ঘাটের জল খাওয়ানো — তীয়বুমু খান রী।

সাত পাঁচ ভেবে কর্ম করা — উল-সীকাং উনসুগীই সামুঙ তাঙ।

সাপের লেজে পা দেওয়া — চিবুক খিতুঙগ কাফিক।

সাপে নেউলে লড়াই — সীই বায় আমিঙ নাঙলাই তঙ।

সেনা করে লড়াই, রাজা করে বড়াই — সিপাইবা থীয়' রাজা খা বুঅ।

সোনার লঙ্কা ছারখার — রাঙচাকনি নুখুঙ থাপীলা খালাং।

সুখী বুঝে না দুখীর বেদন — অক কুপুলঙরগ অক খুইমা সিয়া।

সুরহীন গান, নুনহীন ব্যঞ্জন — খরাঙ হাময়া রীচাপমুঙ, সম কীরাই মুই।

হ

হাতে না মেরে ভাতে মারা — য়াকবায় বুয়াই মায়বাই বু।

হাটে হাড়ী ভাঙ্গা — পানদা কীচার' খিকুপুরু

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা — মানমাসীক য়াকার রী।

হাতী বসলেও ঘোড়ার গলা সমতুল — মায়তীক কতরনি মায়বুংখু, থুমুই রগুই মচমসা।

হালকা মুগুরে শিকার মরে না — মাঙখুং হেলেং মুই থীয়য়া।

হাড়ীর আগে সড়া গরম হওয়া — তীক তুংয়া সানি তীমা সরকবা তুং।

হাতী থাকলে মাহুতের অভাব নাই — মায়ুঙ পায়াইদে মাউতনি বাগীই উানা।

রাঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবরকে অনুবাদ কর ঃ

ক) অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। খ) অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। গ) অহংকার পতনের মূ[illegible] ঘ) আগে ঘর, তবে তো পর। ঙ) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। চ) খিদে থাকলে বাঘে ঘাস [illegible] ছ) ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। জ) দশ চক্রে ভগবান ভূত। ঝ) সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস। [illegible] [illegible]

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ

ক) চিবুকন' বুগাই লাখ। খ) সিনজনি' মাথুমাই থামানি। গ) কাঁসা সাম্রাইয়ে থাপপুই [illegible] ঘ) আচাইয়াসানি বাসি তাক। ঙ) তাঁর কুথুকনি আ। চ) হলং বেসেরনি তকতাই। ছ) [illegible] থক মিনিব, তৌই-ব থক মূল। জ) সাক কাইসা ভগুমুই কাইসা। ঝ) তিনিনি সালতাই [illegible] কারাইলাক। ঞ) বি কিচানি বাগাই তাই গলাসা।

নবম অধ্যায়

বীখাক উলচুকু

সলনকসা ককথাই

প্রায় সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার

১। উর'

উর' — সেখানে,

উর' কেব কীরাই — সেখানে কেউ নেই।

উর'— মুখে ধাক্কা দিয়ে খুঁড়া,

গনদার হা উর' — গন্ডার (মুখে ধাক্কা দিয়ে) মাটি খুঁড়ে।

২। এর

এর — নাড়াচাড়া করা,

মন' তাই তা এরদি — এটাকে আর নাড়াচাড়া করো না।

এর— বিস্তার লাভ করা,

বিনি পুখুরিঅ আ বেলাই এরাই তঙগ — তারপুকুরে মাছ বেশ বেড়েছে।

৩। কই ।। কয়

কই — বেঁকে যাওয়া,

আ লামা য়াগরাতাই কইখা — এই রাস্তাটি ডানদিকে বেঁকে গিয়েছে।

কই — অভিমান করা,

আঙ তেই কইগীলাক — আমি আর অভিমান করব না।

কয়— অনুরোধ করা,

ব আন' ফায়না কয়খা — সে আমাকে আসতে অনুরোধ করেছে।

৪। কক ।। কাক

কক — কথা,
নাঙ আন' তাঁমা কক সাধা — তুমি আমাকে কি কথা বলেছ ?
কক — ভাষা,
কক তায়ন' ছিন — ভাষা কাকে বলে ?
কক — ছুঁড়া,
সিলাই কগদি — বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়।
কাক — ছিন্ন হওয়া,
বীরগ কাগলাই তঙথা — তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

৫। কতক ।। কথক

কতক — গলা,
বিনি কতকনি খরাঙ কীমাখা — তার গলার স্বর হারিয়ে গেছে।
কতক — ডাকা (মুরগী),
তক কতকনাই — মুরগী ডাকবে।
কথক — স্বাদপূর্ণ,
চাথাই কথক চাথগ — স্বাদপূর্ণ খাবার খেতে ভাল লাগে।

৬। কর'

কর' — ভুল করা,
বরক হিংকাই-ন কর'অ — মানুষ মাত্রই ভুল হয়।
কর' — তা দেওয়া,
তাখুম বীতাইঅ কর'য়া — হাঁস ডিমে তা দেয়না।

৭। কল

কল — ঘেঁটে দেওয়া,
মায়তীকনি মায় কলদি — হাড়ীর ভাত ঘেঁটে দাও।
কল — দোলানো,
বিসমা কলাই তা হিমাদি — কোমর দোলিয়ে হেঁটো না।
কল — বর্শা (অস্ত্র),
কল বায় সুদি — বর্শা দিয়ে খোঁচা দাও।
কল — যন্ত্র,
কলকারখানা সীনামদি — কল-কারখানা তৈরী কর।
কল — আস্তে,
কল কলখে হিমদি — আস্তে আস্তে হেঁটো।

৮। কলম

কলম — গরম লাগা,

তিনি বেলাই কলম' — আজ খুব গরম লাগে।

কলম — হৃষ্টপুষ্ট হওয়া,

ব আগিনি সাঁলাই কলমখা — সে আগের চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

কলম — লেখনী,

আন' কলম কণ্ডসা রাঁদি — আমাকে একটি লেখনী দাও।

৯। কলি

কলি — কলিকাল,

চাঁঙ কলিনি বরক — আমরা কলিকালের মানুষ।

কলি — নাকফুল,

বাই চিকন কলি কানয়া — ছোড়দি নাকফুল পরে না।

১০। কসর'

কসর'— স্বর ভঙ্গ হওয়া,

আনি খরাঙ কসর' খা — আমরা গলার স্বর ভেঙ্গেছে।

কসর — চুইয়ে পড়া,

গলানি তাঁয় কসরখা — কলসীর জল চুইয়ে পড়েছে।

১১। কা

কা — আরোহণ করা, ওঠা

বাঁফাঙগ কাসাদি — গাছে ওঠ।

কা — রাখা,

নিনি সাইকেল কালাংদি — তোমার সাইকেলটি রেখে যাও।

কা — পায়ে দেওয়া,

জুতা কাদি — জুতা পায়ে দাও।

১২। কাহ

কাই — রোপন করা,

জে মানসাক বুফাঙ কাইদি — যতগুলি সম্ভব গাছ লাগাও।

কাই — বিবাহ দেওয়া

বন' কাই রাঁদি — তাকে বিয়ে দিয়ে দাও।

কাই — প্রতিষ্ঠা করা/স্থাপন করা,

ব ই রাঁংনকনি কুনালা কাইখা — তিনি এই স্কুলটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন।

১৩। কার

কার — ত্যাগ করা,

আঙ চা নীংমা কারখা — আমি চা পান ছেড়ে দিয়েছি।

কার — নিবেদন করা,

দুদ' তৗয় কারদি — দুধে জল নিবেদন কর।

কার — বাওয়া,

বিমল তাবুক বসই কার' — বিমল এখন বড়শী বায়।

১৪। কারা।। কৗরা

কৗরা — শ্বশুর,

যদুবাবু রহিমনি বৗকৗরা — যদুবাবু রহিমের শ্বশুর।

কারা — ঠাট্টা,

নৗঙ আন' কারাদে থুং — তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ ?

কারা — বিঘত,

কসমরায় কারাসা জাগা-ব য়াকারনা নাইয়া — কসমরায় এক বিঘত জমিও ছাড়তে চায় না।

১৫। কুচুক

কুচুক — উঁচু

সিকবুক সৗনাই কুচুকতৗই বির মান' — শকুন অনেক উপরে দিয়ে উড়তে পারে।

কুচুক — কাশি দেওয়া,

তা কুচুগদি — কাশি দিও না।

১৬। কুতুক ।। কুথুক

কুতুক — কঠিন

ম সামুঙ বেলাই কুতুক — কাজটা খুবই কঠিন।

কুতুক — গোলমাল করা,

নরগ তা কুতুকবায়দি — তোমরা গোলমাল করো না।

মায় কুতুগ — ভাত টগবগ করে ফুটে।

কুথুক — গভীর,

তৗয় কুথুকনি আ — গভীর জলের মাছ।

১৭। কুফুঙ।। কুফুং

কুফুঙ — জলে ভাসা,

লাইফাঙ তীয়' কুফুঙগ' — কলাগাছ জলে ভাসে।

কুফুঙ — মেদযুক্ত, মোটা,

ম বীরীয় বেলাই কুফুঙ-কতরমা — এই ভদ্রমহিলা বেশ মোটাসোটা।

কুফুং — বন্ধ হওয়া

য়াংনি লামা কুফুংজাক — এদিকে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে।

১৮। কুবুক

কুবুক — নষ্ট হওয়া,

দুদ কুবুকপাই থাংকা — দুধ নষ্ট হয়ে গেছে।

কু বুক — আখ,

কুবুক মীতাই রীথানি নাঙগ' — আখ পূজায় লাগে।

কুবুক — আবর্জনাপূর্ণ হওয়া

দাইকুং কুবুকথা — নর্দমাটি আবর্জনা পূর্ণ হয়েছে।

১৯। কেবেং

কেবেং — বাধা দেওয়া,

ব আন' কেবেংগ' — সে আমাকে বাধা দেয়।

কেবেং — দৈর্ঘ্য

অ নগনি কেবেং-কসং হমান — এ ঘরটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান।

২০। কীচাং

কীচাং — ঠাণ্ডা, নম্র

প্রদীপ চীলা সীনাই কীচাং — প্রদীপ বেশ নম্র ছেলে।

কীচাং — শীত লাগা,

তিনি বেলাই কীচাংগ — আজ বেশ শীত লাগে।

২১। কীলাই ।। কীলায়

কীলাই — পড়ে যাওয়া,

কুতুলদি, য়াখে কীলাইনাই — সরে যাও, নইলে পড়ে যাবে।

কীলায় — সহজ,

ম-ন লামা কীলায় — এটাই সহজ পথ।

কীলায় — সস্তা

তিনি তকতীয় কীলায় — আজ মুরগীর ডিম সস্তা।

২২। খগ

খগ — চুরি করা,

মানাই খগখে পাপ জাঁংগ' — জিনিস চুরি করলে পাপ হয়।

খগ — জল তোলা,

কুড়ানি তোঁয় খগদি — কুয়া থেকে জল তোল।

২৩। খব

খব — অর্ন্তভুক্ত করা,

অ লিসতি অ আনি মুঙ খবদি — এই তালিকায় আমার নাম অর্ন্তভুক্ত কর।

খব — বাঁধানো (রাস্তা মাঠ, ঘাট ইত্যাদি),

বিশু লামা খবনানি সামুঙ তাংগ — বিশু রাস্তা বাঁধানোর কাজ করে।

২৪। খল

খল — চয়ন করা,

সামপারি খুম খলাই তঙগ — সামপারি ফুল চয়ন করছে।

খল — কুড়ি,

নকসিরায় আপেল খলনীয় পায়খা — নকসিরায় দুই কুড়ি আপেল কিনেছে।

২৫। খাই।। খায়

খাই — কমানো

মায়রাঙনি মায় কিসা খাইদি — থালা থেকে কিছু ভাত কমাও।

খায় — করা,

নীঙ তাম খায় — আপনি কি করেন ?

খায় — গুঁতা মারা,

অ মুসুকনি বকরং তঙকানী খায়য়া — গরুটির শিং থাকলেও গুঁতো মারে না।

২৬। খাইচিক

খাইচিক — দৌড়ানো,

ব দাকতি খাইচিগ' — সে তাড়াতাড়ি দৌড়ায়।

খাইচিক — কৃপণ,

অভিচরণ বেলাই খাইচিক — অভিচরণ খুবই কৃপণ।

২৭। থাম

থাম — ঢাক,

শিবু থাম তাম'— শিবু ঢাক বাজায়।

থাম — পুড়ে যাওয়া,

বঙনি নক থুংসা থামসাই থাংকা — তাদের একটা ঘর পুড়ে গেছে।

২৮। খু

খু — উল্লেখ করা,

ব আনি মুঙ খুউইদে সা — সে কি আমার নাম ধরে বলেছে ?

খু — ঢালা,

লাঙগানি মায় খুদি — খাড়া থেকে ধান ঢাল।

২৯। খুক

খুক — মুখ,

খুকনি কক বায় আংগীলাক — মুখের কথায় হবে না।

খুক — খুলে ফেলা,

কামচীলায় খুগদি — শার্ট খুলে ফেল।

৩০। খুর

খুর — ভাত বা তরকারি ইত্যাদি বাড়া,

মামুই খুরদি — ভাত তরকারি বাড়।

খুর — খনন করা,

বরগ পুখুরি খুর' — তারা পুকুর খনন করে।

৩১। খীনা

খীনা — শোনা,

আনি কক থাইসা খীনাদি — আমার একটা কথা শোন।

খীনা — আগামীকাল,

আঙ খীনা নগ থাংনাই — আমি আগামীকাল বাড়ী যাব।

৩২। খীয় ।। খাই

খীয় — অম্ল বা টক হওয়া,

বেলপুই চানা খীয়' — জলপাই খেতে টক লাগে।

খাই — ফাঁদ,

সিনজ' মাসা খাইঅ কীচাখা — একটা ইঁদুর ফাঁদে আটকেছে।

খাই — নাস্তানাবুদ করা,

বন' খাইজাগখা — তাকে নাস্তানাবুদ করা হয়েছে।

তক নখাঅ বির' — পাখী আকাশে উড়ে।

৩৩। তক — আঘাত করা,

ব আন' আতুরা বায় তগখা — সে আমাকে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করেছে।

তক — মোরগ,

আনি তক কাঁচাক মাসা তঙমানি — আমার একটা লাল মোরগ ছিল।

৩৪। তাক

তাক — বয়ন করা,

খেলাং রিতরাক তাগ' — খেলাং বিছানা চাদর বুনে।

তাক — পেঁচা,

আঙ তাখুক মাসা নুগখা — আমি একটা পেঁচা দেখেছি।

৩৫। তাঙ

তাঙ — স্পর্শ করা,

মন' কিসা তাঙলা — এটাকে একটু স্পর্শ করতো।

তাঙ — নির্মাণ করা,

তখিরাই নক তাঙগ' — তখিরাই ঘর তৈরী করে।

তাঙ — নিড়ি দেওয়া,

বীরীয়রগ নালিয়া তাঙগ' — মহিলারা পাট নিড়ি দেয়।

তাঙ — কাজ করা,

ব সামুঙ তাঙগ' — তিনি কাজ করেন।

৩৬। তাম

তাম — কি,

নীঙ তাম খীলায় — আপনি কি করেন?

তাম — বাজানো,

শিবু খাম তাম' — শিবু ঢাক বাজায়।

৩৭। তাল

তাল — চাঁদ

নখানি তালন' জততত-ন হামজাগী — আকাশের চাঁদকে সবাই ভালবাসে।

তাল — মাস,

ফাইনাই তাল' আঙ দিল্লী থাংনাই — আগামী মাসে আমি দিল্লী যাব।

তাল — তাল (ফল),

তালনি আউান চাথগ' — তালের পিঠা খেতে ভাল লাগে।

৩৮। তাই ।। তাঁয়

তাই — লওয়া,

আনি সলা কিসা তাইলা — আমার থলেটা একটু লও তো।

তাই — মিষ্টি লাগা,

থাইপুঙ চানা তাইঅ — কাঁঠাল খেতে মিষ্টি লাগে

তাঁয় — জল,

নাঁঙ তাঁয় নাঁংনাদে — আপনি জল খাবেন কি ?

৩৯। থক

থক — তৈল,

সিপিঙনি থক মানথগ' — তিল থেকে তেল পাওয়া যায়।

থক — স্বাদ লাগা,

থদে থক, নাইলা — স্বাদ হয়েছে কি, দেখ তো?

৪০। থপ

থপ — ফোঁটা,

উাতাঁয় থপসা থপনাঁয়খে কাঁলাইঅ — দু, এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়ে।

থপ — বাসা তৈরী করা,

তক খুকচাই বায় বথপ থব' — পাখী ঠোট দিয়ে বাসা তৈরী করে।

৪১। থু

থু — ঘুমানো,

নাঁঙ থুউইদে তঙ — আপনি কি ঘুমাচ্ছেন ?

থু — চাল পরিষ্কার করা,

আমা মাইরুম থুঅ — মা চাল পরিষ্কার করেন।

৪২। থুক।।থাঁক

থুক — গভীর গওয়া,

অ, পুখুরি বাঁসাক থুগনাই — পুকুরটা কত টুকু গভীর ?

থাঁক — উকুন,

আনি বখরগ' থাঁক কাঁরাই — আমার মাথায় উকুন নেই।

৪৩। থাঁই ।। থাঁয়

থাঁই — রক্ত,

কুকনি থাঁই কুফুর — ফড়িং-এর রক্ত সাদা

থৌয় — মৃত্যু হওয়া,

চাঙ জত ন থুমীন মান' — আমাদের সবাইকে মরতে হবে।

৪৪। দুম

দুম — বাঁধা,

মুসুক দুমদি — গরু বাঁধ।

দুম — বুনা/বয়ন করা,

আফা বেড়া দুমাই মান' — বাবা বেড়া বুনতে পারেন।

৪৫। নার

নার — দোলানো,

তা নারদি — দোলাইও না।

নার — পাড়, ,তীর,

আয়াং নার' থাংদি — ও পাড়ে যাও।

৪৬। নুখুঙ ।। নুখুং

নুখুঙ — পরিবার, সংসার

চিনি কামিঅ নুখুঙ খুঙচি তঙগ — আমাদের গ্রামে দশ পরিবার আছে।

নুখুং — ঘরের ছাদ,

ব নুখুং সাকানি কীলাইখা — সে ঘরের ছাদ থেকে পড়েছে।

৪৭। নীঙ ।। নীং

নীঙ — তুমি/আপনি,

নীঙ তাম খীলায় — আপনি কি করেন?

নীং — পান করা,

আঙ তীয় নুংনাই — আমি জল খাব।

নুং — ডাকা,

আঙ নন' তাম হিনীই নুংনাই — আমি আপনাকে কি বলে ডাকব?

৪৮। পাই ।। পায়

পাই — শেষ হওয়া,

সিনেমা পাইখা — সিনেমা শেষ হয়েছে।

পাই — জয়লাভ করা,

সীবা পাইখা — কে জয়লাভ করল?

পায় — কেনা'

আঙ সাইকেল খুংসা পায়নাই — আমি একটা সাইকেল কিনব।

৪৯। প্রাপ ।। পাপ

প্রাপ — লবনাক্ত হওয়া,

মুইঅ সম প্রাবখা — তরকারিতে লবণ বেশী হয়েছে।

পাপ — পাপ

তাতাল সাখে পাপ ঔংনাই — মিথ্যা বললে পাপ হবে।

৫০। পিয়া

পিয়া — মৌমাছি,

পিয়া বথপ' হর তা সুনদি — মৌমাছির চাকে আগুন দিও না।

পিয়া — পিসেমশাই,

পিয়া তিনি ফায়াখী — পিসেমশাই আজ আসেননি।

৫১। পুঙ

পুঙ — পূর্ণ হওয়া,

নিনি মুচুঙমা পুঙথুন — আপনার ইচ্ছা পূরণ হোক।

পুঙ — শব্দ করা,

তাবুক তাই তা পুঙদি — এখন আর শব্দ করো না।

৫২। পের

পের — অঙ্কুরিত হওয়া,

বীচালাইনি বুমুক পের' — বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়।

পের — সশব্দে ফাঁটা,

বোমা পেরমা বায় খরগনীয় থীয়জাখা — বোমা ফাঁটায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

৫৩। ফাই ।। ফায়

ফাই — মটকে ভাঙ্গা,

মুয়া ফাইদি — বাঁশের কড়ুল ভাঙ্গ।

ফায় — আসা,

য়াং ফায়দি — এদিকে এসো।

৫৪। ফার

ফার — ঝাড় দেওয়া,

ব তিনি নক ফারয়াখী — সে আজ ঘর ঝাড় দেয় নি।

ফার — অনুবাদ করা,

ককবরক বায় ফাহরদি — ককবরককে অনুবাদ কর।

ফায় — নামকরণ করা,

নরেনন' 'বিবেকানন্দ' মুঙ ফায়জাগখা — নরেনকে বিবেকানন্দ নামকরণ করা হয়েছে।

৫৫। মুঙ

মুঙ — সকাল,

আঙ মুঙগ মায় চাখা — আমি সকালে ভাত খাই না।

মুঙ — হাতল বা বাট,

উা বায় দাকুঙ সীনামদি — বাঁশ দিয়ে দা-র হাতল তৈরী কর।

মুঙ — স্বাস্থ্য হওয়া,

ব আগিনি সীলাই মুঙখা — সে আগের থেকে স্বাস্থ্যবান হয়েছে।

৫৬। ব

ব — সে, তিনি

ব সীবা — তিনি কে ?

ব — কোন ?

ব কলম নিনি — কোন কলমটা তোমার ?

ব — বিছানো,

রিগনাই বরক বউই আচুগদি — পাছড়া বিছিয়ে বসো।

ব — ও (also)

বিনি লগি অমল-ব ফায়নাই — তার সঙ্গে অমলও আসবে।

৫৭। বথক

বথক — কোন কিছুর খোল বা ঘর,

বথকনি সেং তিথীলাইদি — খোল থেকে তরবারি বের কর।

বথক — ভাঙ্গিয়া চুরমার করা।

মন' বথকদি — এটাকে ভেঙ্গে চুরমার কর।

৫৮। বসক

বসক — অগ্রভাগ,

উা বসগ' তথা আচুগখা — বাঁশের আগায় কাক বসেছে।

বসক — বসানো,

অর' কল কাইসা বসকদি — এখানে একটা কল বসাও।

৫৯। বা

বা — পাঁচ,

আন' রাঙ থকবা রীদি — আমাকে পাঁচ টাকা দাও।

বা — প্রসব হওয়া,

চিনি মুসুক মাসা বাখা — আমাদের একটা গরু বাচ্চা দিয়েছে।

বা — বেয়ে যাওয়া,

চাঁও হাচাম বাউই অঙখরখা — আমরা খাড়া পাহাড় (বেয়ে) নেমেছি।

৬০। বায় ।। বাই

বায় — ভেঙ্গে যাওয়া,

আনি য়াক বায় থাংকো — আমার হাত ভেঙ্গে গেছে।

বায় — দ্বারা/দিয়ে,

য়াগরা বায় রমদি — ডান হাত দিয়ে ধর।

বায় — এবং/ও

মনীষা বায় সুদীপা ফায়কা — মনীষা ও সুদীপা এসেছে।

বাই — সঙ্গে/সহিত,

আঙ নীঙ বাই থাংনাই — আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বাই — দিদি,

নিনি বাইনি মুঙ তীমা ? — তোমার দিদির নাম কি ?

৬১। বার

বার — প্রস্ফুটিত হওয়া,

খুমলীঙগ খুম বারখা — বাগানে ফুল ফুটেছে।

বার — পার হওয়া,

নীঙ হাওড়া তীয়মা বারীই বাচাদি — তুমি হাওড়া নদী পার হয়ে দাড়ও।

৬২। বারা

বারা — বেঁটে/খাটো,

ব আনি সীলাই বারা — সে আমার চেয়ে খাটো।

বারা — অতিরিক্ত/অবশিষ্ট,

নরগ খরগ বীসীক বারা আঁংখা — তোমরা কত জন বেশি হয়েছ ?

৬৩। বীর' ।। বর'।। বর

বীর' — কোথায় ?

নীঙ বীর' থাংনাই — আপনি কোথায় যাবেন ?

বর — রোপণ করা,

আষাঢ় তাল মায় বরনানি জরা — আষাঢ় মাস ধান রোপণের সময়।

বর — গুঁজে দেওয়া,

বেরা বেসের' বরদি — বেড়ার ফাঁকে গুঁজে দাও।

বর — বাতারোগ হওয়া,

বিনি মুসক বরাই থাঁয়কা — তার গরু বাত রোগে মরেছে।

৬৪। **বির**

বির — উড়া,

নখাঅ তক বির' — আকাশে পাখি উড়ে।

বির — ভিক্ষা করা,

অ বরক বিরাই তঙখা — লোকটা ভিক্ষা করছে।

৬৫। **বুকুব**

বুকুর — চামড়া,

মুই বুকুর বায় জুতা সৗনামজাগ' — চামড়া দিয়ে জুতা তৈরী করা হয়।

বুকুর — বাকল, ছাল

বুফাঙ বুকুর বায় বিথি ঔংগ — গাছের বাকল দিয়ে ঔষধ হয়।

বুকুর — খোসা,

বৗতৗইনি বুকুর কুফুর — ডিমের খোসা সাদা।

৬৬। **ব্রৗয়।। বৗরৗয়**

ব্রৗয় — চার

চৗঙ খরক ব্রৗয় — আমরা চার জন।

বৗরৗয় — স্ত্রীলোক/মহিলা,

অর' বৗরৗয় খরকবা ফায়কা — এখানে পাঁচজন মহিলা এসেছেন।

৬৭। **বুসুক।। বৗসৗক।। বুচুক**

বুসুক — নাতি,

বুবুসুক ফায়খা — তার নাতি এসেছে।

বৗসৗক — কত ?

ব রাঙ বৗসৗক সানখা — তিনি কত টাকা চেয়েছেন ?

বুচুক — অগ্রভাগ,

য়াফাঙ বুচুক নায়সিগৗই কক সাদি — আগাগোড়া দেখে কথা বলো।

৬৮। **বেরা**

বেরা — বেড়া

আনি য়ঙ বেরা দুম' — আমার জ্যেঠামশাই বেড়া বুনেন।

বেরা — ফেলে রাখা,

অব বেবাদি — এখানে ফেলে রাখ।

৬৯। বাঁথাই

বাঁথাই — ফল,

থাইচেরেম বাঁথাই দালসানি বুমুঙ — থাইচেরেম এক প্রকার ফলের নাম।

বাঁথাই — নক্সা,

ম রি বরক' বাঁথাই বুমুল তিসাদি — এই পাছড়াটিতে নক্সা তৈরী কর।

৭০। বুচু

বুচু — দাদু,

বিনি বুচু ফায়কা — তার দাদু এসেছে।

বুচু — পুঁটলি,

অ বুচনি বিসিং তাঁমা — এই পুঁটলিটার ভেতরে কি ?

৭১। বাঁতাঁয় ।। বাঁতাঁই

বাঁতাঁয় — ঝোল,

মুইঅ বাঁতাঁয় কাঁরাঁই — তরকারিতে ঝোল নেই।

বাঁতাঁই — কিরকম ?

মনি গাপ বাঁতাঁই — এর রঙ কি রকম ?

বাঁতাঁই — ডিম,

তাখুম বাঁতাঁই আলিসা পায়দি — এক হালি হাঁসের ডিম কিনো।

৭২। বুখুক

বুখুক — বোন,

বরগ তাখুক-বুখুক খরক বাঁসাঁক — তারা ভাই বোন কত জন ?

বুখুক — মুখ

আনি বুখুগ' লেচু — আমার মুখে লিচু।

৭৩। বেঙ ।। বেং

বেঙ — তাড়ানো,

থামপুই বেঙদি — মশা তাড়াও,

বেং — মাকড়সা,

বেং জাল নক তাঙগ' — মাকড়সা জালের বাসা তৈরী করে।

৭৪। মখল ।। মকল

মখল — বেকায়দায় ফেলা,

ব আন' মখলখা — সে আমাকে বেকায়দায় ফেলেছে।

মখল — শোয়ানো,

বন' অর' মখলদি — তাকে এখানে শোয়াও।

মকল — চোখ,

বিনি মকল কনসা কাঁরাই — তার একটা চোখ নেই।

৭৫। মন' ।। মন

মন' — এটাকে,

মন' তা রমদি — এটাকে ধরো না।

মন — মণ

আঙ মায়রুঙ মনসা পায়নাই — আমি এক মণ ধান কিনব।

৭৬। মসক

মসক — বলগা হরিণ,

সিপাইজলাঅ মসক তঙগ' — সিপাহীজলায় বলগা হরিণ আছেন।

মসক — জল দ্বারা ভিজানো,

অবন' তা মসকদি — এটাকে জল দিয়ে ভিজিাবে না।

৭৭। মাখুক

অ চেরাই মাখুগনা সীরীঙখা — শিশুটি হামাগুড়ি দিতে শিখেছে।

মাখুক — বন বিড়ালের ন্যায় প্রাণী,

অ বলঙগ' মাখুক তঙগ' — এ বনে বিড়ালের মতো প্রাণী আছে।

৭৮। মুয়তু ।। মুইতু

মুয়তু — স্মরণ,

আনি মুয়তু কাঁরাই — আমার স্মরণ নেই।

মুইতু — কচু,

মুইতু বায় মুই সঙদি — কচু দিয়ে তরকারী রান্না কর।

৭৯। মান

মান — পারা,

ব মানয়াদে — সে কি পারেনা?

মান — পাওয়া,

ব রাঙ খকচি সকাত মানখা — সে দশ টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

৮০। য়াল

য়াল — গলায় চুলকানো

য়ুইহ্ চাখুর্ য়াল' — কচু খাওয়ার সময় গলায় চুলকায়।

য়াল — বেয়ে চলা,

আনি বাগ' নকবেরাইসা য়ালখা — আমার শরীরে টিকটিকি বেয়ে গেছে।

৮১। য়ুস

য়ুসু — অঞ্জিনা

বিনি মকল' য়ুসু থাইকা — তার চোখে অঞ্জিনা হয়েছে।

য়ুসু — থুথু ফেলা,

অর' খুকতীয় তা য়ুসুদি — এখানে থুথু ফেলবে না।

৮২। মীসা

মীসা — নৃত্য করা,

ব তাবুক মীসানাই — সে এখন নাচবে।

মীসা — বাঘ,

ত্রিপুরানি বলঙগ মীসা কীরাই — ত্রিপুরার বনে বাঘ নেই।

৮৩। মানদার ।। মানদাল

মানদাল — কাঠবিড়াল

মানদাল নারিকারা চাঅ — কাঠবিড়াল নারিকেল খায়।

মানদার — মানদার গাছ,

মানদার ফাঙগ' বুসু তঙগ — মানদার গাছে কাঁটা আছে।

৮৪। মায়বুঙ ।। মায় বুং

মায়রুঙ — চাউল,

মায়বুঙনি কেজি বীসীক — চাউলের কেজি কত ?

মায় বুং — ধানের স্তুপ,

ম মায় বুংমোলে বেলাই তরখা — ধানের স্তুপটা বেশ বড় হয়েছে।

৮৫। য়ক

য়ক — মুক্তি পাওয়া,

য়ক মানখে য়াং কিসা ফায়দি — মুক্তি পেলে এ দিকে একটু এসো।

য়ক — ভাজা করা (চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি)

য়গাই চাদি — ভাজা করে খাও

৮৬। রুহু ।। রং

তিনি রুহু রাবাকা — তার জ্যাঠামশাই এসেছে।

রং — কীট, পোকা, জীবাণু,

ম্যালেরিয়ানি রং কিরিমানিনসা — ম্যালেরিয়ার জীবাণু ভয়ঙ্কর।

৮৭। রুম ।। রুম'

রুম — ধরা,

রুম' কিসা রুমলা — এটাকে একটু ধর তো।

রুম' — সেকাইট, ধান ভাঙ্গার মুগুর

অমলন' রুম' বায় বুখা — অমলকে সেকাইট দিয়ে আঘাত করেছে।

৮৮। রি

রি — কাপড়,

রি কাচসা পাম্‌দি — একটা কাপড় কিন।

রি — দেওয়া,

বন' রাঙ খকবা রিদি — তাকে পাঁচ টাকা দাও।

রি — পোষা,

আঙ আচ্চাক মাসা রিঅ — আমি একটা কুকুর পোষে থাকি।

৮৯। রু ।। রী

রু — বনরুই,

আঙ রু মাসা নুগখা — আমি একটা বনরুই দেখেছি।

রী — দেওয়া,

কসমতি অসীমন' রাঙ খকসা রীখা — কসমতি অসীমকে এক টাকা দিয়েছে।

৯০। রুডা

রুডা — কুড়াল,

রুডান বায় বল কিলজাগ' — কুড়াল দিয়ে লাকড়ি করা হয়।

রুডা — চিনা জোঁক,

রুডা থাই কুসুব' — চিনা জোঁক রক্ত চোষে।

৯১। রাডাই

রাডাই — আশীর্বাদ করা,

পাড়িয়া বাবা চাঙন' রুডাইখা — পাড়িয়া বাবা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।

রাডান — ব্যথা করা

আনি রাক-রাকুং রুডাইঅ — আমার হাত-পা ব্যথা করে।

৯২। বুগ ।। রৗগ

বুগ — সিদ্ধ করা,

বুগাই চাদি — সিদ্ধ করে খাও।

রৗগ — তাড়ানো

মুসুক খিতুং বায় মাছি রৗগ' — গরু লেজ দিয়ে মাছি তাড়ায়।

৯৩। বুঙ ।। রৗঙ

বুঙ — নৌকা,

আঙ বুঙ চ গ মানয়া — আমি নৌকা চালাতে পারি না।

রৗঙ — শিক্ষা করা/ জানা,

আঙ ককবরক সানা রৗঙগ — আমি ককবরক বলতে জানি।

৯৪। লাই ।। লায

লাই — পাতা

লাইঅ মায় চানাই — পাতায় ভাত খাব।

লাই — অতিক্রম করা,

ব আন' লাইখা — সে আমাকে অতিক্রম করেছে।

লাই — পৃষ্ঠা,

লাইসাঅ নায়দি — প্রথম পৃষ্ঠায় দেখ।

লায় — সহজ হওয়া,

তাবুক কিসা লায়খা — এখন একটু সহজ হয়েছে।

লায় — সস্তা হওয়া,

মায়নি দাম আগিনি সৌলাই লায়খা — ধানের মূল্য আগের চেয়ে সস্তা হয়েছে।

৯৫। লামদাঙ।। লামদাং

লামদাঙ — ঝাপ,

দোকাননি লামদাঙ সজাক — দোকানের ঝাপ বন্ধ।

লামদাং — যাতায়াতের পথ,

অব' মায়ুঙ লামদাং — এটা হাতী যাতায়াতের পথ।

৯৬। লেখা

লেখা — গণনা করা,

লেখাউই সাদি — গণকা করে বল।

লেখা — লেখা,

বিনি লেখা নাইথক — তার লেখা সুন্দর।

৯৭। লেং

লেং — পরিশ্রান্ত হওয়া,

তামগগীই আসীক লেংখা — কেন এত পরিশ্রান্ত হয়েছে ?

লেং — অজ্ঞান হওয়া,

বিমল তাবুক লেংগীই তঙখা — বিমল এখন অজ্ঞান হয়ে আছে।

৯৮। উা

উা — বাঁশ

তিনি উা মা পায়নাই — আজ বাঁশ কিনতে হবে।

উা — বৃষ্টি হওয়া,

উাতীয় উাই তঙখা — বৃষ্টি পড়ছে।

উা — বুনা,

য়ঙ বেরা উাঅ - জ্যেঠামশাই বেড়া বুনেন।

৯৯। উার

উার — কামড় দেওয়া,

সাঁই উারনাই — কুকুর কামড় দেবে।

উার — চওড়া হওয়া,

ম বীসীক উারখা — এটা কত চওড়া হয়েছে ?

১০০। উালাহ

উালাই — ঝগড়া করা,

ব বেলাই উালাই অ — সে খুব ঝগড়া করে।

উা লাই — বাঁশ পাতা,

তিনি উা লাই চিকন চিকন নুগখা — আজ ছোট ছোট বাঁশ পাতা দেখিছি।

১০১। উাখাক

উাখাক — কামড়িয়ে টুকরা করা,

মন' উাখাগদি — এটাকে কামড়িয়ে টুকরা কর।

উীখাক — লম্বালম্বি ভাবে চেড়া বাঁশ,

উাখাক বায় সুদি — চেরা বাঁশ দিয়ে পরিমাপ কর।

১০২। স

স — বন্ধ করা,

তাইলাম সদি — জানালা বন্ধ কর।

স — টানা,

অবন' সউই রমদি — এটাকে টেনে ধর।

স — সঙ্গে লওয়া,

টুলুন'-ব লগি মা সনাই — টুলুকেও সঙ্গে নিতে হবে।

১০৩। সক

সক — পৌঁছা

চীঙ সক ফায়খা — আমরা এসে পৌঁছছি।

সক — পচে যাওয়া,

থাইলিক সক থাংকা — আম পচে গেছে।

সক — পুড়ানো,

থামপুইনি কয়েল কাইসা সকদি — একটা মশার কয়েল পুড়াও।

১০৪। সঙ

সঙ — রান্না করা,

মায় সঙদি — ভাত রান্না কর।

সঙ — দল (বহুবচনে)

ভূপেনসঙ ফায়খা — ভূপেনরা একদল এসেছে।

১০৫। সম

সম— লবণ,

মুইঅ সম রীদি — তরকারিতে লবণ দাও।

সম — কাল হওয়া,

চুমুই বায় নখা সমসাই তঙখা — মেঘে আকাশ কাল হয়ে আছে।

১০৬। সর ।। সর'

সর — লোহা,

সরনি বল বেলাই হিলিক — লোহার বল প্রচন্ড ভাড়ী।

সর' — কোমর তাঁতে ব্যবহৃত বাঁশের টুকরো,

বীচাংগ সর' খাদি — কোমর তাঁতে বাঁশের টুকরা বাঁধ।

১০৭। সা

সা — বলা,

কক তা সাদি — কথা বলবে না।

সা — ব্যথা করা,

আনি বহক সাঅ — আমার পেট ব্যথা করে ।

সা — সন্তান,

ব লে তিপরাসাসে — তিনি ত্রিপুরী সন্তান।

সা — এক,

আঙ আমিঙ মাসা নুগখা — আমি একটা বিড়াল দেখেছি।

১০৮। সাম

সাম — নিকট, পাশে

আনি সাম' আচুগদি — আমার পাশে বস।

সাম — ঘাস,

পুন সাম চাঅ — ছাগল ঘাস খায়।

১০৯। সামুঙ

সামুঙ — কাজ,

সামুঙ তাঙদি — কাজ কর।

সামুঙ — প্রয়োজন,

নীঙ আনি সামুঙ নাঙনাই — তুমি আমার প্রয়োজনে লাগবে।

১১০। সাল

সাল — দিন,

আঙ সাল' সামুঙ তাঙগ — আমি দিনে কাজ করি।

সাল — সূর্য,

পুবগীলা সাল কাসাঅ — পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়।

১১১। সি

সি — জানা,

আঙ সিয়া — আমি জানি না।

সি — ভিজে যাওয়া,

ডাতীয়' সিজাগাই তাম খায় — বৃষ্টিতে ভিজে কি করছ ?

১১২। সিচা ।। সেচা

সিচা — জাগ্রত হওয়া,

নরগ সিচাদি — তোমরা জাগো।

সেচা — হাই তোলা,

নীঙ তীমা আসীক সেচাইতঙ — তুমি কি এত হাই তোলছ ?

১১৩। সিনি ।। শ্নি

সিনি — চিনিতে পারা,

আঙ বন' সিনিঅ — আমি তাকে জানি ।

স্নি — সাত

অর' চীঙ থরকস্নি — এখানে আমরা সাতজন।

১১৪। সিলাই

সিলাই — বন্দুক,

আঙ সিলাই কঙসা পায়নাই — আমি একটা বন্দুক কিনব।

সিলাই — আওয়াল গাছ,

সিলাই ফাঙ বেলাই কীরাক — আওয়াল গাছ খুবই শক্ত।

১১৫। সু

সু — মাপা,

সুউই নায়দি — মেপে দেখ।

সু — পরিশোধ করা,

নীঙ আনি লাকাই সুদি — তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর।

সু — ধোয়া,

রিগনাই সুদি — শাড়ী ধোও।

সু — চোখা অস্ত্র দিয়ে ঘা দেওয়া,

উা বায় সুদি — বাঁশের চোখা অস্ত্র দিয়ে ঘা দাও।

১১৬। সুক ।। সীক

সুক — নাতি,

ব বিনি বুসুক — সে তার নাতি।

সুক — চাউল করা, ধান ভাঙ্গা,

মায় সুগনা নাঙনাই — ধান ভাঙ্গতে হবে।

সুক — ছোবল মারা,

চিবুক সুগানী — সাপ ছোবল মারবে।

সীক — গুঁজে দেওয়া,

অর' সীগাই রীদি — এখানে গুঁজে দাও।

১১৭। সুপ

সুপ — ফুঁ দেওয়া,

ফুচুঙগা বায় সুবদি — বাঁশের চোঙ দিয়ে ফুঁ দাও।

সুণ — সেলাই করা,
সুদীপা কামচীলাই সুব' — সুদীপা জামা সেলাই করে।
সুণ — কোণা,
সুণবীরীয় নীনাঙ নক — চারকোণা বিশিষ্ট ঘর।

১১৮। সুপুবু

সুপুবু — পঙ্গু করা,
নীঙ অবন' সুপুবুই রীখা — তুমি একে পঙ্গু করে দিয়েছ।
সুপুবু — ভাঙ্গা (কাঁঠাল ইত্যাদি)
থাইপুঙ সুপুবুদি — কাঁঠাল ভাঙ্গ।

১১৯। সুং ।। সীং ।। সীঙ

সুং — ভর দেওয়া,
লাথা চিকন' তা সুংদি — দুর্বল লাঠিতে ভর দিও না।
সীং — জিজ্ঞাসা করা,
বন' সীংদি — তাকে জিজ্ঞাসা কর।
সীং — ডাকা (কুকুর ইত্যাদি)
সাই সীংগ — কুকুর ডাকে।
সীঙ — টানানো,
তিরিপাল সীঙদি — ছত্রঙ্গী টানাও।

১২০। সাই ।। সায

সাই — পানসা বা কষা হওয়া,
অ বীথাই সাই বেরে বেরে — ফলটা পানসা পানসা ভাব।
সাই — গিয়া বলা,
বরগন' সাইদি — তাদের গিয়ে বল।
সায় — স্বামী
ব প্রমিলানি বীসায় — তিনি প্রমিলার স্বামী।
সাই — বাছাই করা
ডাফাকনি ডা সাইদি — বাঁশের আঁটি থেকে বাঁশ বাছাই কর।

১২১। সীই ।। সীয

সীই — কুকুর,
আনি সীই কুফুর মাসা তঙগ — আমার একটা সাদা কুকুর আছে।
সীই — দা দিয়া পালিশ করা,

উা সাইদি — বাঁশ (দা দিয়ে) পালিশ কর।

সাঁয় — লেখা,

তিতুন কাঙসা সাঁয়দি — একটা চিঠি লেখ।

১২২। সাঁতাই ।। সাঁতায়

সাঁতাই — প্রস্রাব করা,

আঙ অর সাঁতাইয়াখা — আমি এখানে প্রস্রাব করিনি।

সাঁতায় — হলুদ,

মুইঅ সাঁতায় রাঁয়াখা — তরকারিতে হলুদ দাওনি।

১২৩। সেপ

সেপ — দোহন করা,

মুসুকমা সেবদি — গাভী দোহন কর।

সেপ — সুযোগ,

সেপ মানখে রমনাই — সুযোগ পেলে ধরব।

সেপ — চেপে ধর,

কাহামখে সেবদি — ভাল করে চেপে ধর।

১২৪। হর

হর — আগুন,

হর ফাঁনাঙদি — আগুন জ্বালাও।

হর — রাত্র,

আঙ হর' থাংনাই — আমি রাত্রিবেলা যাব।

হর — দেওয়া,

বন' রাঙ খকবা রাঁদি — তাহাকে পাঁচ টাকা দাও।

১২৫। হান

হান — মাংস

উাহান তুবুদি — শূকরের মাং. এনো।

হান — মোরাদ দেওয়া,

ম মায়রুম বেলাই হানী — এ চাউল বেশ মোরাদ দেয়।

১২৬। হা

হা — মাটি,

নাঁঙ হা তানদি — তুমি মাটি কাট।

হা — দেশ,

চিনি হানি মুঙ ভারত — আমাদের দেশের নাম ভারত।

১২৭। হীন

হীন — বলা,

ব তাম হীন — সে কি বলে ?

হীন — বকুনি খাওয়া,

ব কক খীনায়নি বাগাই হীনজাগখা — সে কথা না শোনায় বকুনি খেয়েছে।

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককমাঙ জুদা ফুনুগাই ককবীতাং তাংনীয় তাংনীয়খে সীয়দি।

উর'	কুবুক	তাক	পুঙ	বেরা	য়ঙ
এর	কেবেং	তাঙ	পের	বীথাই	য়ং
কই	কীচাং	তাম	ফাই	বুচু	রম
কক	কীলাই	তাল	ফার	বীতীয়	রম'
কতক	খক	তীই	ফুঙ	বুখুক	রু
কর'	খপ	থক	ব	বেঙ	রী
কল	খল	থপ	বখক	মখল	রুডা
কলম	খাই	থু	বসক	মন'	রীডাই
কলি	খাইচিক	থুক	বা	মসক	রুগ
কসর'	খাম	থাই	বায়	মাখুক	রীগ
কা	খু	দুম	বার	মান	রুঙ
কাই	খুক	নার	বারা	মাল	রীঙ
কার	খুর	নুখুঙ	বীর'	মুসু	লাই
কীরা	খীনা	নীঙ	বির	মীসা	লায়
কুচুক	খীয়	পাই	বুকুর	মানদাল	লামদাঙ
কুতুক	তক	প্রাপ	ব্রীয়	মায়রুঙ	লামদাং
কুফুঙ		পিয়া	বুসুক	য়ক	লেখা

দশম অধ্যায়

বীথাক উলচি

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ককবরক লেখামুঙ (ককবরক গণনা পদ্ধতি)

ককবরক গণনায় দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে। যথা — (ক) দশভিত্তিক ও (খ) কুড়ি ভিত্তিক। নিম্নে প্রথমে দশভিত্তিক ও পরে কুড়ি ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি প্রদত্ত হইল।

(ক) চি রাগাই লেখামুঙ (দশভিত্তিক গণনা পদ্ধতি) ঃ

১ —	সা	১ দশ ৭ —	চিস্নি
২ —	নীয়	১ দশ ৮ —	চিচার
৩ —	থাম	১ দশ ৯ —	চিচুকু
৪ —	ব্রীয়	২ দশ —	নীয়চি
৫ —	বা	২ দশ ১ —	নীয়চিসা
৬ —	দক	২ দশ ২ —	নীয়চিনীয়
৭ —	স্নি	২ দশ ৩ —	নীয়চিথাম
৮ —	চার	২ দশ ৪ —	নীয়চিব্রীয়
৯ —	চুকু	২ দশ ৫ —	নীয়চিবা
১ দশ —	চি	২ দশ ৬ —	নীয়চিদক
১ দশ ১ —	চিসা	২ দশ ৭ —	নীয়চিস্নি
১ দশ ২ —	চিনীয়	২ দশ ৮ —	নীয়চিচার
১ দশ ৩ —	চিথাম	২ দশ ৯ —	নীয়চিচুকু
১ দশ ৪ —	চিব্রীয়	৩ দশ —	থামচি
১ দশ ৫ —	চিবা	৩ দশ ১ —	থামচিসা
১ দশ ৬ —	চিদক	৩ দশ ২ —	থামচিনীয়

৩ দশ ৩ —	থামচিথাম	৬ দশ ৩ —	দকচিথাম
৩ দশ ৪ —	থামচিব্রীয়	৬ দশ ৪ —	দকচিব্রীয়
৩ দশ ৫ —	থামচিবা	৬ দশ ৫ —	দকচিবা
৩ দশ ৬ —	থামচিদক	৬ দশ ৬ —	দকচিদক
৩ দশ ৭ —	থামচিস্নি	৬ দশ ৭ —	দকচিস্নি
৩ দশ ৮ —	থামচিচার	৬ দশ ৮ —	দকচিচার
৩ দশ ৯ —	থামচিচুকু	৬ দশ ৯ —	দকচিচুকু
৪ দশ —	ব্রীয়চি	৭ দশ —	স্নিচি
৪ দশ ১ —	ব্রীয়চিসা	৭ দশ ১ —	স্নিচিসা
৪ দশ ২ —	ব্রীয়চিনীয়	৭ দশ ২ —	স্নিচিনীয়
৪ দশ ৩ —	ব্রীয়চিথাম	৭ দশ ৩ —	স্নিচিথাম
৪ দশ ৪ —	ব্রীয়চিব্রীয়	৭ দশ ৪ —	স্নিচিব্রীয়
৪ দশ ৫ —	ব্রীয়চিবা	৭ দশ ৫ —	স্নিচিবা
৪ দশ ৬ —	ব্রীয়চিদক	৭ দশ ৬ —	স্নিচিদক
৪ দশ ৭ —	ব্রীয়চিস্নি	৭ দশ ৭ —	স্নিচিস্নি
৪ দশ ৮ —	ব্রীয়চিচার	৭ দশ ৮ —	স্নিচিচার
৪ দশ ৯ —	ব্রীয়চিচুকু	৭ দশ ৯ —	স্নিচিচুকু
৫ দশ —	বাচি	৮ দশ —	চারচি
৫ দশ ১ —	বাচিসা	৮ দশ ১ —	চারচিসা
৫ দশ ২ —	বাচিনীয়	৮ দশ ২ —	চারচিনীয়
৫ দশ ৩ —	বাচিথাম	৮ দশ ৩ —	চারচিথাম
৫ দশ ৪ —	বাচিব্রীয়	৮ দশ ৪ —	চারচিব্রীয়
৫ দশ ৫ —	বাচিবা	৮ দশ ৫ —	চারচিবা
৫ দশ ৬ —	বাচিদক	৮ দশ ৬ —	চারচিদক
৫ দশ ৭ —	বাচিস্নি	৮ দশ ৭ —	চারচিস্নি
৫ দশ ৮ —	বাচিচার	৮ দশ ৮ —	চারচিচার
৫ দশ ৯ —	বাচিচুকু	৮ দশ ৯ —	চারচিচুকু
৬ দশ —	দকচি	৯ দশ —	চুকুচি
৬ দশ ১ —	দকচিসা	৯ দশ ১ —	চুকুচিসা
৬ দশ ২ —	দকচিনীয়	৯ দশ ২ —	চুকুচিনীয়

৯ দশ ৩ — চুকুচিথাম
৯ দশ ৪ — চুকুচিব্রীয়
৯ দশ ৫ — চুকুচিবা
৯ দশ ৬ — চুকুচিদক
৯ দশ ৭ — চুকুচিস্নি
৯ দশ ৮ — চুকুচিচার
৯ দশ ৯ — চুকুচিচুকু
১০০ — বা

(খ) কুড়ি ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি

১ — সা
২ — নীয়
৩ — থাম
৪ — ব্রীয়
৫ — বা
৬ — দক
৭ — স্নি
৮ — চার
৯ — চুকু
১ দশ — চি
১ দশ ১ — চিসা
১ দশ ২ — চিনীয়
১ দশ ৩ — চিথাম
১ দশ ৪ — চিব্রীয়
১ দশ ৫ — চিবা
১ দশ ৬ — চিদক
১ দশ ৭ — চিস্নি
১ দশ ৮ — চিচার
১ দশ ৯ — চিচুকু
১ কুড়ি — খলপে
১ কুড়ি ১ — খলপেসা
১ কুড়ি ২ — খলপেনীয়
১ কুড়ি ৩ — খলপেথাম
১ কুড়ি ৪ — খলপেব্রীয়
১ কুড়ি ৫ — খলপেবা
১ কুড়ি ৬ — খলপেদক
১ কুড়ি ৭ — খলপেস্নি
১ কুড়ি ৮ — খলপেচার
১ কুড়ি ৯ — খলপেচুকু
১ কুড়ি ১০ — খলপেচি
১ কুড়ি ১১ — খলপেচিসা
১ কুড়ি ১২ — খলপেচিনীয়
১ কুড়ি ১৩ — কলপেচিথাম
১ কুড়ি ১৪ — খলপেচিব্রীয়
১ কুড়ি ১৫ — খলপেচিবা
১ কুড়ি ১৬ — খলপেচিদক
১ কুড়ি ১৭ — খলপেচিস্নি
১ কুড়ি ১৮ — খলপেচিচার
১ কুড়ি ১৯ — খলপেচিচুকু
২ কুড়ি — খলনীয়
২ কুড়ি ১ — খলনীয়সা
২ কুড়ি ২ — খলনীয়নীয়
২ কুড়ি ৩ — খলনীয়থাম
২ কুড়ি ৪ — খলনীয়ব্রীয়
২ কুড়ি ৫ — খলনীয়বা
২ কুড়ি ৬ — খলনীয়দক
২ কুড়ি ৭ — খলনীয়স্নি
২ কুড়ি ৮ — খলনীয়চার
২ কুড়ি ৯ — খলনীয়চুকু
৩ কুড়ি — খলথাম
৩ কুড়ি ১ — খলথামসা
৩ কুড়ি ২ — খলথামনীয়

৩ কুড়ি ৩	খলথামথাম
৩ কুড়ি ৪	খলথামব্রীয়
৩ কুড়ি ৫	খলথামবা
৩ কুড়ি ৬	খলথামদক
৩ কুড়ি ৭	খলথামস্নি
৩ কুড়ি ৮	খলথামচার
৩ কুড়ি ৯	খলথামচুকু
৩ কুড়ি ১০ —	খলথামচি
৩ কুড়ি ১১ —	খলথামচিসা
৩ কুড়ি ১২ —	খলথামচিনীয়
৩ কুড়ি ১৩ —	খলথামচিথাম
৩ কুড়ি ১৪ —	খলথামচিব্রীয়
৩ কুড়ি ১৫ —	খলথামচিবা
৩ কুড়ি ১৬ —	খলথামচিদক
৩ কুড়ি ১৭ —	খলথামচিস্নি
৩ কুড়ি ১৮ —	খলথামচিচার
৩ কুড়ি ১৯ —	খলথামচিচুকু
৪ কুড়ি —	খলব্রীয়
৪ কুড়ি ১ —	খলব্রীয়সা
৪ কুড়ি ২ —	খলব্রীয়নীয়
৪ কুড়ি ৩ —	খলব্রীয়থাম
৪ কুড়ি ৪ —	খলব্রীয়ব্রীয়
৪ কুড়ি ৫ —	খলব্রীয়বা
৪ কুড়ি ৬ —	খলব্রীয়দক
৪ কুড়ি ৭ —	খলব্রীয়স্নি
৪ কুড়ি ৮ —	খলব্রীয়চার
৪ কুড়ি ৯ —	খলব্রীয়চুকু
৪ কুড়ি ১০ —	খলব্রীয়চি
৪ কুড়ি ১১ —	খলব্রীয়চিসা
৪ কুড়ি ১২ —	খলব্রীয়চিনীয়
৪ কুড়ি ১৩	খলব্রীয়চিথাম
৪ কুড়ি ১৪	খলব্রীয়চিব্রীয়
৪ কুড়ি ১৫	খলব্রীয়চিবা
৪ কুড়ি ১৬	খলব্রীয়চিদক
৪ কুড়ি ১৭ —	খলব্রীয়চিস্নি
৪ কুড়ি ১৮ —	খলব্রীয়চিচার
৪ কুড়ি ১৯ —	খলব্রীয়চিচুকু
৫ কুড়ি —	খলবা

হাজার —	**সাই**
১ হাজার —	সা সাই
১ হাজার ১ —	সা সাই সা
১ হাজার ২ —	সা সাই নীয়
১ হাজার ৩ —	সা সাই থাম
১ হাজার ৪ —	সা সাই ব্রীয়
১ হাজার ৫ —	সা সাই বা

লক্ষ —	রাসাই
১ লক্ষ —	সা রাসাই
১ লক্ষ ১ —	সা রাসাই সা
১ লক্ষ ২ —	সা রাসাই নীয়
১ লক্ষ ৩ —	সা রাসাই থাম
১ লক্ষ ৪ —	সা রাসাই ব্রীয়
১ লক্ষ ৫ —	সা রাসাই বা

কোটি —	রীজাক
১ কোটি —	সা রীজাক
১ কোটি ১ —	সা রীজাক সা
১ কোটি ২ —	সা রীজাক নীয়
১ কোটি ৩ —	সা রীজাক থাম
১ কোটি ৪ —	সা রীজাক ব্রীয়
১ কোটি ৫ —	সা রীজাক বা

১ মহাপদ্ম — সা রারীজাক
(বিলিয়ন)
১ পহাপদ্ম ১ — সারা রীজাকসা
১ পহাপদ্ম ২ — সারা রীজাক নীয়
১ পহাপদ্ম ৩ — সারা রীজাক থাম
১ পহাপদ্ম ৪ — সারা রীজাক ব্রীয়
১ পহাপদ্ম ৫ — সারা রীজাক বা

রীঙরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবরকবায় লেখামুঙ দালবীসীক তঙ তেই তাম তাম সীয়দি।

২। চি রীগীই ককরবককবায় সা-নি সিমি রা জরা লেখামুঙ সীয়দি।

৩। ককরবককবায় সা-নি সিমি রা জরা সিরিসিতিনি লেখামুঙ সীয়দি।

৪। তলাঅ সীয়জাক ককবরক লেখামুঙরগনি চি-রীগীই ককউানজীই সীয়দি:—

নীয়চিবা	নীয়চিচার	থামচিথাম
থামচিবা	নীয়চিচুকু	থামচিব্রীয়
নীয়চিনীয়	ব্রীয়চি	থামচিস্নি
নীয়চিথাম	থামচি	নীয়চিসা
থামচিদক	থামচিসা	থামচিচার
নীয়চিব্রীয়	থামচিনীয়	থামচিচুকু
নীয়চিস্নি	নীয়চিদক	

৫। তলাঅ সীয়জাক ককউানজীইনি চি-রীগীই ককবরক লেখামুঙরগ সীয়দি:—

১২০,	৩৭২৮,	৭২৯২,	৭৪৮৭৪,
৩২৫,	৫৭৩৯,	৩২৩৫,	৬৫২৩৫,
২১৬,	২১৩৪,	৭২১৮,	২৩২৫৩,
৫৩২,	৮৯২৪,	৯৭২৫,	১১২৪১,
৩২১,	৩৩৭৫,	২১৩৪,	৪৫৭১২,
৬৬৩,	২৮৯২,	৪৫৭১,	৩২৫৭৬,
৭২৫,	৫৩৭২,	৬৫৮৭১,	২৫৬৮৩,
৯২৩,	৩৪২১,	৯৯৮৮১,	৫৭৮৬২,
৭৮৯৬,	৭২৩৫,	৫৬৪৩২,	২৩৫৪৮

বেদেক উল নীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ককবরক লেখামুঙনি দালবেরেম

(ককবরক গণনায় শ্রেণী বিভাজকের ব্যবহার)

[Use of Numerical Classifiers]

ককবরকে বিশেষ্যের সংখ্যা গণনায় সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত শ্রে বিভাজকের বিস্তৃত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণী বিভাজকটি সংখ্যাবাচক শব্দের উপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শ্রেণী বিভাজকটি নির্ভর করে জিনিসটি কি বা কি জাতীয় বা আকৃতির উপর।

অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাজক ব্যবহারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যা বিশেষ্যের শেষ শব্দাংশটি সংখ্যাবাচক শব্দের আগে যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে বিশেষ্যটি লিখতে হবে। কিন্তু বিশেষ্যটি একক শব্দাংশ বিশিষ্ট হলে প্রথমে বিশেষ্য বসানোর প্রয়োজ নেই। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এই নিয়মে ব্যবহৃ কয়েকটি শ্রেণী বিভাজকের ব্যবহার দেখানো হল ।

১। বীথাই — ফল,
ককথাই — শব্দ(Word)
সুতরাং ফল, শব্দ ইত্যাদির সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে 'থাই' শ্রেণী বিভাজকটি ব্যবহৃত হইবে।
যেমন—
একটি ফল — বীথাই থাইসা
দুটি আম — থাইচুক থাইনীয়
তিনটি শব্দ — ককথাই থাইথাম
ব্যতিক্রম : *আধারবাচক বা প্যাকেট বা কথা ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রেও 'থাই' বসিবে।*
যেমন —
একটি খাড়া — লাঙগা থাইসা
এক প্যাকেট মরিচ — মস' প্যাকেট থাইসা
একটি কথা — কক থাইসা
দুটি থালা — মায়ারাঙ থাইনীয়

২। বীতাং — মালা, ছড়া,

সুতরাং মালা, ছড়া ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে 'তাং' বসিবে। যেমন —

একটি ফুলের মালা — খুমতাং তাংসা,

এক ছড়া খেজুর — খেজুর বীতাং তাংসা

একটি কর্মসূচী — সামুঙ বীতাং তাংসা

৩। বীলাই — পাতা বা পৃষ্ঠা

সুতরাং পাতা বা পৃষ্ঠা গণনায় '**লাই**' বসিবে। যেমন —

পাঁচটি আম পাতা — থাইচুক বীলাই লাইবা

ছয় পৃষ্ঠা — বীলাই লাইদক

৪। বুফাঙ — গাছ,

সুতরাং গাছ গণনার ক্ষেত্রে '**ফাঙ**' বসিবে। যেমন —

দুটি গাছ — বুফাঙ ফাঙনীয়

তিনটি গাছ — বুফাঙ ফাঙথাম

৫। বীতাঁই — ডিম,

সুতরাং ডিম গণনার ক্ষেত্রে '**তাঁই**' বসিবে। যেমন —

তিনটি ডিম — বীতাঁই তাঁইথাম

চারটি ডিম — বীতাঁই তাঁইব্রীয়

৬। বুবার — ফুল

সুতরাং ফুল গণার ক্ষেত্রে '**বার**' বসিবে। যেমন —

একটি ফুল —- বুবার বারসা

তিনটি ফুল — খুম বারথাম

৭। বীলাম — ছিদ্র,

দগলাম — দরজা

তাইলাম — জানালা

সুতরাং ছিদ্র, দরজা, জানালা ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে '**লাম**' বসিবে। যেমন —

একটি ছিদ্র — বীলাম লামসা

তিনটি জানালা — তাইলাম লামথাম

৮। বুদুল — ঢিল, চাকা, পিণ্ড

সুতরাং ঢিল, চাকা বা পিণ্ড গণনার ক্ষেত্রে '**দুল**' বসিবে। যেমন—

এক পিণ্ড ভাত — মায়দুল দুলসা

একটি মাটির চাকা — হাদুল দুলসা

৯। বেদেক — ডাল, শাখা, বিভাগ,

সুতরাং গাছের ডাল বা শাখা গণনার ক্ষেত্রে **'দেক'** বসিবে। যেমন —

দুইটি ডাল — বেদেক দেকনীয়

তিনটি শাখা — বেদেক দেকথাম

১০। বুসুপ — কোণ,

সুতরাং কোণ গণনার ক্ষেত্রে **'সুপ'** বসিবে। যেমন —

এক কোণ — বুসুপ সুবসা

চার কোণা বিশিষ্ট — বুসুপ সুবব্রীয় গীনাঙ

১১। খীতীঙ— সূতা,

সুতরাং সূতা বা সূতার মত আকৃতি বিশিষ্ট কোন কিছুর গণনায় **'তীঙ'** বসিবে। যেমন—

একটি সূতা — খীতীঙ তীঙসা

দুটি চুল — খীনাই তীঙনীয়

১২। বুদুক — লতা, ছিলা, গুণ, দড়ি,

সুতরাং লতা, ছিলা বা গুণ গণনার ক্ষেত্রে **'দুক'** বসিবে। যেমন —

একটি লতা — বুদুক দুকসা

দুইটি দড়ি — বুদক দুকনীয়

১৩। ককথর — শব্দাংশ,

সুতরাং শব্দাংশ গণনার ক্ষেত্রে **'থর'** বসিবে। যেমন —

দুইটি শব্দাংশ — ককথর থরনীয়

তিনটি শব্দাংশ — ককথর থরথাম

১৪। তাল — মাস,

সুতরাং মাস গণনার ক্ষেত্রে **'তাল'** বসিবে। যেমন —

দুইমাস — তালনীয়

তিনমাস — তালথাম

১৫। সাল — দিন,

সুতরাং দিন গণনার ক্ষেত্রে **'সাল'** বসিবে। যেমন —

একদিন — সালসা

পাঁচদিন — সালবা

১৬। বিসি — বৎসর

সুতরাং বৎসর গণনার ক্ষেত্রে **'বিসি'** বসিবে। তবে ১ এর ক্ষেত্রে **'বিসি'** এর সংক্ষিপ্ত রূপ **'বি'** এবং ২,৩ ও ৫ এর ক্ষেত্রে **'বিসিগ'** ব্যবহৃত হয়। যেমন —

এক বৎসর — বিসা

দুই বৎসর — বিসিগনীয়

পাঁচ বৎসর — বিসিগবা

১৭। হর — রাত্রি,

সুতরাং রাত্রি গণনার ক্ষেত্রে **'হর'** বসিবে। যেমন—

এক রাত্রি — হরসা

দুই রাত্রি — হরনীয়

১৮। থপ — ফোঁটা (Drop)

সুতরাং ফোঁটা গণনার ক্ষেত্রে 'থপ' বসিবে। যেমন —

এক ফোঁটা — থপসা

তিন ফোঁটা — থপথাম

১৯। খুরি — বাটি, পাত্র

সুতরাং বাটি, পাত্র ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে 'খুরি' বসিবে। যেমন —

একটি বাটি — খুরিসা

দুইপাত্র — খুরিনীয়

২০। বাগ — খন্ড বা ভাগ

সুতরাং খন্ড বা ভাগ গণনার ক্ষেত্রে 'বাগ' বসিবে। যেমন —

এক খন্ড — বাগসা

দুই ভাগ — বাগনীয়

২১। সঙ — দল,

সুতরাং দল গণনার ক্ষেত্রে 'সঙ' বসিবে। যেমন —

এক দল — সঙসা

২২। দাল — প্রকার,

সুতরাং প্রকার গণনার জন্য 'দাল' বসিবে। যেমন —

দুই প্রকার — দালনীয়

তিন প্রকার — দালথাম

২৩। ক্বাখর — গর্ত.

সুতরাং গর্ত গণনার ক্ষেত্রে সংখ্যা বাচক শ্রেণী বিভাজক 'খর' বসিবে। যেমন —

একটি গর্ত — ক্বাখর খরসা

দুটি গর্ত — ক্বাখর খরনৈ।

২৪। মু — পুঁটলি.

সুতরাং পুঁটলি গণনার ক্ষেত্রে 'মু' বসিবে। যেমন —

এক পুঁটলি — মুমসা

দুই পুঁটলি — মুমনৈ

২৫। মথা — মুঠি, সমষ্টি

সুতরাং মুঠি গণনার ক্ষেত্রে 'মথা' বসিবে। যেমন —

এক মুঠি — মথসা

তিন মুঠি — মথথাম

২৬। বকল — ছোট গোলাকৃতি বস্তু.

সুতরাং ছোট গোলাকৃতি কোন জিনিস এর সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে 'কল' বসিবে। যেমন—

একটি মার্বেল — মার্বেল কলসা

দুটি ডিম — মকল কলনৈ

২৭। মলখুং — যান

সুতরাং গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল, বিমান, নৌকা, জাহাজ, ঘর, ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে 'খুং' বসিবে। যেমন—

একটি বিমান — বিরখুং খুংসা

একটি জাহাজ — তৗরখুং খুংসা

২৮। বোলেপ — ছোট বৃত্তাকার বস্তু

সুতরাং ছোট বৃত্তাকার (কেইক, পিঠা, পয়সা ইত্যাদি) বস্তুর সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে 'লেপ' বসিবে। যেমন —

একটি কেইক — কেইক লেপসা

দুইটি পিঠা — আউান লেপনৈ

তিনটি পয়সা — পইসা লেপথাম

২৯। বকন — মাছ, মাংস ইত্যাদির টুকরো

সুতরাং মাছ, মাংস ইত্যাদির টুকরো গণনার ক্ষেত্রে 'কন' বসিবে। যেমন —

পাঁচ টুকরো মাছ — আ ফনবা

এক টুকরো মাংস — বাহান ফনসা

৩০। বাঁখাক — খন্ড বা কোন জিনিসের অংশ,

সুতরাং কোন জিনিসের খন্ড বা অংশ গণনার ক্ষেত্রে **'খাক'** বসিবে। যেমন —

এক খন্ড — খাকসা

পাঁচ অংশ — খাকবা

উপরে উল্লেখিত বাঁধা ধরা নিয়ম ছাড়াও আরো অনেক শ্রেণী বিভাজক আছে। উহাদের মুখস্থ করা ছাড়া কোন উপায় নাই। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইল ঃ

৩১। প্রাণীর সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে **'মাক'** বসে থাকে। তবে ১, ৪, ৫, ৬ এর ক্ষেত্রে মাক-এর সংক্ষিপ্ত রূপ **'মা'** এবং ২ এর ক্ষেত্রে **'মাঙ'** বসিবে থাকে। যেমন —

একটি গরু — মুসুক মাসা

দুইটি ছাগল — পুন মাঙনীয়

সাতটি মোরগ — তক মাকস্নি

৩২। কং — হাত, পা, আঙ্গুল, লাঠি, কলম এবং মৃত গাছ ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে **'কং'** বসিবে। যেমন—

দশটি হাত — য়াক কংচি

দুইটি পা — য়াকুং কংনীয়

বিশটি আঙ্গুল — য়াসি কংনীয়চি

একটি কলম — কলম কংসা

৩৩। কাঙ — বই, খাতা, কাগজ ইত্যাদির সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে **'কাঙ'** বসিবে। যেমন—

একটি বই — বিজাপ কাঙসা

একটি শার্ট — কামচৌলীয় কাঙসা

৩৪। খক — টাকা গণনার ক্ষেত্রে **'খক'** বসিবে । যেমন—

একটি বই — রাঙ খকচি

পাঁচ টাকা — রাঙ খকবা

৩৫। ফুং — চপেটাঘাত বা আঘাতের সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে **'ফুং'** বসিবে। যেমন—

একটি লাথি — উসতা ফুংসা

একটি চপেটাঘাত — থাপরা ফুংসা

৩৬। ফাতি — খাবার বেলায় **'বেলা'** বুঝানোর জন্য **'ফাতি'** বসিবে। যেমন—

একবেলা — ফাতিসা

দুই বেলা — ফাতিনীয়

৩৭। কৗরীং — মানবশরীরের মাংসের অংশ বা জায়গার অংশ বুঝাইবার জন্য 'কৗ
বসিবে। যেমন—

এক অংশ মাংস — বাহান কৗরীংসা

এক অংশ জায়গা — জাগা কৗরীংসা

৩৮। উাই — একবার, দুইবার, কতবার ইত্যাদির ক্ষেত্রে **'বার'** বুঝাইবার জন্য **'উাই'** বসি
যেমন—

একবার — উাইসা

দুইবার — উাইনৗয়।

৩৯। মুক— দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক **'হাত'** বুঝানোর জন্য **'মুক'** বসিবে। যেমন—

এক হাত — মুকসা

পাঁচহাত — মুকবা

৪০। লাপ — কাগজ অথবা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো গণনার ক্ষেত্রে **'লাপ'** বসিবে। যেমন-

এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ — কাগজ লাপসা

দুই টুকরো ছেঁড়া কাপড় — রি লাপনৗয়

৪১। বাই — তামাক, গাজা, ইত্যাদির ছিলিম গণনার ক্ষেত্রে **'বাই'** বসিবে। যেমন—

এক ছিলিম গাজা — গাজা বাইসা

দুই ছিলিম তামাক — দুমা বাইনৗয়

৪২। খপ — পানের ক্ষেত্রে চুমুক বা টান ইত্যাদি বুঝানোর জন্য **'খপ'** বসিবে। যেমন-

এক চুমুক কফি — কফি খপসা

এক টান তামাক — দুমা খপসা

৪৩। রেচেক — ফল জাতীয় কোন কিছুর ফালি গণনারক্ষেত্রে **'রেচেক'** বসিবে। যেমন-

এক ফালি তরমুজ — তরমুজ রেচেকসা

একফালি কুমড় — চাকুমরা রেচেকসা

৪৪। খানি — পানের খিলি গণনার ক্ষেত্রে **'খানি'** বসিবে। যেমন—

এক খিলি পান — কুউাই খানিসা

৪৫। কাই — উপরে উল্লেখিত জিনিসগুলি ছাড়া বাকি সব জিনিসের সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে
'কাই' বসিবে। যেমন—

একটি ইট — ইট কাইসা

একটি কাজ — সামুঙ কাইসা

রীওরীকমা (অনুশীলনী)

১। ককবরকে অনুবাদ কর ঃ

ক) আমাকে একটি আম দাও খ) সে একটি ফুলের মালা কিনেছে। গ) আমি পাঁচটি গাছ কেটেছি। ঘ) সে দুইবার এখানে এসেছে। ঙ) এক চুমুক চা খেয়ে যান। চ) তেমাকে একটি কথা বলবো। ছ) আমাকে এক খিলি পান খাওয়ান। জ) একফোটা বৃষ্টিও পড়েনি।

২। বাংলায় অনুবাদ কর ঃ

ক) সাল' ফাতিকনীয় চানানি মায় কীরীই। খ) নুঙ উাই বীসীক অর' ফায়খা। গ) আন' বিজাপ কাংসা রীদি। ঘ) ব সালসা সিনি অর' ফায়মানি। ঙ) ব উাইসাফানী ফায়াখী। চ) নীঙ তালানীয় উল' ফায়দি। ছ) বিসা উল' আঙ থাংনাই।